বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮

তথ্য কমিশন

তথ্য কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮

তথ্য কমিশন

তথ্য কমিশন

তথ্য কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮

পরিকল্পনা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা
তথ্য কমিশন

সহযোগিতা
তথ্য কমিশনের কর্মচারিবৃন্দ

তথ্য কমিশন কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ

মুদ্রণ
অ আ প্রিন্টার্স
১০৫, দক্ষিণ বিশিল, মিরপুর-১
ঢাকা-১২১৬

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণের উদ্ধৃতাংশ
"আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই।"
বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ ছিল অবহেলিত বাঙালির অধিকার আদায়ের দৃপ্ত অঙ্গীকার।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮

তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
	সূচিপত্রের সারণী	v-vi
	মুখবন্ধ	vii
	মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট ২০১৮ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন	ix
	বর্তমান প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারবৃন্দ	xi
	সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনারবৃন্দ ও তথ্য কমিশনারবৃন্দ	xii
	বার্ষিক প্রতিবেদনের নির্বাহী সারসংক্ষেপ	xiii-xiv
	তথ্য কমিশনের কর্মচারিবৃন্দ	xv
অধ্যায় ১	**তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা**	১
১.১	তথ্য অধিকার আইনের পটভূমি	২
১.২	তথ্য কমিশনের অফিস স্থাপন, জমি বরাদ্দ ও নিজস্ব ভবন নির্মাণের অগ্রগতি	২
১.৩	সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবলের বর্তমান অবস্থা	৪
অধ্যায় ২	**তথ্য অধিকার বিষয়ক তথ্য কমিশনের বিভিন্ন কার্যক্রম**	৭
২.১.১	আরটিআই অনলাইন প্রশিক্ষণ	৮
২.১.২	ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন, অবহিতকরণ, প্রশিক্ষণ অগ্রগতি পর্যালোচনা ও মতবিনিময় সভা	৮
২.১.৩	আরটিআই অনলাইন ট্রাকিং সিস্টেম পরীক্ষামূলকভাবে চালুকরণ	১২
২.১.৪	তথ্য অধিকার সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম	১৩
২.১.৫	"তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে করণীয়" শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন	১৫
২.১.৬	তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার প্রদানের নিমিত্ত নীতিমালা প্রণয়ন:	১৫
২.১.৭	তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগের শুনানী ও নিষ্পত্তিকরণ	১৮
২.১.৮	তথ্য কমিশন কর্তৃক বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ	১৮
২.২	জনঅবহিতকরণ সভা ও প্রশিক্ষণ	২২
২.৩	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ	২৭
২.৪	তথ্য কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই)	২৮
২.৫	তথ্য মূল্য সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের কোড নম্বর	২৯
২.৬	মন্ত্রণালয়/বিভাগ, বিভিন্ন অধিদপ্তর/ দপ্তর, সংস্থার এবং উপজেলা পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ	২৯
২.৭	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি	২৯
২.৮	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানের চিত্র	৩২
২.৯	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের অনলাইন প্রশিক্ষণ	৩৩
অধ্যায় ৩	**তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম**	৩৫
৩.১	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম	৩৬

৩.২	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর কর্তৃক গ্রহীত কার্যক্রম	৪৫
৩.৩	তথ্য কমিশন ও বেসরকারি সংগঠনসমূহের যৌথ কর্মকাণ্ড	৫১
অধ্যায় ৪	**আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৮ উদ্‌যাপন**	৭৩
অধ্যায় ৫	**তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন পরিস্থিতি**	৮৩
৫.১	বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা	৮৪
৫.২	সরবরাহকৃত তথ্য ও না দেয়া তথ্যের সংখ্যা	৮৫
৫.৩	আপীলের সংখ্যা ও নিষ্পত্তি	৮৬
৫.৪	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি	৮৬
৫.৫	সর্বাধিক আবেদনপ্রাপ্ত ১০টি মন্ত্রণালয়ের তথ্যাদি	৮৬
৫.৬	দেশের সকল জেলায় প্রাপ্ত আবেদনগুলোর বিভাগওয়ারী তথ্যাদি	৮৭
৫.৭	সর্বাধিক আবেদনপ্রাপ্ত ১০টি জেলা	৮৮
৫.৮	এনজিওসমূহে প্রাপ্ত আবেদন	৮৯
৫.৯	বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন বিশ্লেষণ	৯০
৫.৯.১	মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ	৯০
৫.৯.২	জেলা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ	৯১
৫.৯.৩	এনজিও থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ	৯১
৫.১০	তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগ ও গৃহীত ব্যবস্থাদি	৯২
৫.১১	তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহের বিশ্লেষণ	৯২
৫.১১ (ক)	২০১৮ সালে কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহের (শুনানীর জন্য গৃহীত) বিশ্লেষণ	৯৬
৫.১১ (খ)	মোট অভিযোগকারীর মধ্যে নারী-পুরুষ শ্রেণিভেদ	১০০
৫.১১(গ)	শুনানীর জন্য গৃহীত অভিযোগসমূহে যাচিত তথ্যের বিশ্লেষণ	১০১
৫.১২	শুনানীর জন্য গৃহীত না হওয়া অভিযোগসমূহের বিশ্লেষণ	১০৪
৫.১২.(ক)	অভিযোগ শুনানীর জন্য গ্রহণ না করার কারণ	১০৪
৫.১২.(খ)	অভিযোগ শুনানীর জন্য গ্রহণ না করার উল্লেখযোগ্য ১০টি কারণ	১০৬
৫.১৩	তথ্য কমিশন কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ	১০৮
৫.১৪	তথ্য কমিশন ঃ উল্লেখযোগ্য কেস স্টাডিসমূহ	১০৯
৫.১৫	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ/চ্যালেঞ্জসমূহ	১১৫
৫.১৬	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য তথ্য কমিশনের সুপারিশ	১১৫
৫.১৭	তথ্য কমিশনের আয়-ব্যয়ের হিসাব	১১৬
৫.১৮	উপসংহার	১১৬
অধ্যায় ৬	**পরিশিষ্টসমূহ**	১১৯
ক.	তথ্য কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো	১২০
খ.	তথ্য কমিশনে কর্মরত কর্মচারীবৃন্দের তালিকা	১২১
গ.	তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার নীতিমালা, ২০১৮	১২৪
ঘ.	জরিমানা ও ক্ষতিপূরণের আদেশ সংক্রান্ত কতিপয় সিদ্ধান্তপত্র	১২৭

মুখবন্ধ

হাটিহাটি পা পা করে তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশনের দশক পূর্তি হতে যাচ্ছে। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও তথ্য কমিশন বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে। সঙ্গত কারণেই জনগণ ও কর্তৃপক্ষ সকলের নিকট তথ্য কমিশনের প্রতিবেদিত বছরের কার্যাবলী সম্পর্কে জানার ঔৎসুক্য একটু বেশী থাকবে।

তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের জন্যই তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ প্রণীত হয়েছে। তথ্যই শক্তি এবং তথ্য মূলত: জনগণের জন্য। এ আইন জনগণকে আবশ্যিকভাবে তথ্য প্রাপ্তিতে আইনি ভিত্তি দিয়েছে। সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ এবং সরকারি ও বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, দুর্নীতিমুক্ত দায়িত্বপালন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ রচিত হয়েছে।

জনগণের তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণে প্রতিবেদিত বছরে কেন্দ্রীয় ও জেলা পর্যায়ে কমিটি পুন:গঠন করে কার্যপরিধি যুগোপযোগী করা হয়েছে। বিভাগ ও উপজেলা পর্যায়ে এ যাবত কোন কমিটি ছিলনা। সরকারি, বেসরকারি ও নাগরিক সমাজ নিয়ে এ দুই পর্যায়ে শক্তিশালি কমিটি করে কার্যকর করা হয়েছে। তথ্য কমিশন সকল পর্যায়ের কমিটি ও সুধি সমাজের সাথে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নকল্পে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে মতবিনিময় সভার প্রচলন করে নিয়মিতভাবে তা করে যাচ্ছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্টদের দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে নিয়মিত অফলাইন প্রশিক্ষণের পাশাপাশি অনলাইন প্রশিক্ষণ প্রথা চালু করেছে এবং তথ্য প্রদানে সাফল্য অর্জন কারীদের উৎসাহিত করার জন্য প্রথমবারের মত নীতিমালা প্রণয়ন করে বিভিন্ন পর্যায়ে পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছে। কমিশনের ১৩ তলা ভবন নির্মাণ প্রকল্প সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এগুলো ২০১৮ সনে তথ্য কমিশন গৃহীত অন্যতম কার্যক্রম। ফলশ্রুতিতে তথ্য কমিশনসহ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের মধ্যে আইন বাস্তবায়নে কর্ম-চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। তৃণমূল, প্রান্তিক, দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিতসহ সকল জনগণের তথ্য অধিকার সম্পর্কে সচেতনতাবৃদ্ধির পথ আরো সুগম হয়েছে। অন্যদিকে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রদান বিষয়ে মনিটরিং জোরদারকরণের কারণে কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটসহ বিভিন্ন পদ্ধতিতে কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম সম্পর্কে নিয়মিত হালনাগাদ তথ্যের প্রবাহ জনগণের নিকট আরো অবারিত হয়েছে। তবে তথ্য কমিশন বিশ্বাস করে আপামর জনসাধারণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে এহেন কার্যক্রম একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র। জনগণের ব্যাপক তথ্য চাহিদা পূরণে এবং এ লক্ষ্যে জনগণকে উজ্জীবিতকরণে তথ্য কমিশনের বিভিন্ন ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা রয়েছে। এগুলোর বাস্তবায়নে তথ্য কমিশন সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছে।

তথ্য কমিশনের ২০১৮ সনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশে যারা বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন; শ্রম, মেধা, তথ্যাদি ও পরামর্শ দিয়ে প্রতিবেদনটি সমৃদ্ধ করেছেন বিশেষত: তথ্য কমিশনের দু'জন সম্মানিত কমিশনারসহ অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারিগণকে তথ্য কমিশনের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মরতুজা আহমদ
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন।

তথ্য পেলে মুক্তি মেলে
সোনার বাংলার স্বপ্ন ফলে

মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ এর নিকট তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১৭ পেশ করেন মাননীয় প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ। এ সময় তথ্য কমিশনার জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার, তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম এনডিসি এবং তথ্য কমিশনের সচিব জনাব মোঃ মুহিবুল হোসেইন উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গভবন, ০৬ জুন ২০১৮

তথ্য দিয়ে গড়ব দেশ
আলোয় ভরা বাংলাদেশ

বর্তমানে কর্মরত প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারবৃন্দ

মরতুজা আহমদ
প্রধান তথ্য কমিশনার

প্রধান তথ্য কমিশনার হিসেবে জনাব মরতুজা আহমদ ২০১৮ সালের ১৮ জানুয়ারি যোগদান করে দায়িত্ব পালন করছেন।

নেপাল চন্দ্র সরকার
তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশনার হিসেবে জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার ২০১৪ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর যোগদান করে দায়িত্ব পালন করছেন।

সুরাইয়া বেগম এনডিসি
তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশনার হিসেবে জনাব সুরাইয়া বেগম এনডিসি ২০১৮ সালের ২৯ মে যোগদান করে দায়িত্ব পালন করছেন।

সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনারবৃন্দ

এম আজিজুর রহমান
০২ জুলাই, ২০০৯ হতে ১০ জানুয়ারি, ২০১০

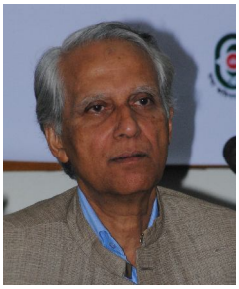

মোহাম্মদ জমির
৩১ মার্চ, ২০১০ হতে ০৩ সেপ্টেম্বর, ২০১২

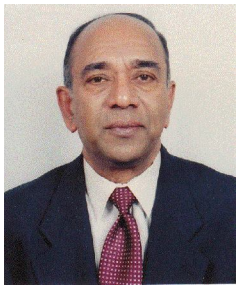

মোহাম্মদ ফারুক
১১ অক্টোবর, ২০১২ হতে ০৯ জানুয়ারি, ২০১৬

অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম রহমান
০৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ হতে ০৪ জানুয়ারি, ২০১৮

সাবেক তথ্য কমিশনারবৃন্দ

মোহাম্মদ আবু তাহের
তথ্য কমিশনার
০২ জুলাই, ২০০৯ হতে
০১ জুলাই, ২০১৪

অধ্যাপক ডঃ সাদেকা হালিম
তথ্য কমিশনার
০৫ জুলাই, ২০০৯ হতে
০৪ জুলাই, ২০১৪

অধ্যাপক ডঃ খুরশীদা বেগম সাঈদ
তথ্য কমিশনার
২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ হতে
৩১ জানুয়ারি, ২০১৮

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

১৭৬৬ সালে সুইডেন থেকে তথ্য অধিকার আইনের অভিযাত্রা শুরু হলেও বর্তমানে ১২৩টি দেশ তথ্য অধিকার আইনের চর্চা করছে। বাংলাদেশে ২০০৯ সালের ২৯ মার্চ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ৯ম জাতীয় সংসদের ১ম অধিবেশনেই পাস হয়। ২০০৯ সালের ১ জুলাই তারিখে তথ্য কমিশন গঠিত হওয়ার পর তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ কার্যকর হয় এবং সারাদেশে একযোগে এর কার্যক্রমের গতিময়তা ছড়িয়ে পড়ে।

তথ্য অধিকার বিষয়ক তথ্য কমিশনের বিভিন্ন কার্যক্রম:

২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন পাস করার পর তথ্য কমিশনকে কার্যকর এবং শক্তিশালী একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। আইনের ১২ ধারা অনুযায়ী একজন প্রধান তথ্য কমিশনার এবং দু'জন তথ্য কমিশনার নিয়োগ, তথ্য কমিশনের জন্য ৭৬ জন কর্মচারি সমন্বয়ে জনবল অনুমোদন, প্রাথমিকভাবে ভাড়ায় অফিস নেয়াসহ সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে কমিশনকে দেশ-বিদেশে একটি সফল প্রতিষ্ঠানে রূপদান করার সকল উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তথ্য কমিশনের আনুসঙ্গিক সকল সুবিধা নিশ্চিত করে আইনের মূল উদ্দেশ্য অর্জনে সরকার প্রতি বছর বাজেট বরাদ্দ দিয়ে জনগণকে আইন সম্পর্কে অবহিত করতে এবং সরকারি কর্মচারিগণকে আইনের উপর প্রশিক্ষণ দিয়ে নাগরিকগণের যাচিত সকল তথ্য সরবরাহের জন্য প্রস্তুত করতে সহায়তা করছে। সরকারি সহায়তায় কমিশন ইতোমধ্যে আইনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে বিভিন্ন বিধিমালা, প্রবিধানমালা, টিভিসি, পটগান, ইত্যাদি প্রকাশ করে আইনের প্রচারণা বৃদ্ধি করছে। কমিশন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ এই বার্ষিক প্রতিবেদনের বিভিন্ন অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে। গত ২০১৮ সালে উল্লেখযোগ্য অর্জনের মধ্যে আরটিআই অনলাইন প্রশিক্ষণ, ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর অনলাইনে প্রশিক্ষণ গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রধান তথ্য কমিশনার কর্তৃক স্বাক্ষরিত সনদ লাভের ব্যবস্থা গ্রহণ; মন্ত্রণালয়, বিভাগ, বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ এবং তথ্য প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে উৎসাহিত করার জন্য পুরস্কার প্রদান নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। এ ছাড়াও ডিনেট এর সহায়তায় নির্মিত আরটিআই অনলাইন ট্রাকিং সিস্টেম পরীক্ষামূলকভাবে চালুকরণসহ কমিশন তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা অতি সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা হল:

- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নকল্পে ইতোমধ্যে উক্ত আইনের ইংরেজী পাঠসহ প্রয়োজনীয় বিধিমালা ও প্রবিধানমালাসমূহ, নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সিদ্ধান্তসমূহ সম্বলিত পুস্তক (৪ খণ্ড) ও এগুলোর ইংরেজী সংস্করণ, বার্ষিক প্রতিবেদন, তথ্য অধিকার সহায়িকা, স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের নির্দেশিকা প্রণয়ন সহায়িকা, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য নির্দেশিকা, আবেদনকারীদের জন্য নির্দেশিকা, কর্তৃপক্ষের করণীয় সম্পর্কিত নির্দেশিকা, কতিপয় গবেষণা ও ডকুমেন্টারী তৈরীকরণ, তথ্য অধিকার বিষয়ক নিউজ লেটার প্রকাশসহ আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে স্মরণিকা ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে।
- ২০১৮ সালে আরটিআই অনলাইন প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরী ও প্রণীত বাস্তবায়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে।
- ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন, জনঅবহিতকরণ, প্রশিক্ষণ বিষয়ক অগ্রগতি পর্যালোচনা ও মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়েছে।
- আরটিআই অনলাইন ট্রাকিং সিস্টেম পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে।
- তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার প্রদানের নিমিত্ত নীতিমালা প্রণয়ন করে ৪টি পর্যায়ে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।
- ২০১৮ সনে সারাদেশে মোট ৮৬৬০টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করা হয়েছে। তন্মধ্যে মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর পর্যায়ে ৪৮.৫৮%, জেলা পর্যায়ে ৪৪.২%, কমিশনসমূহে ২.২৯%, ব্যাংকসমূহে ০.৪৯% এবং এনজিওগুলোতে ৪.৪৪% তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল হয়েছে। অনুরোধকৃত তথ্য না দেওয়ার হার ৪.৫১%।
- সারা দেশে যেসব বিষয়ে তথ্যের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন পাওয়া গেছে সে গুলির মধ্যে ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্রয় কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য ও দরপত্র, ভূমি রেজিস্ট্রেশন, হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা,

সরকারি চাকুরি, প্রশাসন ও জনশৃঙ্খলা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, সমাজসেবা ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক প্রকল্পসমূহ, নিয়োগ পরীক্ষা, ভর্তি পরীক্ষা, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

- ২০১৮ সনে সারাদেশে নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মধ্যে ০৮টি জেলার ৭৩টি উপজেলায় ৪০০৩ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ০৮টি জেলার ৭৩টি উপজেলায় জনঅবহিতকরণ সভা করা হয়েছে।
- ২০১৮ সালের ২৮-৩০ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঢাকাসহ সারাদেশে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশসহ স্মরণিকা ও পোস্টার প্রকাশ করা হয়েছে।

তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগের শুনানী ও নিষ্পত্তিকরণ:

তথ্য কমিশনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগের শুনানী গ্রহণের মাধ্যমে তা নিষ্পত্তি করা। তথ্য কমিশনে ২০০৯ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ৮০৭ টি, ২০১৫ সালে ৩৩৬ টি, ২০১৬ সালে ৫৩৯ টি, ২০১৭ সালে ৫৩০ টি এবং ২০১৮ সালে ৭৩২ টি অভিযোগ দায়ের করা হয়। তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগের সংখ্যা প্রতি বছরেই উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি:

তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। গৃহীত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:

- দেশের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ওয়েবসাইট খোলা হয়েছে।
- অধিকাংশ জেলার তথ্য বাতায়নে তথ্য অধিকার আইন সন্নিবেশিত হয়েছে।
- ওয়েবসাইটে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী স্ব-উদ্যোগে প্রকাশ করা হয়েছে।
- বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য সরবরাহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
- বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ তথা মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত সংস্থাসমূহ 'তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা' প্রণয়ন করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে।
- বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ তাদের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।
- বেসরকারি সংস্থাসমূহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জনগণকে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিলের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করে থাকেন। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তথ্যবন্ধু তৈরি, কর্মসূচির অন্যান্য কার্যক্রমের সাথে তথ্য অধিকার বিষয়ক কার্যক্রমকে যুক্ত করা, গণ নাটক ও কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

  কমিশন গৃহীত কার্যক্রম ছাড়াও যে সকল উল্লেখযোগ্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তথ্য অধিকার নিয়ে তথ্য কমিশনের সাথে যুগপৎভাবে কাজ করে যাচ্ছে, তাদের কার্যক্রমও প্রতিবেদনে স্থান পেয়েছে। বাংলাদেশের প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক এবং অনলাইন মিডিয়ায় তথ্য অধিকার নিয়ে যে সকল নিবন্ধ রচিত হয়েছে, জনগণের তথ্য অধিকার চর্চা বৃদ্ধিতে সেগুলোও অবদান রাখছে। তথ্য কমিশন ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা এবং ৪৯১টি উপজেলায় তথ্য অধিকার আইনের উপর জনঅবহিতকরণ সভা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের জন্য প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। পরিলক্ষিত সকল প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে তথ্য অধিকার চর্চায় জনগণের সম্পৃক্ততা বাড়াতে সকলকে একযোগে এগিয়ে আসতে হবে এবং সকলের সফল প্রয়াস বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ও টেকসই উন্নয়ন সাধনে অবদান রাখতে সক্ষম হবে মর্মে তথ্য কমিশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।

তথ্য কমিশনের কর্মচারিবৃন্দ।

করবো না আর তথ্য গোপন
স্বচ্ছ সমাজ করবো গঠন

অধ্যায়- ০১

তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা

অধ্যায়-১

তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা

১.১. তথ্য অধিকার আইনের পটভূমি

"প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ"-এই ধারণা থেকে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুসংহত করার লক্ষ্যে জনগণের তথ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৮৩ সালে তথ্য অধিকার আইনের পক্ষে প্রেস কমিশনের সুপারিশ ও ২০০২ সালে আইন কমিশনের কার্যপত্রের সূত্র ধরে বাংলাদেশে সিভিল সোসাইটির পক্ষ থেকে তথ্য অধিকার আইনের দাবী জোরদার হতে থাকে। সুশীল সমাজ, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, আইনজীবী, বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া প্রভৃতি এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এরই ধারাবাহিকতায় আইন কমিশন বিভিন্ন দেশের আইন পর্যালোচনা করে ২০০৩ সালে তথ্য অধিকার আইনের একটি খসড়া সরকারের নিকট পেশ করে।

১৭৬৬ সালে সুইডেন থেকে তথ্য অধিকার আইনের আনুষ্ঠানিক অভিযাত্রা শুরু হলেও ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত দু'শ বছরে বিশ্বের মাত্র চারটি দেশ এই অভিযাত্রায় সামিল হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিদ্যমান তথ্য অধিকার আইনসমূহ পর্যালোচনা করে এবং দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে মতামত নিয়ে তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ চূড়ান্ত করা হয়। সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষে ২০ অক্টোবর, ২০০৮ তারিখে 'তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ, ২০০৮' জারি করা হয়। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর নির্বাচিত সরকার 'তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ, ২০০৮' কে আইনে পরিণত করার উদ্যোগ নেয় এবং ৯ম জাতীয় সংসদের ১ম অধিবেশনে যে কয়টি অধ্যাদেশ আইনে পরিণত হয় তার মধ্যে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' অন্যতম। উক্ত অধিবেশনে ২৯ মার্চ, ২০০৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাস হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ৫ এপিল, ২০০৯ তারিখে এ আইনটিতে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং ৬ এপ্রিল, ২০০৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১১(১) উপ-ধারার বিধান মতে আইন জারির ৯০ দিনের মধ্যে গত ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে প্রধান তথ্য কমিশনার ও ২ জন তথ্য কমিশনার তন্মধ্যে একজন মহিলা সমন্বয়ে তথ্য কমিশন গঠন করা হয় এবং ১ জুলাই ২০০৯ তারিখ থেকে বাংলাদেশ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর চর্চা শুরু করে।

১.২. তথ্য কমিশনের অফিস স্থাপন, জমি বরাদ্দ ও নিজস্ব ভবন নির্মাণের অগ্রগতি

২০০৯ সালে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার পর প্রাথমিকভাবে তথ্য মন্ত্রণালয়াধীন গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের তিনটি কক্ষে কমিশনের কার্যক্রম শুরু করা হয়। পরবর্তীতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন শেরে বাংলা নগরস্থ আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় অবস্থিত প্রত্নতত্ত্ব ভবনের ৩য় তলায় একটি ফ্লোরে ভাড়া ভিত্তিতে তথ্য কমিশনের অফিস স্থাপন করা হয়। বর্তমানে উক্ত ভবনেই কমিশনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

তথ্য কমিশন ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত তথ্যাদি

২০১০ সালে তথ্য কমিশনের অনুকূলে নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা এর এফ-১৭ডি নং প্লটের ০.৩৫ একর জমি বরাদ্দ করা হয়েছে। জমির মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে এবং জমির রেজিষ্ট্রেশন ও নামজারি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক তথ্য কমিশনের নিজস্ব ভবন নির্মাণের নিমিত্ত স্থাপত্য নকশা প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তা তথ্য কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। অনুমোদিত স্থাপত্য নকশা অনুযায়ী প্রণীত ডিপিপি ইতোমধ্যে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। ডিপিপি'র প্রাক্কলিত ব্যয় ৭৫,০৪,৫৮,০০০/- (পচাঁত্তর কোটি চার লক্ষ আটান্ন হাজার) টাকা। ইতোমধ্যে প্রকল্প পরিচালক যোগদান করেছেন। মাননীয় তথ্য মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে তথ্য কমিশন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেছেন। ভবন নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

নির্মাণাধীন তথ্য কমিশন ভবন

ভবনের বৈশিষ্ট্যসমূহ :

- ৭৮৬৬.৪০ বর্গমিটার ফ্লোর স্পেস।
- আরটিআই ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ডিজিটাল লাইব্রেরি এবং এয়ারকন্ডিশন রিসোর্স রুম।
- ৩০০ আসন বিশিষ্ট এয়ারকন্ডিশন অডিটরিময়াম।
- একুইস্টিক মাল্টিপারপাস হল ও এজলাস/কোর্ট রুম।
- প্রশিক্ষণার্থীদের অবস্থানের জন্য ডরমেটরি।
- আধুনিক ফায়ার প্রটেকশন সুবিধাদি।
- এসি এবং ফোর্সড ভ্যান্টিলেশন।
- ১২৫০ কেজি, ১৩ স্টপ প্যাসেঞ্জার লিফ্ট, ৩ স্টপ কারলিফ্ট সুবিধা।
- কার পার্কিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম।
- ১২৫০ কেভিএ সাব-স্টেশন ও ৪০০ কেভিএ জেনারেটর স্থাপন।
- নিজস্ব পাম্পহাউজ এবং ডিপ টিউবওয়েল।
- দৃষ্টিনন্দন ফোয়ারা।
- ভবনের চতুর্দিকে সবুজ ঘাসের সমারোহ।

তথ্য কমিশনের নিজস্ব ১৩ তলা ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ও নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করা হয়। প্রধান তথ্য কমিশনার মরতুজা আহমদের সভাপতিত্বে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ও নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী **ড. হাছান মাহ্মুদ**, এমপি। ২৪ এপ্রিল ২০১৯, বুধবার রাজধানীর শেরে বাংলা নগর এলাকায় তথ্য কমিশন ভবন নির্মাণের জন্য নির্ধারিত প্লট, এফ-১৭ এ উক্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তথ্য কমিশন। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব আবদুল মালেক। অনুষ্ঠানে তথ্য কমিশনার নেপাল চন্দ্র সরকার,তথ্য কমিশনার সুরাইয়া বেগম এনডিসি, বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার এম আজিজুর রহমান, তথ্য কমিশনের সচিব মোঃ তৌফিকুল আলমসহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

তথ্য কমিশনের নিজস্ব ১৩ তলা ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ও নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান। ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ও নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় তথ্য মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ, এমপি।

১.৩. সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবলের বর্তমান অবস্থা

তথ্য কমিশনে অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা ৭৬ টি। তথ্য কমিশনে বর্তমানে ৬২ জন কর্মচারি কর্মরত আছেন যার মধ্যে ১২ (বার) জন নারী কর্মচারি। বর্তমানে পদ শূন্য রয়েছে ১৪টি যার নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তথ্য কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো **পরিশিষ্ট 'ক'** এবং বর্তমানে তথ্য কমিশনে কর্মরত কর্মচারীবৃন্দের তালিকা **পরিশিষ্ট 'খ'** তে প্রদর্শিত হলো।

উল্লেখ্য, তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রায় ১০ বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে। ইতোমধ্যে তথ্য কমিশনের কর্মকাণ্ড অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। সারাদেশে ৪০ হাজারের বেশী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োজিত হয়েছে। এদেরসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে হচ্ছে। ডিজিটাল রেকর্ড ম্যানেজমেন্টের বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করা

হয়েছে এবং এ বিষয়েও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারেজনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য জনঅবহিতকরণ সভা করা হচ্ছে। স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ করার নিমিত্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত দপ্তরগুলো কর্তৃক ওয়েবসাইটে প্রচুর তথ্য প্রকাশ করা হচ্ছে। অন্যদিকে কমিশনে দাখিলকৃত অভিযোগের সংখ্যা প্রতিবছরেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সকল কর্মকাণ্ড সুষ্ঠভাবে সম্পাদন ও মনিটরিং এর জন্য যথেষ্ট জনবল প্রয়োজন হওয়ায় তথ্য কমিশনের টিও এন্ড ই সংশোধনসহ জনবল বৃদ্ধির প্রস্তাব কমিশন পর্যায়ে গ্রহণ করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে যা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

তথ্য চাইলে জনগণ
দিতে বাধ্য প্রশাসন

অধ্যায়- ০২

তথ্য অধিকার বিষয়ক তথ্য কমিশনের বিভিন্ন কার্যক্রম

তথ্য অধিকার বিষয়ক তথ্য কমিশনের বিভিন্ন কার্যক্রম

২.১ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে তথ্য কমিশনের অবকাঠামোসহ প্রয়োজনীয় বিধিমালা, প্রবিধানমালা তৈরী করা হয়েছে। তথ্য কমিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে তথ্য অধিকার আইনের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে জনসচেনতা বৃদ্ধি করা। এই আইনকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে তথ্য কমিশন দেশের সকল জেলা-উপজেলা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সাংবাদিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে জনঅবহিতকরণ সভা করছে এবং বিভিন্ন সেমিনার/ সিম্পোজিয়ামের আয়োজন অব্যাহত রেখেছে। তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/ জনপ্রতিনিধিকে প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।এছাড়া তথ্য অধিকার আইনকে কীভাবে আরো অধিক কার্যকর ও জনগণের জন্য ফলপ্রসূ করা যায় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ও সিনিয়র সাংবাদিকগণের সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। ২০১৮ সনে তথ্য কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো হচ্ছে:

২.১.১ আরটিআই অনলাইন প্রশিক্ষণ :

আলোচ্য বছরে তথ্য কমিশনের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের অন্যতম হলো আরটিআই অনলাইন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ। তথ্য অধিকার আইনের ধারা ১০ অনুযায়ী সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ দেয়া হয়। সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞানার্জনের নিমিত্ত তথ্য কমিশন নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। তথ্য কমিশন দেশের সকল কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের (আরটিআই) জন্য ম্যানুয়েল প্রশিক্ষণের পাশাপাশি অনলাইন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চালু করেছে। কিন্তু প্রচলিত পদ্ধতিতে তথ্য কমিশনের সীমিত জনবল নিয়ে সারাদেশের সব দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বিশেষত: ঘনঘন বদলিজনিত কারণে নবনিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে এ আইন বিষয়ে প্রশিক্ষিত করে তোলা কমিশনের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সবদিক বিবেচনা করে কমিশন সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের জন্য আরটিআই অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্সটি চালু করে। তথ্য কমিশন ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে বেসরকারি সংস্থা এমআরডিআই বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় অনলাইন প্রশিক্ষণের Platform টি তৈরি করে সারাদেশে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। বর্তমান বছরে তথ্য কমিশন সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে অনলাইন প্রশিক্ষণ গ্রহণের এর উপর জোর দেয়। অত:পর সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের মধ্যে এ প্রশিক্ষণ কোর্সটি সম্পন্নকরণে বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় এবং সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের পাশাপাশি অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকমণ্ডলী এ প্রশিক্ষণটি গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকেন। পরবর্তীতে আরটিআই অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্সটি সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। তথ্য কমিশনের উদ্যোগে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এমআরডিআই এর সহায়তায় ও উপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার এর সভাপতিত্বে সকল বিভাগে এ বিষয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাগুলোতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের আওতাধীন সকল জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। এ সভায় অনলাইন প্রশিক্ষণের গুরুত্ব, অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্সটি সম্পন্ন করার নিয়মাবলী ও অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করা হয়। আরটিআই এ সংক্রান্ত প্রত্যেকটি সভায় সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণ Time Bound কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং অনুষ্ঠিত সভাগুলোতে উত্থাপিত প্রস্তাবনাসমূহ বিবেচনাপূর্বক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। যে সকল কর্মকর্তা অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্সটি সফলভাবে সম্পন্ন করেছেন তারা প্রত্যেকে প্রধান তথ্য কমিশনার কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি অনলাইনে সার্টিফিকেট লাভ করেন। ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত মোট ৫০,০০০ এর অধিক কর্মকর্তা আরটিআই অনলাইন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

২.১.২ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন, অবহিতকরণ, প্রশিক্ষণ অগ্রগতি পর্যালোচনা ও মতবিনিময় সভা:

তথ্য কমিশন এবারই প্রথম দেশের সকল বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় ও প্রত্যেক বিভাগের সকল জেলা প্রশাসনের সাথে ভিডিও কনফারেন্স করে যা তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে অভূতপূর্ব সাফল্য বয়ে আনে। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সকল

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় ও প্রত্যেক বিভাগের সকল জেলা প্রশাসনের সাথে মতবিনিময় করে এবং অনলাইন ট্রেনিং সাপোর্ট বিষয়ক বিভাগীয় পরিকল্পনা সভার অগ্রগতি পর্যালোচনা করে।

উল্লেখ্য, সারা দেশে বিশেষত মাঠ পর্যায়ে সমন্বিতভাবে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন জোরদারকরণের লক্ষ্যে তথ্য কমিশন, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও বিভাগীয় কমিশনারদের সাথে আলোচনাক্রমে ২২ মে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে সভাপতি করে চারটি কমিটি তৈরী করে। তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের বিষয়ে অনুশীলন ও কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) কে সভাপতি করে তথ্য অধিকার বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ (কেন্দ্রীয় পর্যায়) পুনর্গঠিত করা হয়। উক্ত কমিটি ও এমআরডিআই (ম্যানেজমেন্ট এন্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ) এর সহযোগিতায় তথ্য কমিশন ১২মে ২০১৮ থেকে ১২ আগস্ট ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দেশের ০৮ টি বিভাগে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনলাইন ট্রেনিং সাপোর্ট বিষয়ক বিভাগীয় পরিকল্পনা সভা করে।

অনলাইন ট্রেনিং সাপোর্ট বিষয়ক বিভাগীয় পরিকল্পনা সভার পর তথ্য কমিশন ০৯ আগস্ট ২০১৮ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সকল বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় ও প্রত্যেক বিভাগের সকল জেলা প্রশাসনের সাথে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মতবিনিময় করে এবং মাঠ পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন, অবহিতকরণ, প্রশিক্ষণঅগ্রগতি পর্যালোচনা করে। ভিডিও কনফারেন্সে একদিকে তথ্য কমিশনের প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ, তথ্য কমিশনার জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার, তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম এনডিসি, তথ্য কমিশনের সাবেক সচিব জনাব মোঃ মুহিবুল হোসেইনসহ তথ্য কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ, এমআরডিআই এর নির্বাহী পরিচালক জনাব হাসিবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন অন্যদিকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত সচিবসহ অন্যান্য কর্মকর্তা, বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ে বিভাগীয় কমিশনারসহ অন্যান্য বিভাগীয় দপ্তরের কর্মকর্তাগণ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণ ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটির সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের আওতাধীন সকল জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে জেলা প্রশাসক, জেলার অন্যান্য দপ্তরের কর্মকর্তাগণ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণ ও সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটির সদস্যগণ নিজ নিজ জেলায় উপস্থিত ছিলেন।

সভায়-

১। তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরীতে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় ও জেলা কমিটির সদস্য, জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার বিষয়ক বক্তব্য ও মতামত নেয়া হয়।

২। বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় বাস্তবায়ন কার্যক্রম যথা: তথ্য প্রদান ইউনিটের সংখ্যা, নিয়োগকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা, নিয়োগকৃত বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা, নিয়োগকৃত আপীল কতৃপক্ষের সংখ্যা, অনলাইন ট্রেনিং সম্পন্নকারীর সংখ্যা, অবশিষ্টদের অনলাইন ট্রেনিং সম্পন্নকরণের কর্মপরিকল্পনা, তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় ও জেলা কমিটির অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা, সিটিজেন চার্টার, তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে সর্বশেষ অবস্থান পর্যালোচনা করা হয়।

৩। ইতোঃপূর্বে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় সভাগুলোতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বিশেষত অনলাইন প্রশিক্ষণ সম্পন্নকরণের জন্য প্রদত্ত সময়সীমা অনুসারে অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়।

৪। ভিডিও কনফারেন্সের পূর্বথেকে কিছু প্রশ্ন সরবরাহ করে সকল জেলার নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ সংগ্রহ করা হয়:

- জেলার বিভিন্ন প্রশাসনিক টায়ারে তথ্য প্রদান ইউনিটের সংখ্যা।
- জেলার বিভিন্ন প্রশাসনিক টায়ারে তথ্য প্রদান ইউনিটসমূহে এ পর্যন্ত নিয়োগকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা।
- জেলার বিভিন্ন প্রশাসনিক টায়ারে তথ্য প্রদান ইউনিটসমূহে এ পর্যন্ত নিয়োগকৃত বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা।

- নিয়োগকৃত আপীল কতৃপক্ষের সংখ্যা।
- জেলায় নিয়োগকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মধ্যে এ পর্যন্ত তথ্য অধিকার আইনের উপর যতজন অনলাইন ট্রেনিং সম্পন্ন করেছেন তাদের সংখ্যা।
- নির্ধারিত তারিখের মধ্যে তথ্য অধিকার আইনের উপর সকল দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং আপীল কতৃপক্ষের অনলাইন ট্রেনিং সম্পন্নকরণের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে কিনা?
- তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে কিনা এবং না করে থাকলে পরবর্তী ০৭ দিনের মধ্যে সভা করার ব্যবস্থা।
- তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে কিনা এবং না করে থাকলে পরবর্তী ০৭ দিনের মধ্যে সভা করার ব্যবস্থা।
- তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটির সভা কোন্ কোন্ উপজেলা করেনি এবং না করে থাকলে পরবর্তী ০৭ দিনের মধ্যে সভা করার ব্যবস্থা।
- জেলার কতগুলো তথ্য প্রদান ইউনিট স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ করেছে? না করে থাকলে কর্মপরিকল্পনা কী?
- জেলা ও উপজেলার সকল অফিসের সিটিজেন চার্টার আছে কিনা? সিটিজেন চার্টার না থাকলে পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা কী?
- বিভিন্ন তথ্য প্রদান ইউনিটে তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে? কর্মপরিকল্পনা কী?
- জেলা প্রশাসকের বক্তব্য
- উপস্থিত সদস্যদের বক্তব্য

সকলের সাথে আলোচনা ও পর্যালোচনা করে তথ্য কমিশন হতে নিম্নোক্ত নির্দেশনা/ সিদ্ধান্ত দেয়া হয়:

- ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখের মধ্যে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা সকল পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইনের অনলাইন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করতে হবে।
- নির্ধারিত সময়ে অনলাইন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ।
- সাচিবিক দায়িত্বপালনের জন্য উপযুক্ত কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান এবং অনলাইন প্রোগ্রাম মনিটর করা ।
- এ সংক্রান্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার জেলা প্রশাসককে, জেলা প্রশাসক বিভাগীয় কমিশনারকে এবং বিভাগীয় কমিশনার তথ্য কমিশন ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে প্রতি মাসে প্রতিবেদন দিবেন।
- বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্ব-স্ব কর্তৃপক্ষ/ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ডিও পত্র দিবেন ও স্ব-স্ব কমিটির সভা করবেন।
- স্ব-স্ব পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে অরিয়েন্টেশন সভার আয়োজন করবেন।
- তথ্য কমিশন আয়োজিত আরটিআই ফলোআপের নিমিত্ত ভিডিও কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করবেন।
- স্ব-স্ব পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ নিশ্চিত করবেন।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট সকলের অনলাইন প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণ।
- অনলাইন প্রশিক্ষণ শেষে প্রাপ্ত সনদের কপি স্ব-স্ব প্রশাসনের (বিভাগীয় কমিশনার/, জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার) নিকট প্রেরণ করবেন।
- যে সকল দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অফলাইনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন তারা অনলাইন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন।

তথ্য অধিকার আইনের উপর অনলাইন প্রশিক্ষণ বিষয়ে ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় ও ঢাকা বিভাগের সকল জেলা প্রশাসনের সাথে ১৬ আগস্ট ২০১৮ তারিখে তথ্য কমিশনের ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মতবিনিময় ও অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা।

পরবর্তী মে, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সকল বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় ও প্রত্যেক বিভাগের সকল জেলা প্রশাসনের সাথে মতবিনিময় ও অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার আয়োজন করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত হয়।

২.১.৩ আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম পরীক্ষামূলকভাবে চালুকরণ :

তথ্য মানুষের অধিকার। রাষ্ট্রে তথ্যের অবাধ প্রবাহ, গণতন্ত্র ও সুশাসনের পূর্বশর্ত। রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার অন্যতম উপায় হল সরকারি তথ্য উন্মুক্ত করে জবাবদিহিতার পরিবেশ সৃষ্টি করা। এ লক্ষ্যেই বাংলাদেশ সরকার তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ নামে একটি আইন প্রনয়ণ করেছে। এই আইনের মূল উদ্দেশ্য জনগণের ক্ষমতায়ণ নিশ্চিত করা, সরকারের কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনা, সত্যিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা এবং মানুষের সার্বিক অধিকার নিশ্চিত করা। তথ্য অধিকার আইন অনুসারে সশরীরে উপস্থিত হয়ে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তথ্য পেতে আবেদন করার পদ্ধতি চালু রয়েছে। তবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে যদি এ সকল তথ্য পাওয়া যায়, তাহলে নাগরিকের সময় ও শ্রম অনেক কম ব্যয় হয়।

চিত্রঃ আরটি আই অনলাইন ট্যাকিং সিস্টেমের হোমপেজ

ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ অনুসারে তথ্য প্রাপ্তির পথকে সুগম করতে সম্প্রতি ডিনেট এবং তথ্য কমিশন যৌথভাবে 'আর টি আই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম' উদ্ভাবন করেছে যা পরীক্ষামূলক ব্যবহারের জন্য সম্প্রতি চালু করা হয়েছে। ইউ কে এইড'র অর্থায়নে, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহায়তায় আর টি আই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম'টি প্রস্তুত করা হয়েছে। সিস্টেমটি তৈরিতে এ ২ আই প্রয়োজনীয় পরামর্শ সহায়তা প্রদান করেছে। সিস্টেম'টি বাস্তবায়ন ও উত্তরোত্তর উন্নয়নে ডিনেট, তথ্য কমিশনকে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করছে।

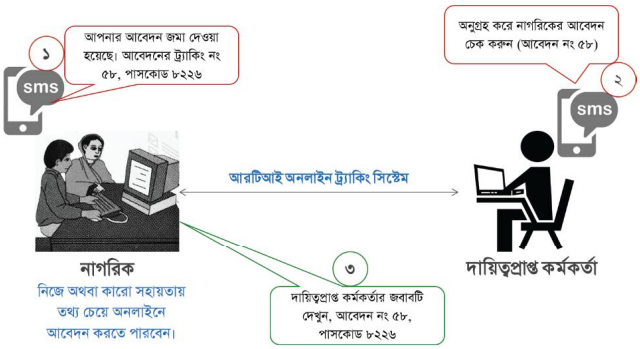

চিত্রঃ আরটি আই অনলাইন ট্যাকিং সিস্টেমের হোমপেজ

এই ওয়েবসাইটটি সাধারণভাবে জনগণের ব্যবহারের জন্য যার মাধ্যমে জনসাধারণ যেকোনো সরকারি এবং বেসরকারি কর্তৃপক্ষের অফিসে নির্দিষ্ট তথ্যের জন্য আবেদন করতে পারেন। তথ্য না পেলে বা সন্তুষ্ট না হলে আপীল করতে পারবেন। যদি কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন তাহলে নাগরিক সরাসরি তথ্য কমিশনে অভিযোগ করতে পারবেন।

'আর টি আই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম'টি নাগরিক নিজে অথবা সহযোগীর মাধ্যমে, সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষ,তথ্য কমিশনসহ সবাই ব্যবহার করতে পারবে। এখন আর নাগরিককে স্বশরীরে নির্দিষ্ট অফিসে এসে

আবেদন করার প্রয়োজন হবে না। ঘরে বসে বা ইন্টারনেট আছে এমন যেকোনো স্থানে বসেই সরাসরি আবেদন করতে পারবে। তথ্যের জন্য আবেদনের সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি ট্র্যাকিং নম্বর আবেদনকারীকে মোবাইল মেসেজের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এই ট্র্যাকিং নম্বরটি ব্যবহার করে নাগরিক তার আবেদনপত্রের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারে। ফলে আবেদনকারীকে বারবার নির্দিষ্ট অফিসে এসে আবেদনটির অগ্রগতি জানার প্রয়োজন পড়ে না।

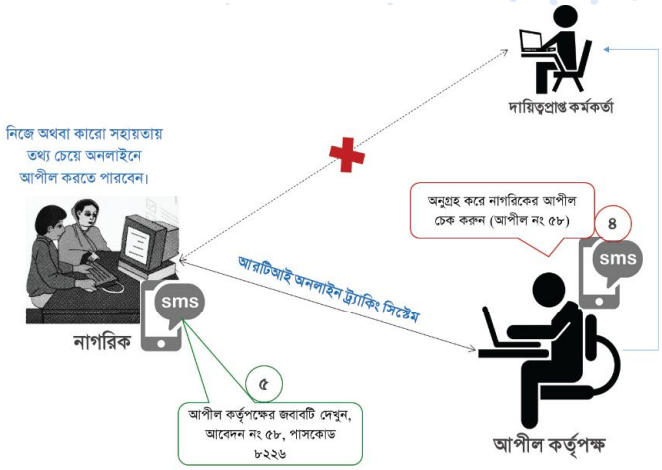

চিত্রঃ আরটি আই অনলাইন ট্যাকিং সিস্টেম ব্যবহার করে আপীল

এ ধারাবাহিকতায় তথ্য প্রদানে নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আপীল কর্তৃপক্ষ এবং তথ্য কমিশনসহ সবাই প্রত্যেকটি আবেদনের উত্তর ও আদেশ প্রদান করতে পারে নিজ নিজ অফিসে বসেই। একই উপায়ে নাগরিকের নিকট থেকে কোনো আবেদন-অভিযোগ জমা পড়লে নির্দিষ্ট অফিস কর্মকর্তার নিকট উত্তর প্রদানের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে সতর্কবার্তা পৌঁছে যায়। এই অনলাইন ভিত্তিক ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে প্রতিটি আবেদন, আপীল ও অভিযোগের অফিস বা এলাকা ভিত্তিক সার্বিকচিত্র ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক জানা ও পরিবীক্ষণ করা যায় এবং সামগ্রিক প্রতিবেদন প্রস্তুতে ব্যবহার করা যায়।

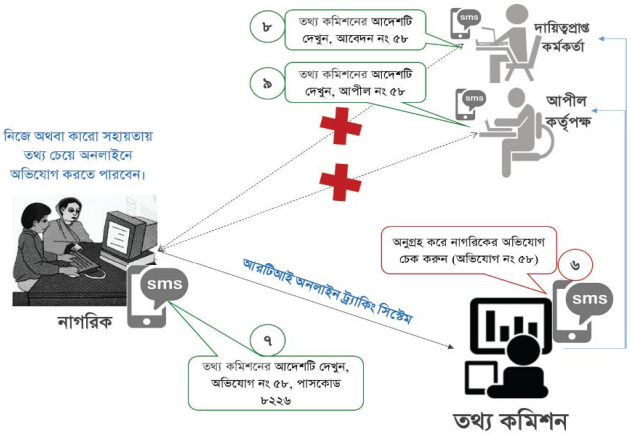

চিত্রঃ আরটি আই অনলাইন ট্যাকিং সিস্টেম ব্যবহার করে

তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে 'আর টি আই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম' পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহারের জন্য যুক্ত করা হয়েছে। 'আর টি আই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেমটি' তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর আওতাধীন সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহে ব্যবহারের জন্য পর্যায়ক্রমিক উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। এ লক্ষ্যে তথ্য কমিশন ও ডিনেট একযোগে কাজ করছে। 'আর টি আই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেমটি মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যবহারের জন্য সম্প্রতি ডিনেট এবং তথ্য কমিশন যৌথভাবে একটি মোবাইল অ্যাপ তৈরির উদ্যোগ হাতে নিয়েছে। মোবাইল অ্যাপটি তৈরিতে ইউকেএইড'র অর্থায়নে, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন সহায়তা করছে। এ উদ্যোগটি ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্যঅধিকার আইন-২০০৯ ব্যবহারের পথ আরও সুগম করবে।

২.১.৪ তথ্য অধিকার সম্পর্কে জনসচেনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম :

(ক) বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কমিটি গঠন : তথ্য অধিকার আইন ও এর বিধি-বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, তথ্য প্রকাশকারী ও চাহিদাকারীর সুরক্ষা সম্পর্কে জনগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান, আওতাধীন সকল কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ ও তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ, তথ্য অধিকার বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন, নারীর তথ্য অধিকার নিশ্চিতকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিভাগীয় পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি, জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটি এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নের্তৃত্বে তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং গঠিত কমিটিগুলো মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

(খ) প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার:

তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার জন্য বিভিন্ন সময় বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে টক-শো ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ বেতার থেকে প্রতি মাসে "তথ্য অধিকার আইন জনগণের আইন"- বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন কমিউনিটি রেডিও ও এফ.এম. বেতারে "তথ্য অধিকার বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় কমিউনিটি রেডিও, চাঁপাইনবাবগঞ্জ "তথ্যে প্রবেশাধিকারের মাধ্যমে তৃণমূল মানুষের জীবন ও জীবিকা উন্নয়ন" শীর্ষক সংলাপ আয়োজন করে।

তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক কমিউনিটি সংলাপ

৫ নভেম্বর ২০১৮ চাঁপাইনব্বগঞ্জে "কমিউনিটি রেডিও: তথ্যে প্রবেশাধিকারের মাধ্যমে তৃণমূল মানুষের জীবন ও জীবিকা উন্নয়ন" শিরোনামে আয়োজিত সংলাপে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ। স্থানীয় একটি হোটেলে বাংলাদেশ এনজিওস নেটওয়ার্ক ফর রেডিও এন্ড কমিউনেশন এবং ফ্রিডরিখ ন্যাউম্যান ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের যৌথ সহযোগিতায় এবং রেডিও মহানন্দার আয়োজনে প্রয়াস মানবিক উন্নয়ন সোসাইটির সভাপতি অধ্যক্ষ মো. আনোয়ারুল ইসলামের সভাপতিত্বে এ সংলাপে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক জনাব এ জেড এম নূরুল হক, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মো. আলমগীর হোসেন এবং অধ্যক্ষ (অব.) সুলতানা রাজিয়া প্রমুখ।

(গ) তথ্য অধিকার আইন মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্তকরণ :

তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করার জন্য তথ্য কমিশন এই আইনটিকে মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং ইতোমধ্যেই তা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২.১.৫ "তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে করণীয়" শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন:

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ কে কিভাবে অধিক কার্যকর ও জনগণের জন্য ফলপ্রসূ করে তোলা যায় সে লক্ষ্যে "তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে করণীয়" শীর্ষক এক কর্মশালা ২৭ মে ২০১৮ তারিখ তথ্য কমিশনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

"তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে করণীয়" শীর্ষক কর্মশালা

প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদের সভাপতিত্বে উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রাক্তন তথ্য মন্ত্রী জনাব হাসানুল হক ইনু, এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব আবদুল মালেক। এছাড়া তথ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রধানগণ ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের মধ্য হতে কমিশন কর্তৃক নির্বাচিত দপ্তর/অধিদপ্তরের প্রধানগণ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন।

২.১.৬ তথ্য অধিকার পুরস্কার প্রদানের নিমিত্ত নীতিমালা প্রণয়ন:

তথ্য অধিকার আইন চর্চায় কর্তৃপক্ষকে উৎসাহ প্রদানের জন্য পুরস্কার প্রদানের নিমিত্ত এবছরই প্রথম তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার নীতিমালা, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয় এবং তথ্য অধিকার আইন চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার নিমিত্ত তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার প্রদান করা হয়। চারটি পর্যায়ে (ক্ষেত্রে) যথা মন্ত্রণালয়, প্রশাসনিক বিভাগ, জেলা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মধ্য হতে নির্বাচিতদের এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। নীতিমালাটি **পরিশিষ্ট 'গ'** তে প্রদর্শিত হলো।

উক্ত নীতিমালা অনুসারে গঠিত বাছাই কমিটি সারাদেশের সকল পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির বিভিন্নভাবে সংগৃহীত তথ্যাদির ভিত্তিতে পারফরমেন্স পর্যালোচনা করে পুরস্কারের সুপারিশমালা তৈরী করে যা কমিশন কর্তৃক অনুমোদন করা হয়।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৮ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় সংগীত ও নৃত্যশালা মিলনায়তনে আয়োজিত আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তথ্য অধিকার আইন চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার নিমিত্ত চারটি পর্যায়ে (ক্ষেত্রে) যথা মন্ত্রণালয়,প্রশাসনিক বিভাগ,জেলা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মধ্য হতে নির্বাচিতদের হাতে তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার তুলে দেয়া হয়। পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন:

(ক) মন্ত্রণালয় পর্যায়:

১. কৃষি মন্ত্রণালয়- ১ম পুরস্কার

২. বানিজ্য মন্ত্রণালয়- ২য় পুরস্কার

(খ) প্রশাসনিক বিভাগপর্যায়:

১. খুলনা বিভাগ- ১ম পুরস্কার

২. সিলেট বিভাগ- ২য় পুরস্কার

৩. বরিশাল বিভাগ- ৩য় পুরস্কার

(গ) জেলাপর্যায় :

১. ময়মনসিংহ জেলা- ১ম পুরস্কার

২. নরসিংদী জেলা- ২য় পুরস্কার

৩. রাজশাহী জেলা- ৩য় পুরস্কার

(ঘ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা:

১. মোঃ আমিরুল ইসলাম, উপসচিব,কৃষি মন্ত্রণালয়- ১ম পুরস্কার

২. মোঃ আনুয়ারুল ইসলাম, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ-২য় পুরস্কার

৩. জ্যোতি বিকাশ চন্দ্র, সহকারি কমিশনার, জেলা প্রশাসক কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ-৩য় পুরস্কার

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে উদ্ভাবনীমূলক কাজের মাধ্যমে অসাধারণ অবদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে বিশেষ পুরস্কার দেয়া হয়।

তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরীতে সাংবাদিকদের উৎসাহিত ও প্রশিক্ষিত করতে তথ্য কমিশন হতে সাংবাদিকদের "অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চায় তথ্য অধিকার আইন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। আগামীতে তথ্য অধিকার আইন চর্চায় সাংবাদিকদের উৎসাহ প্রদানের জন্য তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার নীতিমালায় "অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা" ক্ষেত্রটি (পর্যায়) সংযোজন করা হবে এবং যেসকল সাংবাদিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরী করবে তাদের মধ্য হতে নির্বাচিতদের পুরস্কৃত করা হবে।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০১৮ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দের সাথে তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কারপ্রাপ্তগণ।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পর্যায়ে প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত মোঃ আমিরুল ইসলাম, উপসচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়কে ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ও চেক গ্রহণ করছেন।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পর্যায়ে দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত মোঃ আনুয়ারুল ইসলাম, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জকে ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ও চেক গ্রহণ করছেন।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পর্যায়ে তৃতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত জ্যোতি বিকাশ চন্দ্র, সহকারি কমিশনার, জেলা প্রশাসক কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ও চেক গ্রহণ করছেন।

২.১.৭ তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগের শুনানী ও নিষ্পত্তিকরণ:

তথ্য কমিশনের অত্যন্ত গুরূত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগের শুনানী গ্রহণের মাধ্যমে তা নিষ্পত্তি করা। তথ্য কমিশনে ২০০৯ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ৮০৭ টি, ২০১৫ সালে ৩৩৬ টি, ২০১৬ সালে ৫৩৯ টি, ২০১৭ সালে ৫৩০ টি এবং ২০১৮ সালে ৭৩২ টি অভিযোগ দায়ের করা হয়। তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগের সংখ্যা প্রতি বছরেই উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে তথ্য কমিশনে প্রতিমাসে প্রয়োজন অনুযায়ী অভিযোগের শুনানী করা হয়।

২.১.৮ তথ্য কমিশন কর্তৃক বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ:

তথ্য কমিশনের তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত কার্যক্রমের পাশাপাশি তথ্য কমিশন বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম যেমন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ইউনেস্কোর "ইন্টারন্যাশনাল মেমোরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার" এ অন্তর্ভুক্তি উপলক্ষে তথ্য কমিশনে বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন, জাতীয় শোক দিবস পালন, প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করে। তথ্য অধিকার বিষয়ক তথ্য কমিশনের বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র নিম্নে সন্নিবেশিত করা হলো:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ইউনেস্কোর "ইন্টারন্যাশনাল মেমোরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার" এ অন্তর্ভুক্তি উপলক্ষে তথ্য কমিশনে বিশেষ আলোচনা সভা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ইউনেস্কোর "ইন্টারন্যাশনাল মেমোরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার" এ অন্তর্ভুক্তি উপলক্ষে তথ্য কমিশনে বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন তথ্য কমিশনের প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ। আলোচনার শুরুতে জাতির পিতার আত্মার শান্তি কামনা করে ১ মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। অতঃপর তাঁর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়। ০৭.০৩.২০১৮

১৫ আগস্ট ২০১৮ তারিখে তথ্য কমিশনে জাতীয় শোক দিবস পালন

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৩তম শাহাদৎ বার্ষিকী উপলক্ষে তথ্য কমিশনে ১৫ আগস্ট ২০১৮ তারিখে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। উক্ত দোয়া মাহফিলে তথ্য কমিশনের প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ, তথ্য কমিশনার জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার, তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম এনডিসি, তথ্য কমিশনের সাবেক সচিব জনাব মোঃ মুহিবুল হোসেইনসহ তথ্য কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শাহাদৎ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রতিবছর জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পনের মাধ্যমে তথ্য কমিশনের শ্রদ্ধাঞ্জলিও গভীর শোক প্রকাশ করা হয়।

জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে তথ্য কমিশনের শ্রদ্ধাঞ্জলিও গভীর শোক প্রকাশ

তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ

১৯ ফেব্রুয়ারী ২০১৮ তারিখে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ক দু'দিনব্যাপি প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (৩য় পর্যায়) কর্মসূচির উদ্বোধন করেন প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ। তথ্য কমিশনার জনাব নেপাল চন্দ্র সরকারের নেতৃত্বে উক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

তথ্য কমিশন ২৭-২৮ জুন ২০১৮ তারিখে কমিউনিটি রেডিও এর স্টেশন ম্যানেজার ও প্রোগ্রাম প্রোডিউসারদের জন্য তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে। প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন। তথ্য কমিশনার জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার এবং তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম এনডিসি আইনটির উৎপত্তি, কীভাবে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করতে হয়, কীভাবে আপিল করতে হয়, কীভাবে অভিযোগ দায়ের করতে হয়, তথ্য প্রদান না করলে কী শাস্তির বিধান রয়েছে প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের সম্যক ধারণা দেন।

০৭-০৯ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন। তথ্য কমিশনার জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার এবং তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম এনডিসি, তথ্য কমিশনের সাবেক সচিব জনাব মো: মুহিবুল হোসেইনসহ তথ্য কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তাগণ উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

বিপিএটিসির ফাউন্ডেশন ট্রেনিং এ তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

০২ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (বিপিএটিসি) বিভিন্ন ক্যাডার কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

প্রধান তথ্য কমিশনারের সাথে কার্টার সেন্টারের প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ

১৫ মে, ২০১৮ তারিখে কার্টার সেন্টারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মেরী অ্যান পিটার্স, গ্লোবাল এক্সেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রামের পরিচালক লরা ন্যুম্যান প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদের সাথে সাক্ষাৎ করে তথ্য অধিকার ও নারীদের অংশগ্রহণ বিষয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন।

প্রধান তথ্য কমিশনারের সাথে বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ

১৫ মে, ২০১৮ তারিখে বিশ্বব্যাংকের লিড পাবলিক সেক্টর স্পেশালিস্ট জনাব বিক্রম কে. চান্দ, সিনিয়র পাবলিক সেক্টর স্পেশালিস্ট সৈয়দ খালেদ আহসান এবং প্রোগ্রাম লিডার খ্রিস্টিয়ান এইজেন-যুছি প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ এর সাথে তথ্য কমিশন কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এই সময় তাঁরা তথ্য অধিকার আইনের প্রচারসহ আইনটির কার্যকর বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

২.২ জনঅবহিতকরণ সভা ও প্রশিক্ষণ

ক. জনঅবহিতকরণ সভা

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ পাস হওয়ার পর তথ্য কমিশনের উদ্যোগে প্রাথমিক পর্যায়ে দেশের ৬৪টি জেলায় জনঅবহিতকরণ সভার আয়োজন করা হয়। পরবর্তিতে দেশের সকল উপজেলায় পর্যায়ক্রমে জনঅবহিতকরণ সভা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ২০১৫ সনে টাঙ্গাইল জেলার ১২টি উপজেলায় এবং ২০১৬ সনে ১৬টি জেলার ১০২টি উপজেলায়, ২০১৭ সনে ২০টি জেলার ১৫৪টি উপজেলায় তথ্য অধিকার বিষয়ক জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। চলতি বছরে ২০১৮ সনে ০১ জানুয়ারি - ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ০৮টি জেলার ৭৩টি উপজেলায় জনঅবহিতকরণ সভা সম্পন্ন হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন বছরে যেসকল জেলার উপজেলাতে জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সেগুলো হচ্ছে:

ক্রমিক নম্বর	বিভাগের নাম	জেলার নাম	উপজেলার নাম
০১.	ঢাকা	০১. নরসিংদী	নরসিংদী সদর, রায়পুরা, মনোহরদী, বেলাব, পলাশ, শিবপুর।
		০২. নারায়ণগঞ্জ	বন্দর, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ সদর, আড়াইহাজার, সোনারগাঁ।
০২.	বরিশাল	০৩. পটুয়াখালী	পটুয়াখালী সদর, মির্জাগঞ্জ, বাউফল, দশমিনা, গলাচিপা, রাঙ্গাবালী, কলাপাড়া, দুমকী।
		০৪. বরিশাল	বরিশাল সদর, বাকেরগঞ্জ, বাবুগঞ্জ, উজিরপুর, বানারীপাড়া, গৌরনদী, আগৈলঝাড়া, মুলাদী, হিজলা, মেহেন্দীগঞ্জ।
০৩.	সিলেট	০৫. সিলেট	ওসমানী নগর, কোম্পানীগঞ্জ, দক্ষিন সুরমা, ফেঞ্চুগঞ্জ, গোয়াইনঘাট, জৈন্তাপুর, বিয়ানীবাজার, গোলাপগঞ্জ, সিলেট সদর, বালাগঞ্জ, বিশ্বনাথ, কানাইঘাট, জকিগঞ্জ।
০৪.	রংপুর	০৬. কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম সদর, রাজারহাট, ভুরুঙ্গামারী, নাগেশ্বরী, উলিপুর, চিলমারী, রৌমারী, রাজিবপুর, ফুলবাড়ী।
০৫.	রাজশাহী	০৭. জয়পুরহাট	জয়পুরহাট সদর, পাঁচবিবি, আক্কেলপুর, কালাই, ক্ষেতলাল।
০৬.	চট্টগ্রাম	০৮. কুমিল্লা	কুমিল্লা সদর, লালমাই, ব্রাহ্মণপাড়া, বুড়িচং, সদর দক্ষিণ, চৌদ্দগ্রাম, দাউদকান্দি, তিতাস, লাকসাম, মনোহরগঞ্জ, চান্দিনা, দেবিদ্বার, মুরাদনগর, বরুড়া, মেঘনা, হোমনা, নাঙ্গলকোট।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় সিলেট জেলার সদর উপজেলার বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার, ডিআইজি সিলেট রেঞ্জসহ বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, জেলা প্রশাসকসহ জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, সকল পর্যায়ের কমিটির সদস্যগণ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় সিলেট জেলার সদর উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনঅবহিতকরণ সভা ।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় সিলেট জেলার বালাগঞ্জ উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনঅবহিতকরণ সভা

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় কুড়িগ্রাম জেলার সদরে অনুষ্ঠিত জনঅবহিতকরণ সভা।

উল্লেখ্য, ২০১৫ সন থেকে ২০১৮ সন পর্যন্ত মোট ৪৫টি জেলার ৩৪১টি উপজেলায় জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তথ্য কমিশনের আর্থিক সহযোগিতায় প্রতিটি উপজেলায় উপজেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় জনঅবহিতকরণ সভা আয়োজিত হয়েছে এবং প্রতিটি সভায় প্রায় ৩ থেকে ৪ শত লোক অংশগ্রহণ করেছেন।

খ. প্রশিক্ষণ: তথ্য কমিশনের উদ্যোগে ১ জানুয়ারি ২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত দেশের ০৮টি জেলার ৭৩টি উপজেলায় বিভিন্ন দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অফিস প্রধানগণের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয় এবং প্রতিটি উপজেলায় কমবেশী ৬০ জনকে তথ্য অধিকার বিষয়ক ০১ (এক) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ২০১৮ সনে যে সকল উপজেলায় প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়েছে তা নিম্নের সারণীতে উল্লেখ করা হলোঃ

ক্রমিক নম্বর	বিভাগের নাম	জেলার নাম	উপজেলার নাম
০১.	ঢাকা	০১. নরসিংদী	নরসিংদী সদর, রায়পুরা, মনোহরদী, বেলাব, পলাশ, শিবপুর।
		০২. নারায়ণগঞ্জ	বন্দর, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ সদর, আড়াইহাজার, সোনারগাঁ।
০২.	বরিশাল	০৩.পটুয়াখালী	পটুয়াখালী সদর, মির্জাগঞ্জ, বাউফল, দশমিনা, গলাচিপা, রাঙ্গাবালী, কলাপাড়া, দুমকী।
		০৪. বরিশাল	বরিশাল সদর, বাকেরগঞ্জ, বাবুগঞ্জ, উজিরপুর, বানারীপাড়া, গৌরনদী, আগৈলঝাড়া, মুলাদী, হিজলা, মেহেন্দীগঞ্জ।
০৩.	চট্টগ্রাম	০৫. কুমিল্লা	কুমিল্লা সদর, লালমাই, ব্রাহ্মণপাড়া, বুড়িচং, সদর দক্ষিণ, চৌদ্দগ্রাম, দাউদকান্দি, তিতাস, লাকসাম, মনোহরগঞ্জ, চান্দিনা, দেবিদ্বার, মুরাদনগর, বরুড়া, মেঘনা, হোমনা, নাঙ্গলকোট।

০৪	সিলেট	০৬.সিলেট	ওসমানী নগর, কোম্পানীগঞ্জ, দক্ষিন সুরমা, ফেঞ্চুগঞ্জ, গোয়াইনঘাট, জৈন্তাপুর, বিয়ানীবাজার, গোলাপগঞ্জ, সিলেট সদর, বালাগঞ্জ, বিশ্বনাথ, কানাইঘাট, জকিগঞ্জ।
০৫.	রাজশাহী	০৭.জয়পুরহাট	জয়পুরহাট সদর, পাঁচবিবি, আক্কেলপুর, কালাই, ক্ষেতলাল।
০৬.	রংপুর	০৮.কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম সদর, রাজারহাট, ভুরুঙ্গামারী, নাগেশ্বরী, উলিপুর, চিলমারী, রৌমারী, রাজিবপুর, ফুলবাড়ী।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলায় অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মশালা।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় রাজশাহী বিভাগের জয়পুরহাট জেলায় অনুষ্ঠিত জনঅবহিতকরণ সভা ও প্রশিক্ষণ আয়োজন কর্মসূচী বিষয়ক আলোচনা সভা

২.৩ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ জারি হওয়ার পর হতে তথ্য কমিশনের উদ্যোগে সরকারি-বেসরকারি দপ্তরসমূহকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করার জন্য পত্র দেওয়া হয়। বিভিন্ন ফোরামে আলোচনায় এবং সরকারি/আধাসরকারি পত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরকে এ বিষয়ে তাগিদ প্রদান করা হয়। প্রধান তথ্য কমিশনারের পক্ষ হতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব ও মন্ত্রিপরিষদ সচিব বরাবর ডি.ও পত্র প্রেরণ করা হয়। তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত হিসেব অনুসারে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত সরকারি দপ্তরে ১৭০৯২ জন ও বেসরকারি সংস্থায় ৪১জনসহ সর্বমোট নিয়োগকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা ১৭১৩৩জন। সমগ্র দেশ থেকে প্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে (www.infocom.gov.bd) আপলোড করা হয়েছে এবং নতুন নিয়োগ প্রাপ্তি সাপেক্ষে নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

তথ্য কমিশনের ডাটাবেজ অনুযায়ী বছরওয়ারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সংখ্যা

সাল	সরকারি	এনজিও	মোট সংখ্যা
২০১০	৪৬১৬	১১৩৪	৫৭৫০
২০১১	৩২২২	১৩৩৮	৪৫৬০
২০১২	২২৪৬	৬১৩	২৮৫৯
২০১৩	৪৫২৯	৫৮৩	৫১১২
২০১৪	১৭৭৪	১০১	১৮৭৫
২০১৫	২৭৫	৩০৮৮	৩৩৬৩
২০১৬	৫৮২	০২	৫৮৪
২০১৭	৫৭	০০	৫৭
২০১৮	১৭০৯২	৪১	১৭১৩৩
সর্বমোট সংখ্যা	**৩৪,৩৯৩ জন**	**৬৯০০ জন**	**৪১,২৯৩ জন**

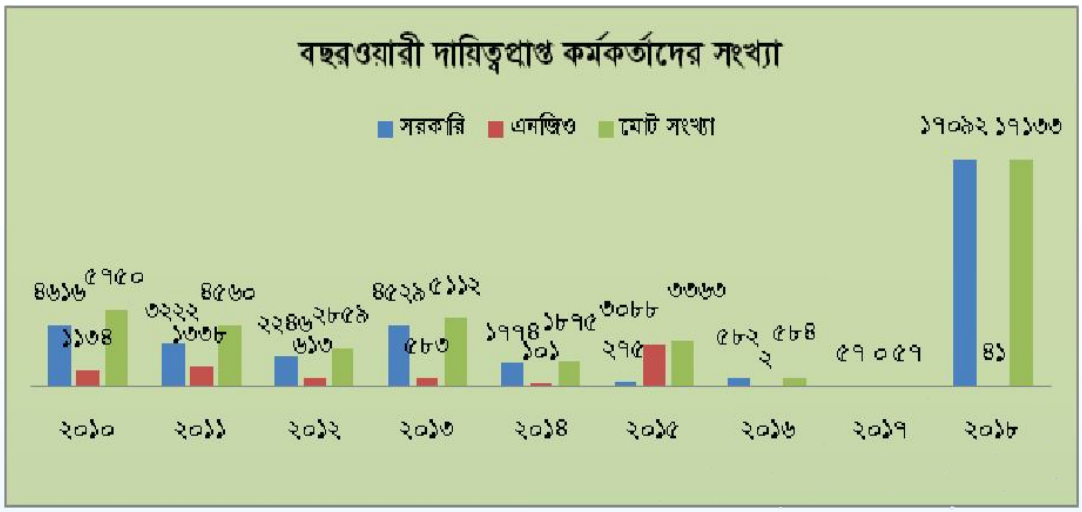

তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে ২০১৮ সন পর্যন্ত সরকারি দপ্তরগুলো ও এনজিও-তে নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পরিসংখ্যান

দপ্তরগুলোর শ্রেণী	সংখ্যা	হার
সরকারি ও সরকারি সাহায্যপুষ্ট	৩৪,৩৯৩	৮৩.২৯%
এনজিও	৬,৯০০	১৬.৭১%
মোট	৪১,২৯৩	১০০%

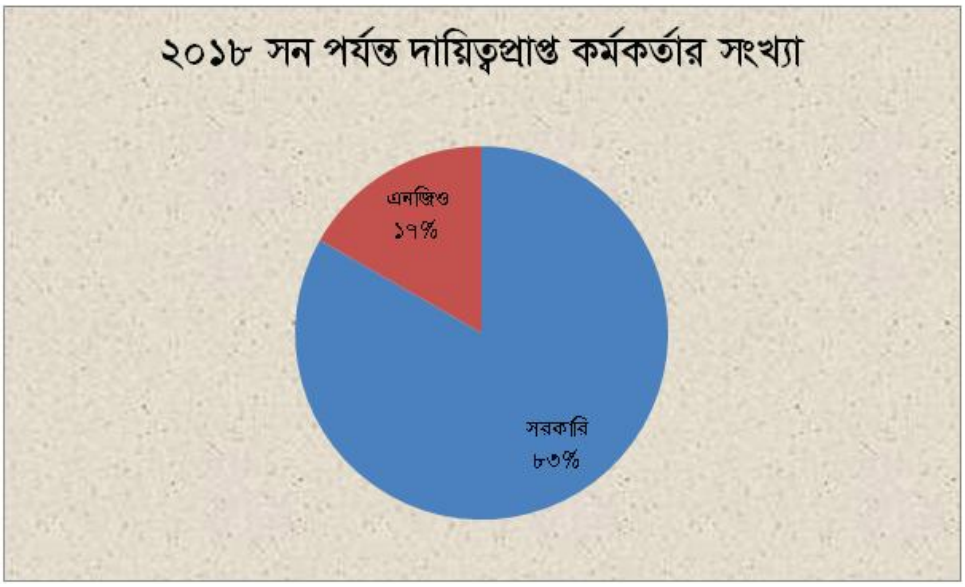

২.৪ তথ্য কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই)

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (RTI) এর নাম, পদবী ও যোগাযোগের ঠিকানা	মোঃ সালাহ উদ্দিন সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) তথ্য কমিশন	ফোনঃ ০২-৮১৮১২১৯ ফ্যাক্সঃ ০২-৯১১০৬৩৮ মোবাইলঃ ০১৭১০-৬৮৫৯৮৭ ই-মেইলঃ doinfocom@gmail.com
বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (RTI) এর নাম, পদবী ও যোগাযোগের ঠিকানা	হেলাল আহমেদ সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) তথ্য কমিশন	ফোনঃ ০২-৮১৮১২১৬ ফ্যাক্সঃ ০২-৯১১০৬৩৮ মোবাইলঃ ০১৭১৮৭৮৩৫৮৮ ই-মেইলঃ ad.admin@infocom.gov.bd
আপীল কর্তৃপক্ষ (RTI) এর নাম ও পদবী	সচিব তথ্য কমিশন	ফোনঃ ০২-৯১১১৫৯০ ফ্যাক্সঃ ০২-৯১১০৬৩৮ মোবাইলঃ ই-মেইলঃ secretary@infocom.gov.bd

তথ্য কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ২০১৮ সালে মোট ৩৬ টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের মধ্যে তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা ৩৬। ০৮ টি আপীল দায়ের হয়েছে এবং সকল আপীল আবেদন নিষ্পত্তি হয়েছে। তথ্য মূল্য বাবদ আদায় হয়েছে ৪৯৪/- টাকা যা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে।

২.৫ তথ্য মূল্য সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের কোড নম্বর

১	-	৩	৩	০	১	-	০	০	০	১	-	১	৮	০	৭

২.৬ মন্ত্রণালয়/বিভাগ, বিভিন্ন অধিদপ্তর/ দপ্তর, সংস্থার এবং উপজেলা পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ

তথ্য কমিশন ২০১০ সাল থেকে সারা দেশে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের আয়োজন করে আসছে। উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় উপজেলা পর্যায়ে এবং তথ্য কমিশনের উদ্যোগে তথ্য কমিশনে এসব প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়ে থাকে। তথ্য কমিশন ২০১০ সালে ১৫২ জন এবং ২০১১ সালে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ৫২ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য অধিকার আইনের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বদলিজনিত কারণে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হয় এবং তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছাড়াও অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে তথ্য কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরূপ সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৩ সাল থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছাড়াও অন্যান্য কর্মকর্তা এবং শিক্ষক, সাংবাদিক, ইউপি সচিবগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে, ২০১৬ সনে ৫৯২০ জন, ২০১৭ সালে ৮,৮২০ জন ও ২০১৮ সনে ৪,৬৫৬জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাকে তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

২০১৮ সালে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের/ বিভাগের ৭৫ জন দাযিত্বপ্রাপ্ত ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন অধিদপ্তর/ সংস্থার ৫৮ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বেসরকারি সংস্থার(এনজিও) ২৭ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বিএনএনআরসি কর্তৃক মনোনিত ৩৩ জন সাংবাদিক কে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জনতা ব্যাংক লিমিটেড এর ২৫ জন, রুপালী ব্যাংক লিমিটেড এর ৩৯৫ জন, গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড এর ৪০ জন। এছাড়াও তথ্য কমিশনের উদ্যোগে ১ জানুয়ারি ২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত দেশের ০৮ টি জেলার মোট ৭৩ টি উপজেলায় উপজেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

তাছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, কতিপয় জেলা প্রশাসকের কার্যালয় তাদের কর্মকর্তাদের জন্য তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করেছে। অধিকন্তু, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট বিশেষত বিপিএটিসি, আরপিএটিসি, এনআইএলজি, বার্ড, বিসিএস প্রশিক্ষণ একাডেমি, ভূমি প্রশাসন কেন্দ্র, পুলিশ ষ্টাফ কলেজ, ডিটেকটিভ ট্রেইনিং স্কুল, এনএপিডিসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ একাডেমিতে পরিচালিত বিভিন্ন কোর্সের আওতায় অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশনারবৃন্দ এবং কমিশনের বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তাবৃন্দ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন।

২.৭ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি:

২০১০ সালে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ১৫২ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০১১ সালে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ২০৯৪ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০১২ সালে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ২০৬৭ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০১৩ সালে বিভিন্ন জেলা, উপজেলা , মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহ ছাড়াও ঢাকামহানগরীর শিক্ষক, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিট, সাব এডিটরস, এবং পুলিশ ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুল সহ মোট ৪২৮৭ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।২০১৪ সালে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ৭৬০১ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০১৫ সালে প্রশিক্ষণকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তার সংখ্যা ছিলো ২৬১৩ জন। বিভিন্ন জেলা উপজেলা ছাড়াও যার অন্তভুর্ক্ত ছিলো প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, সাব ইন্সপেক্টরগণ (ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুল), ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, জনস্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট। ২০১৬ সালে প্রশিক্ষণকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তার সংখ্যা ছিলো ৫৯২০ জন। বিভিন্ন জেলা উপজেলা ছাড়াও

যার অন্তর্ভুক্ত ছিলো পরিবেশ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), জনতা ব্যাংক লিঃ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বাপেক্স, আইএমইডি, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ওয়াইজেএফবি সাংবাদিক এবং নারী সাংবাদিক। ২০১৭ সালে তথ্য অধিকার আইন. ২০০৯ বিষয়ক প্রশিক্ষণকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তার সংখ্যা ছিলো ৮৮২০ জন। যার অন্তভূর্ক্ত ছিলো বিভিন্ন জেলা, উপজেলা ও মন্ত্রণালয়সহ জনতা ব্যাংক, কনসাস কনজুমারস্ সোসাইটি (সিসিএস), ওয়াইজেএফবি এর সদস্য সাংবাদিক।

২০১৮ সালে তথ্য অধিকার আইন. ২০০৯ বিষয়ক প্রশিক্ষণকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তার সংখ্যা নিম্নে সারণিতে দেখানো হলো:

বিভাগের নাম	জেলার নাম	উপজেলার নাম ও প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা		মোট প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা
ঢাকা	০১. নরসিংদী	নরসিংদী সদর	৬০ জন	৩৫৯ জন
		রায়পুরা	৬০ জন	
		মনোহরদী	৫৯ জন	
		বেলাব	৬০ জন	
		পলাশ	৬০ জন	
		শিবপুর	৬০ জন	
	০২. নারায়ণগঞ্জ	বন্দর	৫০ জন	২৬৪ জন
		রূপগঞ্জ	৫৪ জন	
		নারায়ণগঞ্জ সদর	৬০ জন	
		আড়াইহাজার	৫৪ জন	
		সোনারগাঁ	৪৬ জন	
বরিশাল	০৩. পটুয়াখালী	পটুয়াখালী সদর	৫৪ জন	৪২৬ জন
		মির্জাগঞ্জ	৫২ জন	
		বাউফল	৫৮ জন	
		দশমিনা	৫৮ জন	
		গলাচিপা	৬০ জন	
		কলাপাড়া	৫৪ জন	
		দুমকী	৫৫ জন	
		রাঙ্গাবালি	৩৫ জন	
	০৪. বরিশাল	বরিশাল সদর	৫৪ জন	৫২৩ জন
		বাকেরগঞ্জ	৬০ জন	
		বাবুগঞ্জ	৫২ জন	
		উজিরপুর	৬০ জন	
		বানারীপাড়া	৪১ জন	
		গৌরনদী	৪৭ জন	
		আগৈলঝাড়া	৫৪ জন	
		মুলাদী	৪৯ জন	
		হিজলা	৫৪ জন	
		মেহেন্দীগঞ্জ	৫২ জন	

সিলেট	০৪. সিলেট	ওসমানী নগর	৫৮ জন	৬৯৪ জন
		কোম্পানীগঞ্জ	৬০ জন	
		দক্ষিন সুরমা	৪৬ জন	
		ফেঞ্চুগঞ্জ	৫৭ জন	
		গোয়াইনঘাট	৬০ জন	
		জৈন্তাপুর	৪৯ জন	
		বিয়ানীবাজার	৪২ জন	
		গোলাপগঞ্জ	৫৯ জন	
		সিলেট সদর	৪৯ জন	
		বালাগঞ্জ	৬০ জন	
		বিশ্বনাথ	৫৩ জন	
		কানাইঘাট	৪২ জন	
		জকিগঞ্জ	৫৯ জন	
রংপুর	০৫. কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম সদর	৫২ জন	৫১৯ জন
		রাজারহাট	৬০ জন	
		ভুরুঙ্গামারী	৬০ জন	
		নাগেশ্বরী	৬০ জন	
		উলিপুর	৫৬ জন	
		চিলমারী	৬০ জন	
		রৌমারী	৫১ জন	
		রাজিবপুর	৬০ জন	
		ফুলবাড়ী	৬০ জন	
রাজশাহী	০৭.জয়পুরহাট	জয়পুরহাট সদর	৬০ জন	২৯২ জন
		পাঁচবিবি	৬০ জন	
		আক্কেলপুর	৫৭ জন	
		কালাই	৬০ জন	
		ক্ষেতলাল	৫৫ জন	
চট্টগ্রাম	০৮. কুমিল্লা	কুমিল্লা সদর	৪৯ জন	৯২৬ জন
		লালমাই	৪৩ জন	
		ব্রাহ্মণপাড়া	৫২ জন	
		বুড়িচং	৫৬ জন	
		সদর দক্ষিণ	৫৪ জন	
		চৌদ্দগ্রাম	৫১ জন	
		দাউদকান্দি	৬০ জন	
		তিতাস	৫৯ জন	
		লাকসাম	৫১ জন	
		মনোহরগঞ্জ	৫৬ জন	
		চান্দিনা	৫৪ জন	
		দেবিদ্বার	৬০ জন	
		মুরাদনগর	৬০ জন	

		বরুড়া	৬০ জন	
		মেঘনা	৫২ জন	
		হোমনা	৫২ জন	
		নাঙ্গলকোট	৫৭ জন	

২০১৮ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ৩৮,২১০জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ তথ্য অধিকার আইন. ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছেন।

সাল	মোট প্রশিক্ষণকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা	মন্ত্রণালয় / বিভাগ	অধিদপ্তর / সংস্থার	ব্যাংক	জেলা ও উপজেলা	এনজিও	অন্যান্য
২০১৮	৪,৬৫৬ জন	৭৫ জন	৫৮ জন	৪২০ জন	০৮ টি জেলার ৭৩ টি উপজেলায় ৪০০৩ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	২৭ জন	৭৩ জন (সাংবাদিক ও গ্যাস ট্রান্সমিশন কো)

২.৮ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানের চিত্র :

সাল	বছরওয়ারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা
২০১০	১৫২
২০১১	২০৯৪
২০১২	২০৬৭
২০১৩	৪২৮৭
২০১৪	৭৬০১
২০১৫	২৬১৩
২০১৬	৫৯২০
২০১৭	৮৮২০
২০১৮	৪৬৫৬

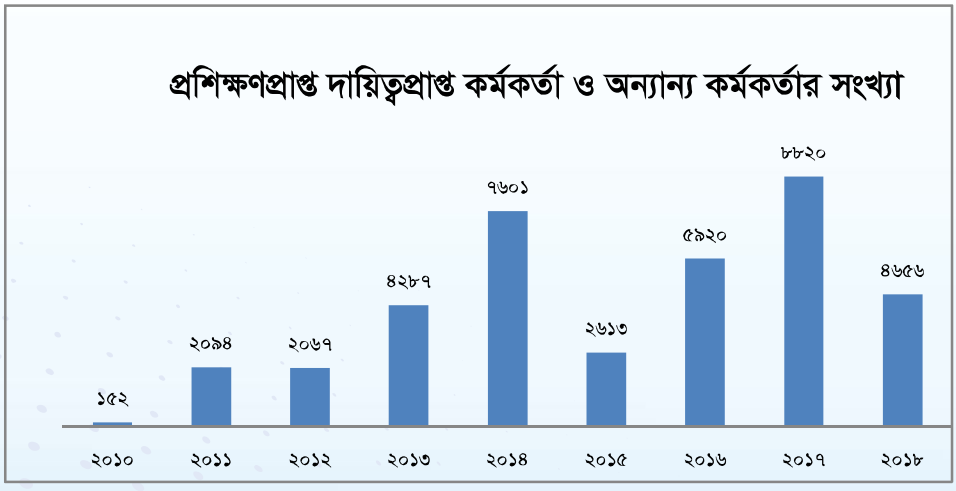

মোট প্রশিক্ষণকৃত ৩৮,২১০ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তার মধ্যে ২০১০ সালে ১৫২ জন, ২০১১ সালে ২০৯৪ জন, ২০১২ সালে ২০৬৭ জন, ২০১৩ সালে ৪২৮৭ জন, ২০১৪ সালে ৭৬০১ জন, ২০১৫ সালে ২৬১৩ জন, ২০১৬ সালে ৫৯২০ জন ও ২০১৭ সালে ৮৮২০ জন , ২০১৮ সালে ৪৬৫৬ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যা উপর্যুক্ত চিত্রে প্রদর্শিত হয়েছে।

২.৯ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের অনলাইন প্রশিক্ষণ

দেশের সকল দায়িত্বপ্রাপ্ত ও আপিল কর্তৃপক্ষের জন্য একটি অনলাইন প্রশিক্ষণ মডিউল প্রস্তুত করা হয়েছে। এটি তথ্য কমিশনের ওয়েব সাইট http://www.infocom.gov.bd/ এ সংযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও এটি নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাওয়া যাবে: https://eliademz.com/catalog/catalog/product/view/sku/c924f7bddd

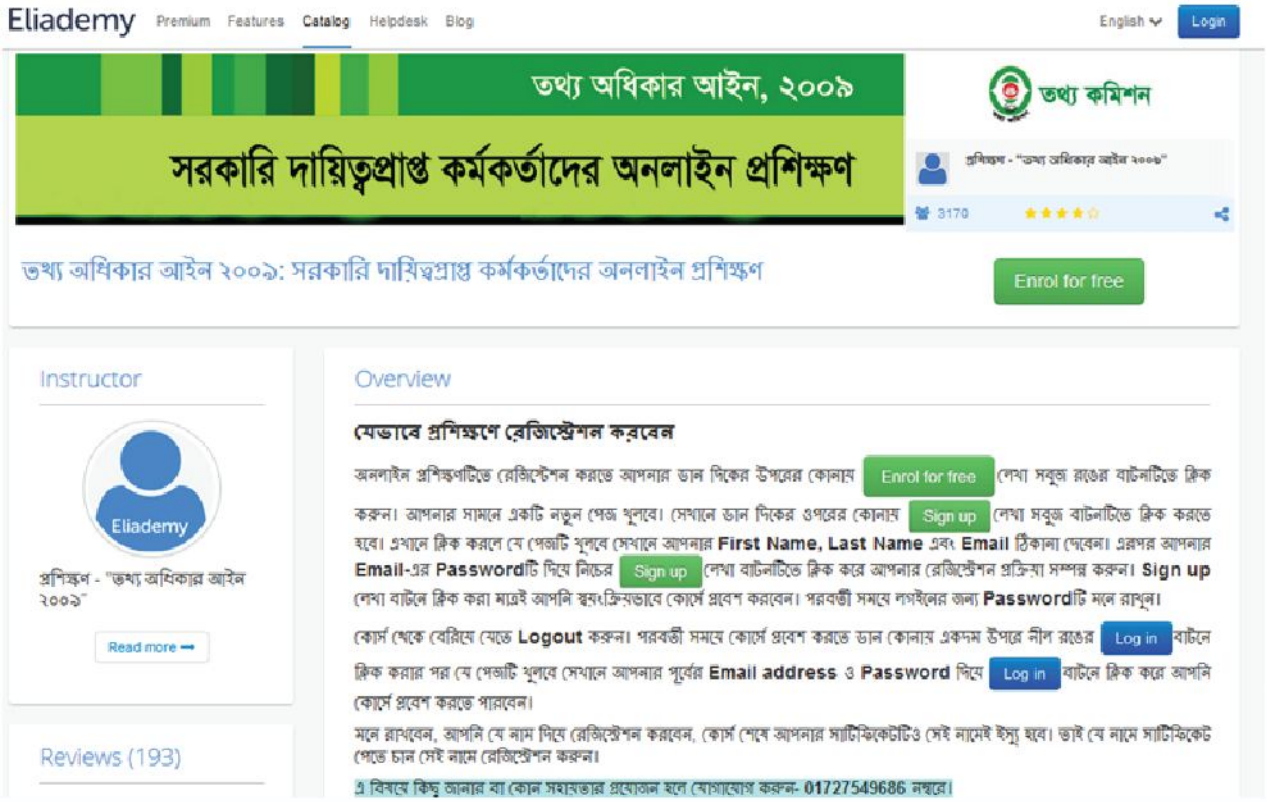

চিত্র: হোমপেইজ: দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অনলাইন প্রশিক্ষণ

সিস্টেমটি চালু করার পর থেকেই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ আগ্রহের সাথে অনলাইন প্রশিক্ষণ শুরু করেন। তথ্য কমিশন অনলাইন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোড়দার করনের লক্ষ্যে দেশের সকল জেলায় ভিডিওকনফারেন্স আয়োজন করে। ডিসেম্বর, ২০১৮ সাল পর্যন্ত ৫০,০০০ এর অধি কদায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ উক্ত প্রশিক্ষণটি সম্পন্ন করে তথ্য কমিশনের সনদ নিয়েছেন যা তথ্য কমিশন ও ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন। এ সকল কার্যক্রমে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এম আর ডি আই প্রশিক্ষণ মডিউলটি প্রস্তুতসহ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিয়ে আসছে।

সবাই মিলে তথ্য দিলে
আলোকিত সমাজ মিলে

অধ্যায়- ০৩

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

অধ্যায় - ৩

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

৩.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম:

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে গত২২ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৪.০০.০০০০.২২১.১৪.০৪৩.১৪.১৭৫ সংখ্যক স্মারকে তথ্য অধিকার বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ (কেন্দ্রীয় পর্যায়ে) গঠন করাহয়। উক্ত কমিটির সদস্য সংখ্যা ছিল ৬ জন। আরটিআই ওয়ার্কি গ্রুপের কার্যপরিধি ছিল: তথ্য অধিকারবাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার নির্ধারণ; নির্ধারিত অগ্রাধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন; তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সমন্বয় সাধন; তথ্য অধিকার ও স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ কার্যক্রমের অগ্রগতি জোরদারকরণে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন; ইত্যাদি। অতঃপর তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন কার্যক্রম জোরদার করণে বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের আরো সক্রিয় করার নিমিত্ত ২০১৮ সনে বিভাগীয় কমিশনারদের সভায় আলোচনা করা হয় এবং কেন্দ্রীয় কমিটি পুনর্গঠন সহ উক্ত তিনটি পর্যায়ে পৃথক পৃথক কমিটি গঠন করার ও কার্যপরিধি নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

তথ্য অধিকার আইন ও এর বিধি-বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, তথ্য প্রকাশকারী ও চাহিদাকারীর সুরক্ষা সম্পর্কে জনগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান, আওতাধীন সকল কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ ও তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ, তথ্য অধিকার বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন, নারীর তথ্য অধিকার নিশ্চিতকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিভাগীয় পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি, জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটি এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি কাজ করছে।

কমিটি গঠন ছাড়াও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বিভিন্নকার্যক্রম গ্রহণ করে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পৃথক আরটিআই শাখা খুলে কর্মকর্তা-কর্মচারী পদায়ন করা হয়। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) বাস্তবায়নে দূর্নীতিরোধ, সুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার অন্যতম কৌশল হিসেবে তথ্য অধিকার আইনকে চিহ্নিত করে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এপিএতে আরটিআইকে আবশ্যিক করা হয়। তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা অনুসরণের জন্য নির্দেশনা জারী করা হয়। মন্ত্রণালয়/বিভাগ/জেলার ওয়েবসাইটে প্রবেশ যোগ্যতা,ব্যবহার যোগ্যতা যুগপযোগীকরণ- এক কথায় স্ব-প্রনোদিত তথ্য প্রকাশের বিষয়টি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এমআরডিআই এর সহযোগিতা বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে প্রকল্পের আওতায় নিয়মিত মূল্যায়ন করছে। নিম্নে পুর্নগঠিত কমিটিগুলোর গেজেটের কপি সন্নিবেশিত করা হলো :

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ৩১, ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫/২২ মে ২০১৮

নম্বর ০৪.০০.০০০০.৮২৩.৭৯.০০৯.১৮.০৪২—তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে ২২ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৪.০০.০০০০.২২১.১৪.০৪৩.১৪,১৭৫ সংখ্যক স্মারকে গঠিত ওয়ার্কিং গ্রুপ নিম্নরূপভাবে সরকার পুনর্গঠন করল:

তথ্য অধিকার বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ (কেন্দ্রীয় পর্যায়):

১। সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	:	সভাপতি
২। অতিরিক্ত সচিব (সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	:	সদস্য
৩। প্রতিনিধি, তথ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৪। সচিব, তথ্য কমিশন	:	সদস্য
৫। মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	:	সদস্য
৬। এনজিও প্রতিনিধি (আরটিআই-সংশ্লিষ্ট যেকোন ১টি)	:	সদস্য
৭। প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	সদস্য
৮। উপসচিব (প্রশাসনিক সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	:	সদস্য-সচিব

(১) আরটিআই ওয়ার্কিং গ্রুপের কার্যপরিধি:

(ক) তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার নির্ধারণ;

(খ) নির্ধারিত অগ্রাধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন;

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

(গ) তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সমন্বয় সাধন;

(ঘ) তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ (proactive disclosure) কার্যক্রমের অগ্রগতির জোরদাকরণে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন;

(ঙ) বাংলাদেশে নারীর তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে সময়াবদ্ধ কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন;

(চ) নারীর তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের অংশগ্রহণের নিমিত্ত ফোরাম গঠন; এবং

(ছ) নারীর তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গৃহীত মাল্টি-সেক্টোরাল সুযোগের রেপ্লিকেশন।

(২) উক্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ প্রতি ৩ মাসে একবার সভায় মিলিত হবে এবং উর্পযুক্ত কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবে;

(৩) উক্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ প্রয়োজনে বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্মকর্তা/বিশেষজ্ঞ কিংবা এ কাজের সহিত সম্পৃক্ত যেকোন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিকে সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এন এম জিয়াউল আলম
সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ ছরোয়ার হোসেন, উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ৩১, ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫/২২ মে ২০১৮

নম্বর ০৪.০০.০০০০.৮২৩.৭৯.০০৯.১৮.০৪৩—তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন জোরদারকরণের লক্ষ্যে নিম্নরূপভাবে সরকার তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি গঠন করল :—

তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি :

০১.	বিভাগীয় কমিশনার	:	সভাপতি
০২.	ডিআইজি (সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ)	:	সদস্য
০৩.	মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার	:	সদস্য
০৪.	অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক)	:	সদস্য
০৫.	বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	:	সদস্য
০৬.	বিভাগের সকল জেলা প্রশাসক	:	সদস্য
০৭.	পরিচালক, বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়	:	সদস্য
০৮.	অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (সংশ্লিষ্ট অঞ্চল)	:	সদস্য
০৯.	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত (সংশ্লিষ্ট সার্কেল)	:	সদস্য
১০.	একজন অধ্যক্ষ (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১১.	পরিচালক, আঞ্চলিক কার্যালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর	:	সদস্য
১২.	বিভাগীয় উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	:	সদস্য

মূল্য : টাকা ৪.০০

১৩.	বিভাগাধীন একজন উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১৪.	উপপরিচালক, জেলা তথ্য অফিস	:	সদস্য
১৫.	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১৬.	একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১৭.	একজন আইনজীবী (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১৮.	তিনজন এনজিও প্রতিনিধি (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১৯.	দুইজন মহিলা প্রতিনিধি (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
২০.	সুশীল সমাজের দুইজন প্রতিনিধি (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
২১.	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	:	সদস্য-সচিব

(১) কমিটির কার্যপরিধি :

(ক) তথ্য অধিকার আইন এবং এ সংক্রান্ত বিধি-বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;

(খ) তথ্য অধিকার ও তথ্য প্রকাশকারী এবং চাহিদাকারীর সুরক্ষা সম্পর্কে জনগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

(গ) বিভাগের আওতাধীন সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ এবং তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঘ) তথ্য অধিকার বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন;

(ঙ) বিভাগীয় পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রম সমন্বয়;

(চ) জেলা অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ কমিটির কার্যক্রমের তদারকি ও উৎসাহ প্রদান;

(ছ) তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি, তদন্তের আয়োজন ও এ আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান; এবং

(জ) নারীর তথ্য অধিকার নিশ্চিতকল্পে বিভাগীয় পর্যায়ে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ।

(২) কমিটি প্রতি দুই মাসে একবার সভায় মিলিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও তথ্য কমিশনে প্রেরণ করবে।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এন এম জিয়াউল আলম
সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ ছরোয়ার হোসেন, উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ৩১, ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫/২২ মে ২০১৮

নম্বর ০৪.০০.০০০০.৮২৩.৭৯.০০৯.১৮.০৪৪—তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন জোরদারকরণের লক্ষ্যে ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৪.০০.০০০০.২২১. ১৪.০৪৩.১৪.৬৪৩ সংখ্যক স্মারকে জেলা উপদেষ্টা কমিটি নিম্নরূপভাবে সরকার পুনর্গঠন করল :

তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটি

০১.	জেলা প্রশাসক	:	সভাপতি
০২.	পুলিশ সুপার	:	সদস্য
০৩.	সিভিল সার্জন	:	সদস্য
০৪.	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
০৫.	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)	:	সদস্য
০৬.	একজন অধ্যক্ষ (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
০৭.	নির্বাহী প্রকৌশলী (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
০৮.	উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	:	সদস্য
০৯.	উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	:	সদস্য

মূল্য : টাকা ৪.০০

১০.	উপপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর	:	সদস্য
১১.	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	:	সদস্য
১২.	জেলা শিক্ষা অফিসার	:	সদস্য
১৩.	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	:	সদস্য
১৪.	সংশ্লিষ্ট জেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল)	:	সদস্য
১৫.	জেলা তথ্য কর্মকর্তা	:	সদস্য
১৬.	সভাপতি, জেলা প্রেস ক্লাব	:	সদস্য
১৭.	সভাপতি, জেলা বার অ্যাসোসিয়েশন	:	সদস্য
১৮.	সভাপতি, জেলা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ	:	সদস্য
১৯.	দুইজন এনজিও প্রতিনিধি (আরটিআই-সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
২০.	দুইজন মহিলা প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
২১.	সুশীল সমাজের একজন প্রতিনিধি (সনাক অথবা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সদস্য, জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
২২.	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	:	সদস্য-সচিব

(১) <u>কমিটির কার্যপরিধি :</u>

(ক) তথ্য অধিকার আইন এবং এ সংক্রান্ত বিধি-বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;

(খ) তথ্য অধিকার ও তথ্য প্রকাশকারী এবং চাহিদাকারীর সুরক্ষা সম্পর্কে জনগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

(গ) জেলার আওতাধীন সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ এবং তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঘ) তথ্য অধিকার বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন;

(ঙ) জেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রম সমন্বয়;

(চ) তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি কার্যক্রমের তদারকি ও উৎসাহ প্রদান;

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ৩১, ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫/২২ মে ২০১৮

নম্বর ০৪.০০.০০০০.৮২৩.৭৯.০০৯.১৮.০৪৫—তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন জোরদারকরণের লক্ষ্যে নিম্নরূপভাবে সরকার তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি গঠন করল :

তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি:

০১.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	:	সভাপতি
০২.	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার	:	সদস্য
০৩.	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	:	সদস্য
০৪.	সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	:	সদস্য
০৫.	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	:	সদস্য
০৬.	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	:	সদস্য
০৭.	উপজেলা প্রকৌশলী	:	সদস্য
০৮.	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	:	সদস্য
০৯.	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	:	সদস্য
১০.	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	:	সদস্য
১১.	একজন সাংবাদিক (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১২.	একজন আইনজীবী (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১৩.	দুইজন এনজিও প্রতিনিধি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১৪.	দুইজন মহিলা প্রতিনিধি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১৫.	সুশীল সমাজের একজন প্রতিনিধি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১৬.	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	:	সদস্য-সচিব

(৬৩০৯)
মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

(১) কমিটির কার্যপরিধি :

(১) তথ্য অধিকার আইন এবং এ সংক্রান্ত বিধি-বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;

(২) তথ্য অধিকার ও তথ্য প্রকাশকারী এবং চাহিদাকারীর সুরক্ষা সম্পর্কে জনগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

(৩) উপজেলাধীন সকল ইউনিয়ন পরিষদ, সকল এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, দেশি/বিদেশি অনুদানপ্রাপ্ত এনজিও এবং উপজেলা পর্যায়ের সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ এবং তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৪) তথ্য অধিকার বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন এবং তথ্য অধিকার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৫) উপজেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রম সমন্বয়;

(৬) তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি, তদন্তের আয়োজন ও এ আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান; এবং

(৭) নারীর তথ্য অধিকার নিশ্চিতকল্পে উপজেলা পর্যায়ে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ।

(২) কমিটি প্রতি দুই মাসে একবার সভায় মিলিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, তথ্য কমিশন, বিভাগীয় ও জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করবে।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এন এম জিয়াউল আলম
সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ ছরোয়ার হোসেন, উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd.

৩.২ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর কর্তৃক গ্রহীত কার্যক্রম:

কর্তৃপক্ষের নাম	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও তথ্য অধিকার বিধিমালা, ২০০৯ ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। ২। তথ্য সরবরাহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পরিবর্তন করা হয়েছে। ৩। তথ্য অধিকারের আওতায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। ৩। তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ করা হয়েছে।
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	১) স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা অনুযায়ী নাগরিকগণের জন্য প্রদেয় সেবার বিবরণ ও সেবা প্রাপ্তির পদ্ধতি সমূহ ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে; ২) ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সেবা প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে; ৩) তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা ২০১০-এর তফসিল-১ ও তফসিল-২ অনুযায়ী তথ্যাদি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে; ৪) তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী নিয়োগকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে; ৫) ওয়েবসাইট নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়।
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭-১৮ প্রকাশ। ২। তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা ২০১৮ প্রকাশ। ৩। হালনাগাদ তথ্য ওয়েব সাইটে প্রকাশ।
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	১) তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য বাপশক ওয়েব সাইটে ও বিভিন্ন নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করা হয়েছে; ২) তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী নিয়োগকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা এবং আপিল কর্মকর্তাগণের অফিস আদেশ বাপশক-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্পগবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর), ঢাকা	১) তথ্য অধিকার আইনের আওতায় প্রতি তিন মাস অন্তর বা তৎপূর্বে বিসিএসআইআর-এর ওয়েবসাইট হালনাগাদ করা হচ্ছে; ২) তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা মুদ্রণ করা হয়েছে; ৩) এ আইনের আওতায় তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে; ৪) আপীল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ দেয়া হয়েছে; ৫) নাগরিক সেবাসহ অন্যান্য তথ্যাদি নিয়মিত প্রকাশ করা হয়; ৬) আপিল কর্তৃপক্ষ এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম অফিসের প্রবেশ গেইটে টাঙ্গিয়ে দেয়া হয়েছে।
বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্পগবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) গবেষণাগার, রাজশাহী	১) তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। ২) তথ্যের ইনডেক্স প্রস্তুত কাজের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ৩) আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন কেন্দ্র, রাজশাহীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে, Right to Information (RTI) শীর্ষক কর্মশালায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরা হয়েছে। ৪) প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অত্র প্রতিষ্ঠানে Right to Information (RTI)-২০০৯ শীর্ষক সেমিনার প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর	১) জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের ওয়েবসাইটে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি রয়েছে; ২) জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর কর্তৃক প্রদত্ত সুবিধাদি বিজ্ঞাপন,লিফলেট ও ব্রশিউরের মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে; ৩) তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে;

	৪) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ মোতাবেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ করা হয়েছে। এবং তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। ৫) জাদুঘরে প্রবেশের জন্য অনলাইন টিকেট ওয়েবসাইটে দেয়া হয়েছে। ৬) জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে লাইব্রেরির অটোমেশনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ওয়েব সাইটে দেয়া হয়েছে।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার	১) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আওতায় তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা ২০১৫ প্রণয়ন করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে; ২) তথ্য অধিকার আইনের আওতায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প কর্মকর্তা ও আপীল কর্মকর্তা নিয়োগ এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে; ৩) আইনের আওতায় স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা প্রণয়ন করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	(১) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ইতিহাস পরিচিতি এবং শাখা জাদুঘরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পরিচিতি পুস্তিকার মাধ্যমে দেশি-বিদেশি দর্শক, গবেষক ও সাধারণ জনগণের জন্য প্রচার ও ক্ষেত্র বিশেষে বিনা মূল্যে বিতরণ করা হয়। (২) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কর্মকান্ড ও সেবা প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি সিটিজেন চার্টার (ইংরেজি ও বাংলা) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবাং নিয়ন্ত্রণাধীন শাখা জাদুঘরের সামনে প্রদর্শন স্থানে এবং জাদুঘরের ডায়নামিক ওয়েব সাইটের মাধ্যমে বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। (৩) এছাড়া তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ৩০ ধারা অনুযায়ী চাহিদা মোতাবেক তথ্যাদি সরবরাহ করা হয়। (৪) ওয়াই ফাই পদ্ধতি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মূল লবি ইন্টারনেটের আওতায় এনে অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন ওয়াই ফাই পদ্ধতি প্রণয়ন করার মাঝে আগত দর্শকদের ডিজিটাল বাংলাদেশ এর আওতায় আনা হয়েছে। (৫) তথ্য অনুসন্ধান: জাদুঘর সংশ্লিষ্ট নির্দিষ্ট পর্যায়ের তথ্য জাদুঘরের লবিতে স্থাপন করে দর্শকদের জাদুঘর বিষয়ক তথ্য ও ছবি সরবরাহের জন্য কিছু পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। (৬) জাদুঘরের সঙ্গে বিশ্বের সকল স্থান হতে জাতীয় জাদুঘর বিষয়ক তথ্য গ্রহণ এবং মতামত প্রদানের জন্য ফেসবুক খোলা হয়েছে। (৭) জাদুঘর বিষয়ক বিজ্ঞাপন, প্রেস নোট, যে কোন ধরণের রিপোর্ট, নীতিমালা, নিয়োগ ও অন্যান্য তথ্য জাদুঘরের ওয়েবসাইটে তুলে ধরা হয়। যাতে সহজেই চাহিত তথ্য পেতে পারে। (৮) জাদুঘরে দর্শনার্থীদের সুবির্ধে ই-টিকিটের প্রবর্তন করা হয়েছে। (০৯) জাদুঘরে আগত দর্শকদের ভিজিটরস বুকের মন্তব্য অনুযায়ী সমাধান করে তথ্য প্রযুক্তিতে উপস্থাপন করা হচ্ছে। (১০) দর্শকদের সুবিধার্থে ভার্চুয়াল গ্যালারি উদ্বোধন করা হয়েছে।
বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড	১। অবসর সুবিধা বোর্ডের হালনাগাদ তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে সরাসরি, টেলিফোন এবং অন-লাইনের মাধ্যমে প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ২। শিক্ষক কর্মচারীগণ অন-লাইনে আবেদন করে প্রাপ্ত পাসওয়ার্ড এর মাধ্যমে লগইন করে সর্বশেষ হালনাগাদ অবস্থা জানতে পারেন।
অর্থ মন্ত্রণালয় অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)	১) তথ্য সরবরাহ সহজলভ্য করার জন্য এ বিভাগের ওয়েবসাইট (www.erd.gov.bd) নিয়মিত তথ্য প্রকাশ করা হচ্ছে; ২) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ই-মেইলের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে; ৩) তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র ফরম ও আপীল আবেদন ফরম ওয়েবসাইটে দেয়া হয়েছে; ৪) বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্মকর্তার তথ্য ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে।
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (অধিন দপ্তর/সংস্থাসহ)	• মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার বার্ষিক প্রতিবেদনে সকল প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশ করা হয়। • মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার তথ্যবহুল ওয়েবসাইটগুলো নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। • ২য় প্রজন্মের সিটিজেন্স চার্টার ওয়েবসাইটসহ দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করা হচ্ছে।

	• ওয়েজ আর্নাস কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক দেশের ৩টি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে স্থাপিত প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের মাধ্যমেও তথ্য প্রদান করা হয়। • প্রবাসবন্ধু কল সেন্টারের মাধ্যমে দেশে/বিদেশে তথ্য প্রদানসহ বিভিন্ন সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। • মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার ফেইসবুক পেইজের মাধ্যমেও তথ্য প্রদান করা হয়। বিদেশ গমন, প্রবাসীদের কল্যাণ, করণীয় ও বর্জণীয় ইত্যাদি জনসচেতনতামূলক তথ্যাদি লিফলেট, বুকলেট, পুস্তিকা ইত্যাদি আকারে প্রকাশ ও প্রচার করা হচ্ছে
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)	সাংবাদিকদের জন্য তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক ২ (দুই)টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে মোট ৮৫ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালা আয়োজনের তারিখঃ ২৬ জুন ২০১৮ ও ২৯ জুন ২০১৮ এছাড়া ঢাকা ও ঢাকার বাইরে সাংবাদিকদের জন্য আয়োজিত ৭৫টি বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে ১ ঘন্টার ০১টি করে অধিবেশন পরিচালনা করা হয়েছে।
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।	১। জেলা/উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয় হতে জনগণ যাতে সহজে তথ্য পেতে পারে সেজন্য জেলা/ উপজেলা কার্যালয়ে তথ্য ইউনিট গঠন। ২। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ। ৩। স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রস্তুত ও ওয়েব সাইটে প্রকাশ। ৪। হালনাগাদ তথ্য ওয়েব সাইডে প্রকাশ।
বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)	১। বিআইএম-এর তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা, বিএমআই-এর ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। ২। বিএমআই, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর বাস্তবায়নে দাপ্তরিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বিআইএম এর ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। ৩। দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য কমিশনের ওয়েব সাইট হতে অনলাইন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ৪। তথ্য প্রদানের জন্য ১টি রেজিষ্টার খোলা হয়েছে। ৫। বিআইএম এর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৬। প্রতিবছর নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ ও তথ্য কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ৭। বিআইএম এর ওয়েব সাইটে প্রতি ৩ মাস অন্তর হালনাগাদ করা হচ্ছে।
জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর	১. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও তথ্য অধিকার বিধিমালা, ২০০৯ ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। ২. তথ্য সরবরাহের জন্য একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও একজন বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। ৩. তথ্য অধিকারের আওতায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। ৪. তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ করা হয়েছে।
বস্ত্র অধিদপ্তর	১) বস্ত্র অধিদপ্তরের নিবন্ধনকৃত শিল্প কারখানার তথ্যাবলী সাংগঠনিক কাঠামো কার্যক্রম, সিটিজেন চার্টার, বাজেট, বার্ষিক প্রতিবেদন, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আপীল কর্তৃপক্ষের নাম ও পদবী, ঠিকানা বস্ত্র অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে দেয়া হয়েছে। ২) বস্ত্র অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রনাধীন কলেজ সমূহের ভর্তি পরীক্ষার আবেদন অনলাইনে গ্রহণ, প্রবেশ পত্র প্রদান ও বর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়।
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড	বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোডের গৃহীত কর্মকান্ডের তথ্যাদি নিম্নরুপ: ১) তথ্য কর্মকর্তার তথ্য সহ বিভিন্ন কর্মকান্ডের তথ্যাদি বোডের ওয়েব সাইটে আপলোড ও হালনাগাদ করা হচ্ছে। ২) তথ্য উন্মুক্তকরণ নির্দেশিকা ইতোপূর্বে প্রকাশ করা হয়েছে।

	৩) রেশম চাষে উদ্বুদ্ধ করণে বিভিন্ন সময় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রচারের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের প্রেস বিজ্ঞপ্তির প্রেরনের মাধ্যমে রেশম উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকান্ড/ সেবা সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রকাশ করা হচ্ছে। ৪) রেশম চাষী ও রেশম চাষের সাথে সংশ্লিষ্টদের মোবাইলে মেসেজ প্রদান করে কারিগরি পরামর্শ/নির্দেশনা প্রদান করাহচ্ছে। ৫) মেলায় অংশগ্রহণ করে রেশম চাষ সম্পর্কিত তথ্য সহ বোর্ডের সাফল্যের তথ্য উপস্থাপন করা হচ্ছে। ৬) তথ্য কর্মকর্তা, বিকল্প তথ্য কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষের নাম ঠিকানা উন্মুক্ত স্থানে ঠানানো হয়েছে। ৭) তথ্য কর্মকর্তার অনলাইন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	প্রধান কার্যালয়ে আরটিআই কর্মকর্তার অনলাইন প্রশিক্ষণ সম্পাদন। * দেশব্যাপী ৮৯টি তথ্য প্রদান ইউনিট সৃজন করে তথ্য অধিকার সেবা বিকেন্দ্রীকরণ। * তথ্যপ্রদান ইউনিটসমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অনলাইন প্রশিক্ষণ চলমান। সাইটেবসংস্থার ওয়ে তথ্য অধিকার সেবা বক্স স্থাপন। * ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে তথ্য আবেদনের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে নাগরিকের তথ্য সেবা সহজীকরণ। * জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রভৃতির আওতায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালায় তথ্য অধিকারবিষয়টি এজেন্ডাভুক্তকরণ। * সদরদপ্তরসহ প্রতি জেলাস্থ বিভাগীয় দপ্তরে নাগরিক সনদ সকলের দৃষ্টিগোচরীভূত হয় এরূপস্থানে প্রদর্শনের জন্য স্থায়ীভাবে স্থাপন সহ সকল দপ্তরে প্রায় নিয়মিতভাবে গণশুনানীর আয়োজন করে সেবা গ্রহীতাদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান।
জনতা ব্যাংক লিমিটেড	১. জনসাধারণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকল্পে জনতা ব্যাংক লিমিটেড ইতোমধ্যে সত্ব:প্রণোদিত তথ্য প্রাকাশের ব্যবস্থা করেছে। তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর আদলে জনতা ব্যাংকের জন্য তথ্য অধিকার নির্দেশিকা প্রস্তুতকরত: তা বই আকারে প্রকাশ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২. নিজেস্ব ডাইন্যামিক ওয়েবসাইটের তথ্য বাতায়ন সর্বদা হালনাগাদ রাখার পাশাপাশি তা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। যেমন: বার্ষিক প্রতিবেদন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, ডেইলি এক্সচেঞ্জ রেইট প্রভৃতি।
রুপালী ব্যাংক লিমিটেড	১.তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ এর আলোকে জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকল্পে ব্যাংকের তথ্য প্রদানের বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত ইস্তেহার প্রকাশ। ২. তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ এর আলোকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনলাইন প্রশিক্ষণ সম্পাদন ৩. দুদকে স্থাপিত হটলাইন নম্বর ১০৬ (টোল ফ্রি) তথ্য বাতায়নে সংযুক্তকরণ এবং তা কর্মকর্তা - কর্মচারীদের অবহিতকরণ ।
ওয়ান ব্যাংক	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রনালয়ের ১৭ আশ্বিন ১৪২৫/০২ অক্টোবর ২০১৮ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং ১৫.০০.০০০.০২০.১১.০০৩.১২.৩৭৮ অনুযায়ী এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং ২৩, তারিখ : ২০ নভেম্বর ২০১৮ মোতাবেক ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড তার পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন নিয়ে নিজেকে কর্তৃপক্ষ হিসাবে ঘোষণা দিয়ে ব্যাংকের কর্মকর্তাবৃন্দকে অবহিত করেছে। পশাপাশি ব্যাংক তার সকল শাখা ব্যবস্থাপকগণকে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী "দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা"এবং শাখার "সেবা ব্যবস্থাপক" বৃন্দকে "বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা" হিসাবে মনোনয়ন দিয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে "আপিল কর্তৃপক্ষ" হিসাবে দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে। এছাড়াও ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড স্থানীয় জেলা প্রশাসন/উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ক বিভিন্ন কর্মশালা/কর্মসূচী ইত্যাদিতে অংশগ্রহন এবং চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সরবরাহ করে আসছে।
পূবালী ব্যাংক লিমিটেড	পূবালী ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক ইতোমধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও

	আপীল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং তা ব্যাংকের নিজস্ব ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনলাইন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ব্যাংক পর্যায়ক্রমে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে
বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন	(১) অনলাইনে- ঋণ প্রাপ্তির শর্তাবলী/ যোগ্যতা, প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি, ঋণ পরিশোধ/কিস্তি সম্পর্কিত তথ্য, সম্ভাব্য নির্মাণ খরচ সংক্রান্ত তথ্য, মাঠ কার্যালয় সংক্রান্ত তথ্য, ৮টি নতুন ঋণ প্রোডাক্টের ব্রুশিয়ারসহ ডিজিটাল ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করা হয়। (২) অনলাইনে ঋণ স্টেটমেন্ট প্রদান করা হয়। (৩) বিএইচবিএফসি লোন ক্যালকুলেটর ও মোবাইল অ্যাপ এর মাধ্যমে ঋণ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করা হয়। (৪) কর্পোরেশনের ফেসবুক পেইজ ছাড়াও ওয়েবসাইটে FAQ এর মাধ্যমে প্রশ্নত্তোর প্রদান করা হয়। (৫) ইউটিউব চ্যানেলে কর্পোরেশনের বিভিন্ন কর্মকান্ডের ভিডিও আপলোড করা হয়। (৬) আধুনিক ডাটা সেন্টার চালু করা হয়েছে। (৭) লোন ফাইল ট্র্যাকিং সিস্টেম, ই-নথি ফাইলিং চালু করা হয়েছে। (৮) স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও কাজে দ্রুততা আনয়নের জন্য শুদ্ধাচার নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। (৯) সরকারি ঘোষিত সরকারি কর্মচারীদের জন্য গৃহ নির্মাণ ঋণ চালু করা হয়েছে। (১০) দেশের গন্ডি পেরিয়ে বহিঃ বিশ্বে অনুষ্ঠিত গৃহায়ন মেলায় অংশগ্রহণ করা হচ্ছে।
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)	১। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে তথ্য প্রদান করা হয়। ২। তথ্য গ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের জন্য তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ফরমেটের কপি পিকেএসএফ-এর রিসেপশন ডেস্কে সংরক্ষণ করা আছে। ৩। পিকেএসএফ-এর ওয়েবসাইটের মেন্যুতে ইনফরমেশন নামক একটি ট্যাব সংযোজন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা পিকেএসএফ-এর ওয়েবসাইটের উক্ত ট্যাবে প্রদর্শিত হচ্ছে। ৪। পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার সম্পর্কে অবহিতকরণের লক্ষ্যে শুদ্ধাচার সংক্রান্ত কার্যক্রমের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান।
বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট (বিআইসিএম)	ইন্সটিটিউটের তথ্য প্রদান ইউনিটের জন্য নির্ধারিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পরিবর্তিত হয়েছে বিআইসিএম এর পরিচালনা পর্ষদ ইন্সটিটিউটের তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা ২০১৫এর ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রদান করেছেন। নির্দেশিকাটি ইন্সটিটিউটের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। তথ্য আবেদন ফরম ও আপিল আবেদন ফরমইন্সটিটিউটের ওয়েবসাইটে এবং অভ্যর্থনা কক্ষে প্রদান করা হচ্ছে। ওয়েবসাইটেতথ্যঅধিকারেরসেবাবক্সহালনাগাদকরাহয়েছে ইন্সটিটিউটের তথ্যাদি নিয়মিত ওয়েবসাইটে হালনাগাদকরণ চলমান রয়েছে।
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ঢাকা।	বিভাগ, জেলা ও উপজেলা সমন্বয় সভার তথ্য তথ্য অধিকার আইন আইন, ২০০৯ এর আলোকে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রধান করা হয়েছে এছাড়া গৃহিত ব্যবস্থা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চাঁদপুর	১। ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তথ্য অধিকার দিবস উদযাপন করা হয়েছে। ২। নাগরিক সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে সেবা গ্রহিতাদেরকে সেবা প্রদানের সময় তথ্য অধিকার সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। ৩। ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০১৮ এ অংশ গ্রহণের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে এ কার্যালয়ের নাগরিক সুবিধা সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।

	৪। তথ্য অধিকার সম্পর্কিত লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। ৫। জেলা প্রশাসক কর্তৃক বিভিন্ন ফোরামের অনুষ্ঠানে তথ্য অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ৬। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়সহ সকল প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ নিশ্চিত করা হয়েছে। ৭। প্রতি মাসে তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন বিষয়ে জেলা পর্যায়ের উপদেষ্টা কমিটির সভা অনুষ্ঠান এবং উক্ত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। ৮। জনগণের দোরগোড়ায় তথ্যকে পৌঁছে দেয়ার জন্য বিভিন্ন দপ্তর থেকে সরবরাহ যোগ্য সকল সেবাকে পর্যায়ক্রমে অনলাইন সেবার আওতায় আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ৯। বিভিন্ন বিভাগের তথ্যাবলী নিয়মিত ওয়েব পোর্টালে আপলোড করার বিষয়ে জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য একাধিকবার প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। ১০। জনসাধারণের সাথে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে জেলা প্রশাসনের ফেসবুক পেইজ নিয়মিত হালনাগাদ ও মনিটরিং করা হচ্ছে।
জেলা প্রশাসক, মুন্সিগঞ্জ	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের বিষয়টি দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করে জনসাধারণকে অবহিত করা হয়েছে। খ) তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন বিষয়ে জনগনের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপন ও তথ্য মেলার আয়োজন করা হয়েছে। গ) সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের দপ্তরসমূহে তথ্য প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী ও ফোন নম্বর স্ব স্ব ওয়েব পোর্টালে আপলোড করা হয়েছে।
বাংলাদেশ ব্যাংক বগুড়া	ক) এ অফিসে তথ্য কর্মকর্তা ও আপীল কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। নিয়োজিত তথ্য কর্মকর্তার আরটিআই অনলাইন প্রশিক্ষন গ্রহণ করেছেন। খ) তথ্য কর্মকর্তা ও আপীল কর্মকর্তার নাম পদবী মোবাইল নং ফোন নং ইমেইল ঠিকানা ও ফ্যাক্স নং দপ্তরের অভ্যন্তরে দৃশ্যমান স্থানে ব্যানার আকারে প্রদর্শন করা হয়েছে। গ) সিটিজেন চার্টার প্রনয়ন পুর্বক জনস্বার্থে তা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঘ) এ অফিসে একটি হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে।
৪নং খামারপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ, খানসামা, দিনাজপুর ।	১। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়েছে । ২। দ্রুত তথ্য সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে ।
কারমাইকেল কলেজ রংপুর	১) কলেজ ওয়েব সাইটের মাধ্যমে সকল ধরনের বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়। ২) কাগজের ৪টি নোটিশ বোর্ডের মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ব্যবস্থা রয়েছে। ৩) ১৮টি বিভাগের নোটিশ বোর্ডের মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা আছে ৪) সকল শ্রেনি কক্ষে শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রচারের ব্যবস্থা আছে ৫) সকল তথ্য/নোটিশ যথাসময়ে প্রচার করা হয় ৬) চাহিবা মাত্র তথ্য/পত্র সরবরাহ করা হয়।
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, বিয়ানীবাজার, সিলেট	বিভিন্ন তথ্য প্রদান ইউনিটে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নাম ও পদবীসহ অন্যান্য তথ্যাদি সম্বলিত বিলবোর্ড নিজ নিজ দপ্তরের দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করা হয়েছে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অনলাইল প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে
বিএসটিআই আঞ্চলিক অফিস, সিলেট	১। তথ্য কেন্দ্র খোলা হয়েছে। ২। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মনোনয়ন করা হয়েছে। ৩। ফরমেট অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৪ । দায়ত্বিপ্রাপ্ত র্কমর্কতাগণ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী অনলাইন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট	বিভিন্ন তথ্য প্রদান ইউনিটে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নাম ও পদবীসহ অন্যান্য তথ্যাদি সম্বলিত বিলবোর্ড নিজ নিজ দপ্তরে দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শনের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এবং দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অনলাইন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে।

৩.৩ তথ্য কমিশন ও বেসরকারি সংগঠনসমূহের যৌথ কর্মকাণ্ড

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ জারি ও তথ্য কমিশন গঠিত হওয়ার পর হতে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা তথ্য কমিশনকে সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে।

ক. এমআরডিআই

তথ্য অধিকার বিষয়ে এমআরডিআই এর ২০১৮ সালের কার্যক্রম

এ অংশে ২০১৮ সালে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে এমআরডিআই পরিচালিত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ দেয় হলো। তথ্য কমিশন এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে এমআরডিআই-এর এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন ও দি কার্টার সেন্টার এর সহায়তায় এবং ইউএসএআইডি'র অর্থায়নে তথ্যে প্রবেশাধিকারে নারীর অগ্রগতি (Advancing women's right of access to information in Bangladesh) প্রকল্পের কার্যক্রম

১. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯- কার্যক্রমে অর্ন্তভূক্তি, প্রয়োগ ও চর্চা:

তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়ন তরান্বিত করতে নারীর তথ্যে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এনজিও কার্যক্রমের মূলধারায় তথ্য অধিকার আইনকে সংযুক্ত করার প্রয়াসে এই প্রকল্পের আওতায় এডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তথ্য অধিকার আইনকে এনজিও কার্যক্রমের মূলধারায় অর্ন্তভূক্তি, প্রয়োগ ও চর্চা করার বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য ১৩টি এনজিও'র নির্বাহী পরিচালকের অংশগ্রহণে একটি মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সম্মানিত প্রধান তথ্য কমিশনার মরতুজা আহমদ। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশনার নেপাল চন্দ্র সরকার এবং মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক এবং তথ্য অধিকার ফোরামের আহবায়ক শাহীন আনাম। এমআরডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক হাসিবুর রহমান অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন।

এরই ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠানগুলির একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য আইনটি নিয়ে দুইদিন ব্যাপী একটি প্রশিক্ষণেরও আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণের বিভিন্ন সেশানে তথ্য অধিকার: উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ; তথ্য অধিকার আইন ২০০৯: মূলকথা; তথ্য প্রাপ্তির উপায় সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ ধারণা; তথ্য অধিকার আইন ২০০৯: তথ্য প্রাপ্তির ব্যতিক্রমসমূহ (ধারা-৭); সেবা তথ্য ও তথ্য প্রকাশের গুরুত্ব; নারীর অধিকার ও তথ্য অধিকার আইন এবং প্রশিক্ষণে প্রতিষ্ঠানের কাজের মূল ধারায় তথ্য অধিকারের অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

প্রশিক্ষণ পরবর্তীতে এনজিও কার্যক্রমের মূলধারায় তথ্য অধিকার আইনকে সংযুক্ত করার অংশ হিসাবে ১২টি এনজিও'র নির্বাহী পরিচালক এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সাথে এমআরডিআই-এর নির্বাহী পরিচালকের নেতৃত্বে একটি দল পৃথক পৃথক সভার আয়োজন করে। এই সভায় নারীর তথ্যে প্রবেশাধিকারসহ সার্বিক তথ্য অধিকারের পরিস্থিতি উন্নয়নে তথ্য অধিকারকে মূলধারায় অর্ন্তভূক্তিসহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনায় পারস্পারিক ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত হয়। এর ফলশ্রুতিতে, ৯টি এনজিও'র সাথে এমআরডিআই আলাদা আলাদা ৯টি চুক্তি সাক্ষর করে। চুক্তির মাধ্যমে এমআরডিআই প্রতিষ্ঠানগুলোর তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়ন; প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, সহায়ক দল এবং উপকারভোগীদের জন্য তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন; প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন প্রকল্পে ক্রস-কাটিং ইস্যু হিসাবে তথ্য অধিকার আইনের অন্তর্ভুক্তকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক

কার্যক্রমের মূলধারায় আইনটি সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। যার ফলশ্রুতিতে, মোট ২টি সংগঠনের পরিচালনা পর্ষদ তাদের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা চুড়ান্ত অনুমোদন করেছে এবং অবশিষ্ট ৭টি সংগঠনের নীতিমালা চুড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

২. প্রাতিষ্ঠানিক খাতের নারী শ্রমিকদের জন্য তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক কার্যক্রম:

প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত নারীদের তথ্য অধিকার আইনটি পরিচিতকরণ এবং দৈনন্দিন জীবনে আইনটির ব্যবহার কিভাবে তাদের জন্য সহায়ক হতে পারে সে বিষয়টি নিয়ে কাজ করছে এমআরডিআই। কার্যক্রমটির বাস্তবায়নে এমআরডিআই বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিলস)-এর সহযোগিতায় ৫২জন নারী শ্রমিকের জন্য তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে দুটি ওরিয়েন্টেশান সেশানের আয়োজন করে। ওরিয়েন্টেশানে অংশগ্রহণের পর অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন দপ্তরে তথ্য চেয়ে আবেদন করে। কার্যক্রমটির ফলোআপ হিসেবে এ বছর এমআরডিআই বিগত বছরের ওরিয়েন্টেশানে অংশ নেয়া ২৭জন নারী শ্রমিক যারা তথ্য আবেদন করেছিলো তাদের জন্য একটি ফলোআপ ওরিয়েন্টেশানের আয়োজন করে।

ওরিয়েন্টেশানের শুরুতে অংশগ্রহণকারীরা আবেদনের ক্ষেত্রে তাদের অভিজ্ঞতা, সীমাবদ্ধতা এবং প্রতিবন্ধকতার বিভিন্ন দিক তুলে ধরে। পরবর্তীতে এ অবস্থার উত্তরণে করণীয়, তথ্য অধিকার আইনের আলোকে প্রতিষ্ঠানের শ্রেনীবিন্যাস, শ্রম অধিকারসংক্রান্ত ইস্যুতে যথাযথ কর্তৃপক্ষ নির্ধারণের পদ্ধতি, নারীর তথ্যে প্রবেশাধিকার এবং জীবনযাত্রায়-এর ইতিবাচক প্রভাব বিষয়ে বিভিন্ন অধিবেশন পরিচালিত হয়।

ওরিয়েন্টেশানের উদ্বোধনী অধিবেশনের প্রধান অতিথি হিসাবে এবং ওরিয়েন্টেশনের সেশন পরিচালনায় বিষয়বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশনার নেপাল চন্দ্র সরকার। এমআরডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক হাসিবুর রহমান এবং এমআরডিআই-এর ডেপুটি ম্যানেজার প্রোগ্রাম হামিদুল ইসলাম হিলোল বিভিন্ন সেশন পরিচালনা করেন।

৩. তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে 'চেঞ্জমেকার'

সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কাছে আইনের সুফল ছড়িয়ে দিতে এবং আইনটির ব্যবহার নিশ্চিত করতে এমআরডিআই ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটির দুইটি বস্তিতে কাজ করছে। এলাকার মানুষকে আইনটি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করতে গত বছর প্রতিটি বস্তি থেকে চারজন করে নির্বাচিত তরুণী তথ্য, তথ্যের প্রয়োজনীয়তা এবং জীবনের সাথে তথ্যের সংশিষ্টতা, তথ্য মানুষের জীবনে কী প্রভাব ফেলে এবং তথ্য অধিকার আইন কিভাবে তথ্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করতে পারে সে বিষয়ে প্রশিক্ষিত করা হয়। এসকল তরুণীরা এখন নিজ নিজ এলাকায় তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সফলভাবে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে নিজ নিজ এলাকার সমস্যা সমাধানে সহায়ক ভূমিকা পালন করার জন্য এমআরডিআই তাদেরকে চেঞ্জমেকার হিসাবে চিহ্নিত করেছে।

এই চেঞ্জমেকারদের কাজের অংশ হিসাবে এবং তাদের সহযোগী তৈরির লক্ষ্যে ঐ দুইটি এলাকার আরও ৪৪জন নারীকে তথ্য অধিকার আইনের উপর ওরিয়েন্টেশান দেয়া হয়। দুইটি অর্ধ-দিবসের এই আয়োজনে তথ্য কী এবং তথ্যের ব্যবহার কিভাবে জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনতে পারে, কিভাবে তথ্য চাইবে, কিভাবে তথ্য পাবে এবং তথ্য না পেলে করণীয় বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এমআরডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক হাসিবুর রহমান এবং এমআরডিআই-এর ডেপুটি ম্যানেজার প্রোগ্রাম হামিদুল ইসলাম হিলোল ওরিয়েন্টেশানে সেশন পরিচালনা করেন।

তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়নে চেঞ্জমেকাররা নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করছে। এলাকাবাসীকে সচেতন করে তুলতে তারা প্রতিটি বাড়ীতে গিয়ে আইনটি নিয়ে ক্যাম্পেইন পরিচালনা করছে। ২০১৮ সালে ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে তারা মোট ৬৬৭জন মানুষের কাছে তথ্য অধিকার আইনের বার্তা পৌছে দিতে সক্ষম হয়েছে যার মধ্যে ৬৫৪ জনই ছিলো নারী। এই কার্যক্রমের ফলাফল হিসাবে চেঞ্জমেকাররা তাদের নিজেদের এবং তাদের নিজ এলাকার চাহিদা অনুযায়ী মোট ৫৫টি আবেদন দাখিল করেছে। যার মধ্যে চেঞ্জমেকাররা ছাড়াও ৫জন বস্তিবাসী অন্তর্ভুক্ত।

৪. নারী উদ্যোক্তাদের জন্য তথ্য অধিকার আইন ও এর প্রয়োগ বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন:

নারী উদ্যোক্তাদের তথ্য অধিকার আইনের সাথে পরিচিতকরণ এবং এটির ব্যবহারে আগ্রহী করার জন্য প্রকল্পের আওতায় একটি ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা হয়। নারী উদ্যোক্তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এবং তাদের কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন কিভাবে সহযোগী ভূমিকা পালন করতে পারে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এছাড়াও দিনব্যাপী এ আয়োজনে তথ্য অধিকার আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য; কী জানতে চাই, কেন জানতে চাই; তথ্য অধিকার আইন ২০০৯: মূলকথা; তথ্য প্রদান/প্রকাশের ব্যতিক্রম; কার কাছে কী তথ্য? তথ্য জানার জন্য আবেদন বিষয়ক অধিবেশন পরিচালিত হয়।

এ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এবং বাংলাদেশ ফেডারেশন অব ওমেন এন্ট্রাপ্রিনিউর এর সভাপতি রোকেয়া আফজাল রহমান। তথ্য কমিশনার নেপাল চন্দ্র সরকার উদ্বোধনী অধিবেশনে বিশেষ অতিথি হিসেবে এবং ওরিয়েন্টেশানের অধিবেশন পরিচালনায় বিষয়বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এমআরডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক হাসিবুর রহমান এবং এমআরডিআই-এর ডেপুটি ম্যানেজার প্রোগ্রাম হামিদুল ইসলাম হিলোল ওরিয়েন্টেশনের অধিবেশন পরিচালনা করেন।

পরবর্তীতে 'উইমেন এন্ট্রাপ্রিনিউর ফর ডেভেলপমেন্ট' নামক একটি নারী উদ্যোক্তা সংগঠনের ৮জন সদস্যের জন্য তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক একটি প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি এমআরডিআই ভবিষ্যতে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে যে কোন ধরনের সহযোগিতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। পারস্পারিক সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ সুনির্দিষ্ট করে দু'পক্ষের মধ্যে একটি চুক্তিও সাক্ষরিত হয়।

৫. তথ্য অধিকার বিষয়ক রেডিও প্রোগ্রাম:

তথ্য অধিকার আইন এবং এর ব্যবহার সম্পর্কে সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় প্রচার মাধ্যম 'বাংলাদেশ বেতার' এ ২০ মিনিটের একটি ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান প্রচারের উদ্যোগ নেয়া হয়। ১২ পর্বের এ আয়োজনে সংক্ষিপ্ত নাটিকা, গান, বিষয় বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎকার এবং কুইজ প্রতিযোগিতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যেখানে নারীর তথ্য প্রাপ্তির বিষয়টি অগ্রাধিকার পেয়েছে।

অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বের জন্য সাক্ষাৎকার প্রদান করেছেন প্রধান তথ্য কমিশনার মরতুজা আহমেদ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) এন এম জিয়াউল আলম, তথ্য কমিশনার নেপাল চন্দ্র সরকার এবং সুরাইয়া বেগম এনডিসি, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন'র নিবার্হী পরিচালক শাহীন আনাম এবং সাবেক তথ্য কমিশনার সাদেকা হালিম।

১৭ ডিসেম্বর ২০১৮ থেকে প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৩.৩০ মিনিটে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হচ্ছে।

৬. তথ্য অধিকার আইন ও এর প্রয়োগ বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রকাশনা তৈরি:

তথ্য অধিকার আইন সর্ম্পকে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজে সহায়ক হিসাবে এ প্রকল্পের আওতায় লিফলেট, ফ্লায়ার, পোষ্টার এবং তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক সহজপাঠ প্রস্তুত করা হয়। নারীর তথ্যে প্রবেশাধিকারের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে সকল শ্রেণীর নারী ও পুরুষের মধ্যে এ সকল প্রকাশনা বিতরণ করা হয়। প্রকাশনাসমূহে তথ্যের অর্থ, তথ্য কারা দেবে, কার কাছে কী তথ্য আছে, তথ্য আবেদনের নিয়ম, আবেদনের মাধ্যমে তথ্য না পেলে পরবর্তী করণীয়, তথ্য আবেদনের ফরম কোথায় পাওয়া যাবে সে বিষয়ে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। গল্পের মাধ্যমে এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহরের সফল দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হয়েছে এ সকল প্রকাশনায় যা অন্যদের অনুপ্রাণিত করবে এবং আইনটির ব্যবহারে উৎসাহিত করবে। পাশাপাশি কার্টুন ও ইলাসট্রেশনের ব্যবহার তথ্যের উপস্থাপন শৈলীকে করেছে আকর্ষণীয় এবং সহজবোধ্য।

৭. তথ্য অধিকার আইন সহায়তা প্রদানে পরিচালিত আরটিআই হেল্পডেস্ক:

তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে সহায়তা প্রদানের জন্য এমআরডিআই একটি হেল্পডেস্ক পরিচালনা করছে। ০১৭২৭৫৪৯৬৮৬ মোবাইল নম্বরের মাধ্যমে এটি পরিচালিত হয়। সপ্তাহে রবি থেকে বৃহস্পতিবার, সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত যে কোন ব্যক্তি এই নম্বরে ফোন করে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কিত যে কোন তথ্য জানতে চাইতে পারে এবং বিশেষজ্ঞ পরামর্শ নিতে পারে। তথ্য আবেদনকারী এবং তথ্য প্রদানকারী উভয় পক্ষই আরটিআই হেল্পডেস্কে ফোন করে সহযোগিতা নিতে পারে। আবেদন এবং আপীলের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ, ফরম পূরণে সহায়তা প্রদানসহ আইন বিষয়ে যে কোন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয় হেল্পডেস্কের মাধ্যমে। সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অনলাইন প্রশিক্ষণ পরিচালনায় এ হেল্পডেস্কটি কোর্সে রেজিস্ট্রেশনসহ কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করে।

এ বছর হেল্পডেস্কের মাধ্যমে ১২৩টি তথ্য আবেদন, ১৩টি আপীল এবং ৯টি অভিযোগে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে চেঞ্জমেকার এবং তাদের এলাকাবাসীরা মোট ৫৫টি আবেদন করে।

এমআরডিআই-এর এই কার্যক্রমকে উৎসাহিত করতে এবং তথ্য অধিকার বিষয়ে সরকারের সদিচ্ছার অংশ হিসাবে এই প্রকল্পের অধীনে প্রকাশিত পাঁচ ধরনের স্টিকারে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ তাদের হেল্পডেস্কের একটি নম্বর সংযুক্ত করে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ তাদের তথ্য অধিকার শাখা চালু করে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একজন উপ-সচিব এই শাখাটি পরিচালনার দায়িত্বে আছেন। এনজিও কার্যক্রমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এহেন অন্তর্ভুক্তির নজির এটাই প্রথম।

এ সকল স্টিকার তথ্য কমিশন, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, দি কার্টার সেন্টারসহ তথ্য অধিকার নিয়ে কাজ করা আরোও ৯টি এজিও'র সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এছাড়া আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবসে সাধারণ জনগণের মধ্যেও এটি বিতরণ করা হয়।

৮. আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদযাপন:

৮.১ র‍্যালি, আলোচনা সভা ও মেলা: প্রতি বছরের মতো এ বছরও তথ্য কমিশন যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস পালন করে। বরাবরের মতো এ বছরও এমআরডিআই তথ্য কমিশনের উদ্যোগে আয়োজিত র‍্যালি, সভা ও মেলায় অংশ নেয়। এ বছরের কর্মসুচি শুরু হয় ২৮ সেপ্টেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে প্রেস কনফারেন্স

আয়োজনের মধ্য দিয়ে। এ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে তথ্য অধিকারের বর্তমান পরিস্থিতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

তথ্য জানার অধিকার দিবসের মূল অনুষ্ঠান ছিলো ৩০ সেপ্টেম্বর। জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে থেকে শিল্পকলা একাডেমী পর্যন্ত একটি র‍্যালির আয়োজন করা হয়। এটি উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রী হাসানুল হক ইনু। প্রধান তথ্য কমিশনার মরতুজা আহমদ, তথ্য কমিশনার নেপাল চন্দ্র সরকার ও সুরাইয়া বেগম এনডিসি, এমআরডিআই-এর কর্মীবৃন্দ এবং প্রকল্পের চেঞ্জমেকাররা এ র‍্যা লিতে অংশ নেয়।

একই দিনে তথ্য মেলার আয়োজন করা হয়। এ মেলায় স্টল তৈরির দায়িত্ব ছিলো এমআরডিআই-এর। ১৩টি এনজিও মেলায় অংশ নেয়। এমআরডিআই-এর স্টলে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক সকল প্রকাশনা প্রদর্শন করা হয়। পাশাপাশি তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে প্রকাশিত এমআরডিআই-এর লিফলেট, স্টিকার, সহজপাঠ ও কমিক বই মেলায় আগতদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

৮.২ লিফলেট ক্যাম্পেইন: সাধারণ জনগণ বিশেষ করে নারীদের মধ্যে তথ্য অধিকার আইনসংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি ও আবেদন/আপীল/অভিযোগের নিয়ম সম্পর্কে অবহিত করার লক্ষ্যে এমআরডিআই একটি সুদৃশ্য এবং সহজবোধ্য লিফলেট তৈরি করে যা তথ্য কমিশন এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ দ্বারা অনুমোদিত হয়ে উভয়ের লোগোসহ প্রকাশিত হয়। তথ্য জানার অধিকার দিবসকে সামনে রেখে ঢাকা শহরের উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকায় বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী, অভিভাবকসহ প্রায় ৭ হাজার সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দেয়া হয় এই লিফলেট।

বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় প্রোএকটিভ ডিসক্লোজার এ্যান্ড আরটিআই লার্নিং সাপোর্ট নামক প্রকল্পের কার্যক্রম

১. সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনলাইন প্রশিক্ষণ বিষয়ক পরিকল্পনা সভা:
তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ। সে কারণে তথ্য অধিকার আইনটি সম্পর্কে তাদের পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সারা দেশের সরকারি দপ্তরে কর্মরত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ক্লাসরুম প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করা যেমন সময়সাপেক্ষ তেমনি ব্যয়বহুল। পাশাপাশি প্রতিনিয়ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের কর্মস্থল পরিবর্তন আইনটির সঠিক বাস্তবায়নকে বাধাগ্রস্ত করছে।

এই সীমাবদ্ধতা দূর করতে গত বছর এমআরডিআই তথ্য কমিশনের জন্য সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক একটি অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্স তৈরি করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় সারা দেশের সকল দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের এই অনলাইন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এ বছর বিভাগীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা সভার আয়োজন করা হয়। বিভাগীয় কমিশনারগণের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এ সকল পরিকল্পনা সভায় বিভাগের সকল জেলার জেলা প্রশাসক এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) উপস্থিত ছিলেন। প্রতিটি সভায় বিভাগ/জেলা/উপজেলা পর্যায়ের সকল দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়।

বিভাগীয় পরিকল্পনা সভার শুরুতে অনলাইন কোর্সের অধিবেশন পরিচিতি বিষয়ে একটি উপস্থাপনা করেন তথ্য কমিশনার

নেপাল চন্দ্র সরকার। অনলাইন প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়ক হিসেবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পক্ষ থেকে আরেকটি উপস্থাপনা করা হয়। এছাড়াও সভায় আইনের বিভিন্ন ধারা এবং আইনটির বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ের বর্তমান এবং সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিয়ে আলোচনা হয়।

সভায় এমআরডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক অনলাইন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের নিয়মাবলী এবং প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারিগরী দিক উল্লেখ করে আরেকটি উপস্থাপনা করেন।
এসকল সভায় প্রধান তথ্য কমিশনার মরতুজা আহমদ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) এন এম জিয়াউল আলম, তথ্য কমিশনার সুরাইয়া বেগম এনডিসি এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (সংস্কার অনুবিভাগ) সোলতান আহ্মদ উপস্থিত ছিলেন এবং অনলাইন প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নে Time borad পরিকল্পনা গ্রহণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। অনলাইন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ এবং কোর্স সম্পন্নকালীন সময়ে এমআরডিআই হেল্পডেস্ক থেকে সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

২. ওয়েবসাইটের মাধ্যমে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা:

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ। এটি একদিকে প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে অন্য দিকে জনগণের তথ্যের চাহিদা পূরণে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে বিগত বছরগুলোর মতো এমআরডিআই এ বছরও মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহের ওয়েবসাইটে স্বপ্রণোদিত তথ্য বিশেষণ করে এর যথার্থতা যাচাই করে। পাশাপাশি এ বছরই প্রথম ৬৪ জেলার ওয়েবসাইটেও একই ধরনের বিশেষণ করা হয়। তথ্য অধিকার আইনে স্বপ্রণোদিতভাবে যেসকল তথ্য প্রকাশের কথা বলা হয়েছে এসকল ওয়েবসাইটে সেসব তথ্য প্রকাশের সার্বিক অবস্থা নিরুপন করা হয়। প্রকাশিত তথ্যসমূহ কতখানি বোধগম্য এবং সহজলভ্যভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তা পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন তৈরি এবং সেটি তথ্য কমিশন ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ফলোআপ সভা আয়োজন:

তথ্য অধিকার আইন অনলাইন প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নে বিভাগীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত পরিকল্পনার অগ্রগতি পর্যালোচনার অংশ হিসেবে এমআরডিআই এবং তথ্য কমিশনের যৌথ উদ্যোগে প্রতিটি বিভাগে ভিডিও কনফারেন্স করা হয়। তথ্য কমিশন থেকে পরিচালিত এ সকল কনফারেন্সে বিভাগীয় কমিশনার অফিস এবং তার অধীন জেলা প্রশাসকগণ অংশগ্রহণ করেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগও কনফারেন্সে যুক্ত হয়।

সভা আয়োজনের পূর্বেই তথ্য কমিশনের পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসকগণের কাছে বিভাগীয় পরিকল্পনার অগ্রগতি মূল্যায়ন বিষয়ক প্রশ্নপত্র পাঠানো হয়। ভিডিও কনফারেন্সে জেলা প্রশাসকগণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তাদের অগ্রগতি উপস্থাপন করেন। পাশাপাশি আইন বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়।

সভায় তথ্য কমিশনের সচিব ও পরিচালকগণ এবং মাঠ পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে সুপারভিশন এন্ড মনিটরিং কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

তথ্য অধিকার আইন নিয়ে এমআরডিআই-তথ্য অধিকার ফোরামের যৌথ উদ্যোগ

এ বছর আর্ন্তজাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস ২০১৮ উপলক্ষ্যে এবং প্রয়াত প্রধান তথ্য কমিশনার রাষ্টদূত মোহাম্মদ ফারুককে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে এমআরডিআই-তথ্য অধিকার ফোরামের যৌথ উদ্যোগে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রধান তথ্য কমিশনার মরতুজা আহমদ এবং স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন তথ্য অধিকার ফোরামের আহ্বায়ক শাহীন আনাম। সভায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) এন এম জিয়াউল আলম,তথ্য কমিশনার নেপাল চন্দ্র সরকার, তথ্য কমিশনার সুরাইয়া বেগম এনডিসি; তথ্য কমিশন সচিব মুহিবুল ইসলামসহ প্রাক্তণ প্রধান তথ্য কমিশনারগণ, তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশন সচিবগণ এবং তথ্য অধিকার ফোরামের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রয়াত প্রধান তথ্য কমিশনার রাষ্টদূত মোহাম্মদ ফারুকের জন্য নিরবতা পালন করা হয়।

আইনটি কার্যকর হবার পর থেকে এটি বাস্তবায়নে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে নানা উদ্যোগ নেয়া হয়েছে । এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে উদ্ভূত প্রতিবন্ধকতা ও সীমাবদ্ধতার বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি আইনের সফল ব্যবহারের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি আইনটির কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে দিক নির্দেশনার নানা সুপারিশও উঠে আসে।

সূত্রঃ'এমআরডিআই' প্রদত্ত তথ্য অনুসরণে সংকলিত।

খ. নিজেরা করি ঃ

তথ্য অধিকার আইন ও তার ব্যবহার সম্পর্কিত প্রতিবেদন-২০১৮

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহিত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ

তথ্য অধিকার আইন গণতান্ত্রিক ধারা বিকাশের একটি অন্যতম আইন। জনগণ সহজেই এ আইন ব্যবহার করে অধিকার আদায় ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারে। নিজেরা করি আরটিআই বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, ধারণা স্বচ্ছকরণ ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও প্রয়োগের মাধ্যমে অধিকার প্রাপ্তির বিষয়ে সহায়তার জন্য কাজ করছে এবং প্রাপ্ত তথ্য প্রয়োগের মাধ্যমে বেশ কিছু ফলাফলও অর্জন সম্ভব হয়েছে।

কর্মপরিধিঃ নিজেরা করি কর্মএলাকাসমূহের ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও রংপুর বিভাগের মোট ১৪টি জেলার ৩১টি উপজেলার ১৪৭টি ইউনিয়নের ১,১৭৩টি গ্রামের ৩১টি উপকেন্দ্রে ভূমিহীন সংগঠনের সদস্য ও অন্যান্য শ্রেনী পেশার মানুষকে আরটিআই বিষয়ে সচেতন, সহযোগিতা গ্রহণ এবং আবেদনে উৎসাহিত করা সম্ভব হয়েছে।

তথ্য প্রতিনিধিঃ নিজেরা করি এবছর তথ্য প্রতিনিধি হালনাগাদ করে তথ্য কমিশন, কর্মরত জেলা-উপজেলা দপ্তরে প্রেরণ করেছে। তথ্য প্রতিনিধিগণ প্রতিনিয়ত তথ্য আইন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, শুভাকাঙ্খী তৈরি, জনমত সৃষ্টি, তথ্য চেয়ে আবেদন, আপীল, অভিযোগ করার কাজে সহায়তা, ফলোআপ ও তথ্য ব্যবহারের পর অর্জনগুলো চিহ্নিত করে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রেরণের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

*** আরটিআই বিষয়ে ধারণা স্বচ্ছ ও সচেতনমূলক কর্মসূচিঃ** সংগঠন পর্যায়ে দলীয় সভা, কমিটি সভা, প্রতিনিধি সভা, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ পুণঃআলোচনা, সম্মেলন, আরটিআই দিবসসহ জাতীয় অন্যান্য দিবসে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি (গান, নাটক, র‍্যালী, পদযাত্রা ইত্যাদি) করা হয়ে থাকে।

কর্মী পর্যায়ে কর্মসূচিঃ উপকেন্দ্র সভা, মাসিক সভা, প্রতিনিধি সভা, বিভাগীয় পরিষদ সভা, নির্বাহী পরিষদ সভা, প্রশিক্ষণ, কর্মশালায় আলোচনা ও করনীয় নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

এ্যাডভোকেসীঃ নারীর অধিকার ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, স্থানীয় উন্নয়ন, মৎসজীবির অধিকার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপন বিষয়ে এ্যাডভোকেসী করা হয়েছে। এ্যাডভোকেসী পরবর্তী সময়ে সকলেই তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে ভূমিহীন সদস্যদের সাথে যুক্ত থেকে সহযোগিতা করেন।

শুভাকাঙ্খী তৈরিঃ এবছর নূতন শুভাকাঙ্খী হয়েছেন মোট ১০জন এবং বিভিন্ন তথ্য চেয়ে আবেদন করেন ৪জন।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপন

২০১৮ কর্ম বছরে ২৮ সেপ্টেম্বর নিজেরা করির ৩১টি উপকেন্দ্রের আওতায় মোট ৩২টি স্থানে "আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস" উদ্‌যাপিত হয়। মাঠ পর্যায়ে দিবস উদযাপনের কর্মসূচী ছিল র‍্যালি, সমাবেশ, আলোচনা সভা, পদযাত্রা, শিশু-কিশোরদের নৃত্য, সংগীত এবং নাটক। অংশগ্রহণকারী সর্বমোট ৬,৮২৬জন। এরমধ্যে নারী ৩,৬৬১জন এবং পুরুষ ৩,১৬৫জন। শুভাকাঙ্খি মোট ৩২জন (সমাজসেবক, শিক্ষক, সাংবাদিক, এনজিও পরিচালক, শিক্ষক সমিতিরি সাধারণ সম্পাদক, ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার, পৌর মেয়র, কাউন্সিলর, আইনজীবি, মুক্তিযোদ্ধা)। সরকারী কর্মকর্তা মোট ৪জন (উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা)। জেলা প্রশাসক আয়োজিত নিজেরা করির পক্ষ থেকে ১নারী ও ১পুরুষ মোট ২জন অংশগ্রহণ করেন। জাতীয় পর্যায়ে দিবস উদযাপনে নিজেরা করির পক্ষ থেকে সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্নকরণ, সাংবাদিক সম্মেলন এবং দিবস উদ্‌যাপনে নারী ৫জন, পুরুষ ১০জন মোট ১৫জনের অংশগ্রহণ ছিল।

অর্জিত ফলাফলঃ জাতীয় পর্যায়ে দিবস উদ্‌যাপনে একদিকে সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহের উপস্থিতি, চিন্তার ঐক্য এবং সমন্বিত হয়ে কাজ করার পরিবেশ তৈরী এবং অন্যদিকে, তথ্য অধিকার আইন প্রচারের মাধ্যমে আরটিআই-এর গুরুত্ব বৃদ্ধিসহ জনমত তৈরী হয়েছে।

দিবস পালনের শিক্ষনীয় দিকসমূহঃ আরটিআই বিষয়ে কাজ করার জন্য মাঠপর্যায়ের শুভাকাঙ্খীদের একাত্বতা ঘোষণা এবং জাতীয় পর্যায়ে দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে বক্তাদের মূল্যবান বক্তব্যে নাগরিকদের অধিকার এর বিষয়গুলো সুনির্দিষ্টভাবে তুলা ধরা হয়েছে যা সত্যিই শিক্ষনীয় বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

২০১৮ কর্ম বছরে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন, আপীল, অভিযোগ এবং তথ্য প্রয়োগের পর যে অর্জন সম্ভব হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

আবেদনের বিষয়	আবেদনের সংখ্যা	তথ্য প্রাপ্তি	প্রাপ্ত তথ্য কাজে লাগিয়ে অর্জনসমূহ	আবেদনের ধরণ
সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি	৩১টি।	২৩টি। তথ্য প্রাপ্তি প্রক্রিয়াধীন ৮টি	বিধবা ভাতা পাচ্ছে ৩জন নারী। ভিজিটি কার্ড পাচ্ছে ৭জন নারী। বয়স্ক ভাতা পাচ্ছে ৫জন নারী ও ২জন পুরুষ। মাতৃত্বকালিন ভাতা পাচ্ছে ১১জন। ভিজিএফ কার্ড মোট ৪১৫ (নারী-৩১৩ ও পুরুষ-১০২) জন। প্রতিবন্ধী ভাতা পাচ্ছে মোট ৬জন (নারী-৩ ও পুরুষ-৩)।	* বিধবা কার্ড প্রাপ্তদের নামে তালিকা ৯টি। * ভিজিডি কার্ড প্রাপ্তদের নামের তালিকা ৭টি। * ইউপি তথ্য সেবাকেন্দ্র থেকে সেবাপ্রাপ্তির ধরণ ১টি। * যুব উন্নয়ন দপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নারী পুরুষের সংখ্যা, নামের তালিকা এবং নীতিমালা ১টি। *মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রাপ্তদের নামের তালিকা ৮টি। *বয়স্ক ভাতা প্রাপ্তদের নামের তালিকা ২টি। *মহিলা অধিদপ্তর আয়োজিত মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক প্রশিক্ষণার্থী বাছাইয়ের নীতিমালা ১টি। *প্রতিবন্ধী ভাতা প্রাপ্তদের নামের তালিকা ১টি। *ভিজিএফ কার্ড প্রাপ্ত নামের তালিকা ১টি।
স্থানীয় উন্নয়ন	১৮টি সদস্যদের আবেদন ১৫টি ও শুভাকাঙ্খীর আবেদন ৩টি।	তথ্য প্রাপ্তি ১২টি। তথ্য প্রাপ্তি প্রক্রিয়াধীন: ৬টি।	ইউপির কর নিরুপণ কমিটিতে ২জন (নারী-১ ও পুরুষ-১) যুক্ত হয়েছে। ২০জন ভূমিহীন সদস্যের ঘর প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়েছে। ১১জন নারী সেলাই প্রশিক্ষণ পেয়েছে। ৪০ দিনের কর্মসৃজন কর্মসূচিতে সংগঠন উদ্যোগ নিয়ে ২জন পুরুষ সদস্যকে যুক্ত করেছে। ল্যাট্রিন পেয়েছে ৬টি পরিবার এবং বিদ্যুৎ পেয়েছে ১০টি পরিবার। ১৮জন পুরুষ রিং স্লাব পেয়েছে।	*ইউএসসি'র সদস্যদের নামের তালিকা ৮টি। *ইউপির বাৎসরিক প্রস্তাবিত ও খাতওয়ারী বরাদ্দকৃত বাজেটের পরিমাণ ৪টি। *ইউপি থেকে আশ্রয়ণ প্রকল্পে ঘর প্রদানকারীদের নামের তালিকা ১টি। *উপজেলায় নির্ধারিত নারী উন্নয়ন প্রশিক্ষণের ধরণ ও ভাতার পরিমাণ ১টি। *ইউপিতে ১% হিসেবে বরাদ্দকৃত টাকা, ব্যয়ের খাত ও খরচের হিসাব ১টি। *৪০দিনের কর্মসৃজন কর্মসূচিতে যুক্ত শ্রমিকদের নামের তালিকা ২টি। *ইউপি তথ্য সেবা কেন্দ্র থেকে সেবা প্রদান বিষয়ক তালিকা ১টি।
শিক্ষা	২টি	তথ্য প্রাপ্তি ২টি	স্কুল পরিচালনা কমিটিতে ৪জন (নারী-২ ও পুরুষ-২) যুক্ত হয়েছে। উপবৃত্তি পাচ্ছে ৩৭৭জন।	*প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়ে উপবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের নামের তালিকা ২টি।

স্বাস্থ্য	৫টি	তথ্য প্রাপ্তি ৪টি এবং তথ্য প্রাপ্তি প্রক্রিয়াধীন ১টি।	ঔষদের তালিকা বোর্ডে টানানো এবং ডাক্তারদের নিয়মিতভাবে দায়িত্ব পালনের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। স্বজনপ্রীতির চর্চা বন্ধ হয়েছে। ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত ২জন সদস্য (নারী-১ ও পুরুষ-১) চিকিৎসার জন্য আবেদন করেছে। মোট ১২০জন (নারী-৬০, পুরুষ-৩০ ও শিশু-৩০) বিনামূল্যে ঔষধ আদায় করেছে। কমিউনিটি ক্লিনিক ব্যবস্থাপনা কমিটিতে যুক্ত হয়েছে ২জন নারী।	*কমিউনিটি ক্লিনিকের মাসিক বরাদ্দ ঔষধের তালিকা, বিতরণ এবং অবশিষ্ট ঔষদের পরিমাণ ২টি। *কমিউনিটি ক্লিনিক পরিচালনার দৈনিক সময়সূচি ১টি। *কমিউনিটি ক্লিনিকের উপসহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, এফডব্লিউ-এর কর্মীর ক্লিনিকের দায়িত্ব পালনের সময়সূচি ১টি। *উপজেলা সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত স্বাস্থ্যসেবামূলক কর্মসূচির নীতিমালা ১টি।
নারীর অধিকার	৫১টি। আপীল ২টি। অভিযোগ ১টি। অভিযোগ নিস্পত্তি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	তথ্যপ্রাপ্তি ৩৬টি। আবেদনে ৩৫টি। আপীলে ১টি। তথ্য প্রাপ্তি প্রক্রিয়াধীন ১৩টি। তথ্য পায়নি ২টি।	২০১৮ কর্ম বছরে নারী নির্যাতন ও যৌন হয়রানী রোধ কল্পে ভূমিহীন সংগঠন ৪৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ গ্রহণ কমিটি গঠনের তথ্য চেয়ে আবেদন করে তথ্য পায়। আবেদনকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১টিতেও কমিটি গঠন করা হয়নি। ভূমিহীন সংগঠনের সদস্যরা এর কারণ জানতে চাইলে কর্তৃপক্ষ জানান যে, বিষয়টি সম্পর্কে তারা অবগত নন। ভূমিহীন সংগঠন উদ্যোগ নিয়ে ৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ গ্রহণ কমিটি গঠন, ১টি বাল্যবিয়ে বন্ধ এবং ২জনের ২লাখ ১০হাজার টাকা দেনমোহর আদায় করেছে।	*উপজেলা, ইউনিয়নের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভিযোগ গ্রহণ কমিটি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম এবং তালিকা ১টি। *উপজেলা মহিলা অধিদপ্তর কর্তৃক গঠিত নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের নাম ও তালিকা ১টি। *মাধ্যমিক, কলেজ, টেকনিক্যাল কলেজসমূহে গঠনকৃত অভিযোগ গ্রহণ কমিটির সদস্যদের পদবীসহ নামের তালিকা ৪৯টি।
কৃষকের অধিকার	২টি	তথ্য প্রাপ্তি ১টি ও প্রক্রিয়াধীন ১টি।	কৃষি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ৭জন(নারী-২ ও পুরুষ-৫)। কৃষি দিবস উদ্‌যাপন করে মোট ৪০জন (নারী১০ ও পুরুষ৩০)। পশু-পাখী, হাঁস-মুরগী, বৃক্ষ রোপণ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে ১২০জন (নারী-৩০ ও পুরুষ-৯০)।	*কৃষকের উন্নয়নের জন্য সরকারি অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ, প্রশিক্ষণের ধরণ, ও অর্থ বরাদ্দ ও পাবার নিয়মাবলী ১টি। *ইরি মৌসুমে দরিদ্র কৃষকের জন্য বরাদ্দকৃত বীজের ধরণ ও পরিমাণ ১টি।
খাসজমি ও জলাশয়	১৪টি	তথ্যপ্রাপ্তি ১০টি। তথ্য প্রাপ্তি প্রক্রিয়াধীন ৪টি।	ভূমিহীন সদস্যরা উচ্ছেদ প্রতিরোধ করে জমিতে বসবাসকৃত ৫০টি পরিবারের অবস্থান নিশ্চিত করে। মরাভদ্রা নদীটি জেলা মৎসজীবী লীগের নামে সাইনবোর্ড টানিয়ে দিয়ে একটি প্রভাবশালী মহল প্রচার করে যে তারা মরাভদ্রা নদীটি লিজ নিয়েছে। ভূমিহীন সংগঠন তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করে জানতে পারে যে নদীটি লিজ দেওয়া হয়নি। তারা জমিটি উন্মুক্ত করে। ফলে ২২টি গ্রামের ৩,০০০টি পরিবার মাছ ধরা, পানির ব্যবহার, কৃষি উৎপাদন ইত্যাদিতে নিজেদের অধিকার নিশ্চিত করে। খাস জমি পাবার জন্য আবেদনের প্রস্তুতি নিয়েছে মোট ৪জন (নারী-২ ও পুরুষ-২)। ১৪টি পরিবারের মোট ২৮জন (নারী-১৪ ও পুরুষ-১৪) ১.৫৭ একর জমি প্রাপ্তির আবেদন করেছে।	*ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড ভিত্তিক মৌজা ওয়ারী দাগ নম্বরসহ মোট খাসজমির পরিমাণ, বন্দোবস্তকৃত, বন্দোবস্তযোগ্য ও উন্মুক্ত খাসজমির পরিমাণ ১৩টি। *ধুপের খাল ইজারা প্রদানের অর্থের পরিমাণ ১টি।
নাগরিক অধিকার	৪টি। সদস্যদের আবেদন ৩টি, শুভাকাঙ্খীর আবেদন ১টি।	তথ্য প্রাপ্তি ৩টি। তথ্য প্রাপ্তি প্রক্রিয়াধীন ১টি।	১০জন সদস্য নীতিমালার কপি নিয়ে তথ্য আইন বিষয়ে সচেতন করার জন্য প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। ২জন গ্রাম আদালতে মামলা করার উদ্যোগ নিয়েছে।	*পল্লী বিদ্যুৎ বিল গ্রহণের সময়সূচি, ৫০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণের ষ্ট্যাম্প বাবদ খরচ, ব্যাংকে হিসাব খোলার সময়সূচি, প্রথম অর্থ জমা দানের পরিমাণ ১টি। *উপজেলা মহিলা অধিদপ্তর কর্তৃক তৈরি নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের নামের তালিকা ১টি। *গ্রাম আদালতে মামলা দায়ের, নিস্পত্তি ও ক্ষতিপূরণ আদায়ের সংখ্যা ১টি। ইউনিয়ন গ্রাম আদালতে চলমান কার্যক্রমের বিবরণ ১টি।
মৎসজীবীদের অধিকার	১টি	তথ্য প্রাপ্তি ১টি	ভূমিহীন সংগঠনের সদস্যরা ১০০কেজি বাটা ও ৫০কেজি সিলভারকার্প মাছের পোনা ফ্রি পেয়ে সংগঠনের তত্বাবধানে ৩টি বরাদ্দকৃত পুকুরে যৌথভাবে চাষ করেছে।	উপজেলায় আনীত মাছের পোনার পরিমাণ, পোনা বিতরণের পরিমাণ, পোনা প্রাপ্তদের নামের তালিকা ১টি।
কৃষি ও পরিবেশ সুরক্ষা	১টি	তথ্য প্রাপ্তি প্রক্রিয়াধীন ১টি	তথ্য প্রাপ্তি প্রক্রিয়াধীন	কৃষি ভূমিতে ইটের ভাটা তৈরির অনুমতি প্রদানের ছাড়পত্রের কপি, ইটের ভাটা তৈরির মালিকের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা ১টি।

- সর্বমোট আবেদন- ১২৯টি (সদস্যের আবেদন ১২৫টি ও শুভাকাঙ্খীর আবেদন-৪টি); তথ্য প্রাপ্তি- ৯২টি; তথ্য প্রাপ্তি প্রক্রিয়াধীন- ৩৫টি; আবেদনে তথ্য পায়নি-২টি; আপীল হয়েছে-২টি; আপীলে তথ্য পেয়েছে-১টি; আপীলে তথ্য না পেয়ে অভিযোগ দায়ের হয়েছে-১টি; আবেদনকারী- ১২৯জন (নারী-৭১ ও পুরুষ ৫৮)।

তথ্য অধিকার আইন ও অন্যান্য অভিজ্ঞতা

তথ্য অধিকার আইন গণতান্ত্রিক ধারা বিকাশের জন্য একটি অন্যতম আইন যা জনগণ খুব সহজে প্রয়োগে যেতে পারে। জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট এ আইন বিষয়ে সকল নাগরিকের স্বচ্ছ ধারণা অর্জনের জন্য প্রচারের ব্যবস্থা অপ্রতুল, বিধায় এ মহৎ উদ্যোগ পূর্ণতা পাচ্ছে না। এবিষয়ে করনীয় নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

তথ্য কমিশনের ভুমিকা ও সহায়তা

তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে বেশী মানুষকে অবগতকরণের জন্য তথ্য কমিশনের প্রশংসিত উদ্যোগ রয়েছে। ২০১৮ কর্ম বছরে বাংলাদেশের গ্রাম পর্যায়ে কর্মরত এনজিওদের জন্য তথ্য অধিকার আইন প্রচার ও প্রয়োগে উৎসাহিতকরণে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে যুক্ত করার উদ্যোগ ছিল। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো সংশ্লিষ্ট এনজিওদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করায় এনজিওসমূহের কাজে আরটিআই কার্যক্রম যুক্ত করায় পরিধি বেড়েছে।

সমস্যা

২০১৮ কর্ম বছরে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্তির হার বেশী ছিল কিন্তু প্রাপ্ত তথ্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে অসহযোগিতা ও হয়রানী কমেনি। এ বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

আরটিআই কার্যকরকরণে প্রস্তাবনাসমূহ

* তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে তথ্য কমিশন, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, এনজিও, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, মানবাধিকার কমিশন, আরটিআই ফোরাম, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদের সম্মিলিত কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করা প্রয়োজন।
* দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য আরটিআই বিষয়ক ব্রেইল পদ্ধতির বই সরবরাহ করা প্রয়োজন।

গ) টিআইবি ঃ

তথ্য কমিশনের সাথে টিআইবি'র সমঝোতা স্মারকের আওতায় কার্যক্রম: তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন ও এ সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তথ্য কমিশন ও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য কার্যক্রম বাস্তবায়নকল্পে ১১ অক্টোবর ২০১৭ এ এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এ সমঝোতা স্মারকের আওতায় বেশকিছু কার্যক্রমের পরিকল্পনা গৃহিত হয়। এরই অংশ হিসেবে ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক দিনব্যাপি একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহণকারী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্, রেডক্রিসেন্ট বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ স্কাউটসের ৪৮ জন তরুণ সদস্য। এতে টিআইবি ও তথ্য কমিশনের কর্মকর্তাগণ তথ্য অধিকার আইনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান তথ্য কমিশনার মহোদয়।

তথ্য কমিশনের আয়োজনে অংশগ্রহণ: ৩০ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস ২০১৮ উদ্যাপন উপলক্ষে তথ্য কমিশন কর্তৃক আয়োজিত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভায় টিআইবি অংশগ্রহণ করেছে। এছাড়া, তথ্য কমিশন আয়োজিত তথ্য মেলায় টিআইবি'র একটি স্টল থেকে তথ্য অধিকার বিষয়ক নানা রকম তথ্য ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়।

তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার ও স্টাডি সার্কেল: টিআইবি, সনাক ইয়েস গ্রুপসমূহের উদ্যোগে ৪৫ টি সনাক অঞ্চলে ও জাতীয় পর্যায়ে ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক কর্মশালা, সেমিনার ও স্টাডি সার্কেলের আয়োজন করা হয়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ: তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে ৩২টি আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয় যেখানে ১৪৮৬ জন অংশগ্রহণ করেন। এ সকল প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তথ্য প্রদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ, সাংবাদিক ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নাম ফলক স্থাপন : জানুয়ারি - ডিসেম্বর, ২০১৮ সময়কালে ১২৬৩ জন তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নামফলক দৃশ্যমান করতে টিআইবি প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করেছে।

তথ্যমেলা: জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০১৮ সময়কালে টিআইবি সারা দেশে (ঢাকার বাইরে) ৩০টি তথ্য মেলার আয়োজন করে যেখানে ৯৮৪টি সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। ১০০৫৯ জন ব্যক্তিকে নিয়ম অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ফরম পূরণ করা শেখানো হয়। উক্ত সময়কালে টিআইবি'র অনুপ্রেরণায় গঠিত সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) ও ইয়ুথ এনগেজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট (ইয়েস) গ্রুপের সহযোগিতায় তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করেন ৩৪৬৭ জন এবং ২৮৩৫ জন তথ্য পেয়েছেন।

আলোচনা সভা, র‍্যালি ও মানববন্ধন: জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসনসহ স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ আয়োজনে তথ্য অধিকার বিষয়ে ৮৮ আলোচনার সভার আয়োজন করা হয়েছে, র‍্যালি ও মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়েছে ৫৬টি।

এছাড়া দিবস উদ্যাপন উপলক্ষে ঢাকায় ২৬ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি প্রাঙ্গনে এক মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়।

তথ্য ও পরামর্শ বিতরণ কার্যক্রম: ৪৫টি সনাক অঞ্চলে ইয়েস ও ইয়েস ফ্রেন্ডস সদস্যবৃন্দ ৩২৮টি তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক পরিচালনা করেছে । এছাড়া ঢাকায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ২টি তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক পরিচালনা করা হয় যেখানে প্রায় দুই হাজার মানুষকে তথ্য সরবরাহ ও ভাঁজপত্র বিতরণ করা হয়।

শিক্ষা ও যোগাযোগ উপকরণ প্রকাশ: তথ্যের অধিকার, সুশাসনের হাতিয়ার: তথ্যই শক্তি, দুর্নীতি থেকে মুক্তি' শোগানকে প্রতিপাদ্য করে ৫০ হাজার ভাঁজপত্র প্রকাশ করা হয়। এছাড়া আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উপলক্ষে উলিখিত প্রতিপাদ্যে একটি ধারনাপত্র ও ২৩ হাজার স্টিকার তৈরি করে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিতরণ করা হয়। উলেখ্য তথ্য অধিকার বিষয়ে টিআইবি'র ৪৫টি কর্মএলাকায় লিফলেট/তথ্যপত্র বিতরণ করা হয়েছে ৯৭০৫৮টি।

এ বছর এশিয়া প্যাসিফিকের ১১টি দেশের তথ্য অধিকার পরিস্থিতির অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে "RIGHT TO INFORMATION IN ASIA PACIFIC" শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশ করে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, এতে বাংলাদেশ বিষয়ক অধ্যায়টি প্রণয়নে টিআইবি সহায়তা করেছে।

সেইসাথে সামাজিক মাধ্যমে নানারকম প্রচারনা কার্যক্রম পরিচালিত হয় আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উপলক্ষে।

ইয়েস কার্যক্রম: ঢাকাসহ সকল সনাক এলাকায় টিআইবি'র অনুপ্রেরণায় গঠিত সারাদেশে ৬১টি ইয়েস দলে বছরব্যাপি নানা কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর কার্যকর বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ বছর দিবস উদ্যাপনের অংশ হিসেবে ঢাকায় বিভিন্ন ইয়েস দল নিজস্ব ক্যাম্পাস ও টিএসসি চত্বরে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন পরিচালনা করে। স্টিকার বিতরণ, তথ্য প্রাপ্তির নিয়ম সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করণ, ক্যুইজ প্রতিযোগিতা, তথ্য অীধকার আইন বিষয়ক ওরিয়েন্টশন ইত্যাদি কার্যক্রম এর অন্তর্ভূক্ত।

অন্যান্য: তথ্য মেলা উপলক্ষে বিভিন্ন সনাক এলাকায় তথ্য অধিকার আইন এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার সম্পর্কিত টিভিসি এবং ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা

হয় এছাড়া টিআইবি'র উদ্যোগে তথ্য অধিকার বিষয়ে ১২৩টি ক্যাম্পেইন এর আয়োজন করা হয়।

ঘ) Research Initiatives Bangladesh (RIB's)

Research Initiatives Bangladesh (RIB's) activities in the year 2018 towards creating awareness on RTI law:

(1) RTI status for 2018

Location	No. of RTI	Reply received	Appeal	Complaint	Nature of Issue in RTI applications
Nilphamari Rangpur	704	415	150 Pending	18	On social safety-net program, services from Union and upazila parishad, one house one farm, organization registration process, various training program for youth development, info on women affairs, child marriages and dowry, water testing to determine level of arsenic, recovery of cremation ground, prevention of narcotics and liquor business, environment, fisheries and livestock, drainage construction, electricity connection etc.

(2) Participation at Information fair organized by Information Commission

In the year 2018 on 30th September RIB participated in the Annual Information fair organized by the Information Commission. In the said fair RIB was allotted a display corner where the work and various publication of RIB were displayed.

(3) Poster publication on RTI

RIB is currently implementing a project on governance supported by EU where RTI is one of the components among few others. Under the said project, during month of September'2017 total 4000 posters on RTI and its related theme was printed and disseminated to the large number of publics as well as few copies have been given to government offices at various Upazilas of Rangpur and Nilphamari districts.

(4) Road Show on RTI as part of RTI day observance

A road show on RTI was organized by RIB under its current project in the month of September in Rangpur and Nilphamari District. That while covering upazilas in these two project districts participants at the road show was able to spread message and awareness on RTI as well as discussed on the process of filling RTI to concerned authority. Through this attempt more than 800 people from all these covered Upazilas were able to receive messages and learn about RTI. This was regarded by

most people as one of the effective mechanism for spreading awareness on RTI law.

Road Show on RTI

(5) Local Information Fair

During the month of September two information fairs were organized one in Taragonj of Rangpur district and another in Saidpur of Nilphamari district. The number of visitors visited these information fairs were more than 400. Through information fairs, people from all walks of life came to learn about RTI law including those who are not involved in any manner under the current project implemented by RIB in these two districts. Through these annual information fairs it was possible to disseminate knowledge on RTI law and motivate people for greater use of the law to increase demand.

(6) RTI Resource Centre

RIB has established two RTI Resource Centre in the fields of North zone and one person has been assigned namely Advocacy and Information Officer (AIO) in each resource centre to answer queries on development initiatives, social service as provided by government and any other information which needs to be given including assisting in filling RTI application. These AIOs are also entrusted with responsibilities to make frequent field visits to remote areas of two districts to disseminate information as well as to answer in case of other queries that come forth. Mostly the work of AIO supervising RTI resource centre is that he/she is responsible to providing information to those who seek information either by coming over to Resource centre or whenever he/she make field visit then during group discussion whenever a query comes up then AIO provide information on that. Besides the work of AIO at resource centre include making people aware about RTI law and helping

them in filling up RTI form, appeal and complaint and keeping records of it. That resource centre has been prepared in a way to display some good number of information on service related matters from government to the general public.

(7) Monthly publication on use and status of RTI in the Daily Star newspaper.

RTI team at RIB regularly writes a column on RTI which is published in The Daily Star newspaper on 15th of every month. In the year 2018, twelve monthly articles on various important issues encompassing RTI were published. Copies of above articles published in 2018 are available at RIB's website:**www.rib-rtibangladesh.org**.

(8) RIB recently took up a project to enhance demand for RTI in general public. Through this project RIB is hopeful of creating more demand and motivates a large number of people towards use of RTI Act. A particular attention is put to create these demand at all regional tiers from community to district level. This project is supported by World Bank and implemented in 4 districts of Bangladesh.

Orientation meeting with prospective RTI users in Naogaon District

৬) দি কার্টার সেন্টার ঃ

Information Commission, Bangladesh and The Carter Center – 2018 in Review

Over the course of 2018, The Carter Center continued to work closely with the Information Commission, Bangladesh, under it's *Advancing Women's Right of Access to Information* Program in Bangladesh. This included the development of awareness raising materials surrounding International Right to Know Day in September, Right to Information (RTI) Intensive Trainings for government officials in Dhaka, and work with partners organizations in Dhaka, Khagrachari and Sylhet.

International Right to Know Day

In September, the Center supported the printing and dissemination throughout Bangladesh of 50,000 posters celebrating the right to information. Distributed throughout the country at the upazila level, half of these posters spoke generally to the importance of

the right to information, while half were focused specifically on the importance of the right to women in Bangladesh. Those posters included the tagline “Inform Women, Transform Lives”, a reflection of that fact that when women are able and empowered to make informed decisions, they can transform their lives and the lives of their families in incredible ways.

Working closely with the Information Commission (IC) throughout the design phase, the Center additionally supported the creation of a 60 second TV spot. The TV spot tells the story of a young girl, who wonders why women in her village are not receiving benefits they are eligible for. Having learned about the right to information, she files an information request, and receives confirmation that four women in her village are eligible to receive allowances. The spot reiterates that citizens have the right to information, and that it can be used to better their lives. The TV spot was introduced as part of the International Right to Know Day celebration on September 30 by the Minister of Information, Mr. Hasanul Haq Inu to those gathered for the event at the National Press Club. Working in coordination with the Information Commission, the Ministry of Information will additionally disseminate the spot across state TV and radio channels, via social media and government websites, and in trainings led by the government and the Center moving forward.

In Khagrachari and Sylhet, the Center’s partners organized rallies and discussion events in multiple upazilas. These discussion events included members of local civil society, local government officials, journalists, police and security officials, teachers and others, and celebrated the right to information as well as identified ways in which information can be made more easily available to citizens, especially women. Conversations also included a specific gender focus, including discussions about the unique obstacles women face in exercising their right of access to information.

RTI Intensive Training for Government Officials

In coordination with the Cabinet Division and the Information Commission, the Center organized a two-day intensive training in Dhaka on RTI and RTI for women in November, 2018. The two-day training focused on traditional and digital records management, proactive disclosure, gender sensitization and ways to improve women's access to information. In total, 39 participants completed the certificate program. The Information Commission provided a facilitator for parts of the training, who presented on laws governing records management as well as practical problems and solutions related to proactive disclosure regimes. According to pre- and post-training surveys, participants expressed the greatest interest in learning about records management practices and the gender sensitization portions. They also indicated significant improvement in their understanding of proactive disclosure requirements and procedures. The Center intends to replicate the RTI Intensive Training in Khagrachari and Sylhet in the future, using the training materials provided by the Information Commission, among others.

Tottho Bondhus and Changemakers

In Dhaka, Khagrachari and Sylhet, the center has employed female information liaisons, or "Tottho Bondhus", who work in close coordination with our partner NGOs (Trinamul Unnayan Sangstha, or TUS, in Khagrachari and Institute of Development Affairs, or IDEA, in Sylhet) and directly with women in the project communities to assist women in accessing information, as well as sharing proactively disclosed information with women and groups in the community. This assistance may include drafting a request, providing guidance on doing so, accompanying women to government offices, or other means. Anecdotal evidence from women beneficiaries indicates that the more women exercise their right to information, the more comfortable and confident they are in doing so.

In Dhaka, the Center's partner organization Management and Resources Development Initiative (MRDI) has developed a similar program activity. Having identified local women from slum areas and trained them on the right of access to information, they Changemakers work in their local slum communities to raise awareness among women about their right to information, assist in filing information requests, and sharing proactively disclosed information via door-to-door campaigns. In 2018, the Center's Tottho Bondhus and MRDI's Changemakers have assisted women to file over 100 information requests to various authorities in Dhaka, Khagrachari and Sylhet.

Other Support

Throughout 2018, the Information Commission, Bangladesh generously participated and provided expertise to various activities under the Center's current programming. This includes serving as Chief Guests, Guests of Honor, and as facilitators during various awareness raising and capacity development activities.

RTI application in TCC working area
Year 2018-2019

Working area	RTI Application	Information Received	Remarks
Sylhet	20	13	
Khagrachari	49	28	
Dhaka	55	15	
Total	**124**	**56**	

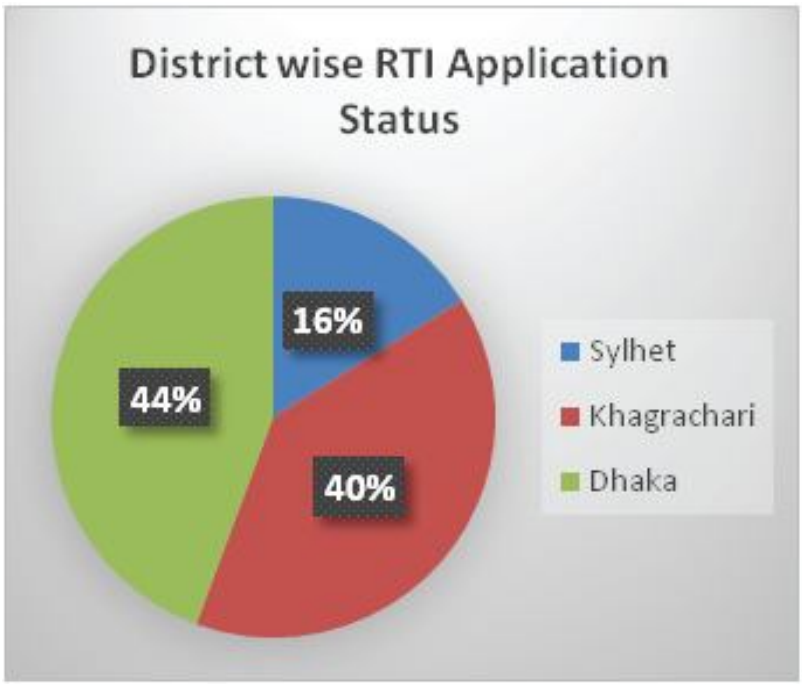

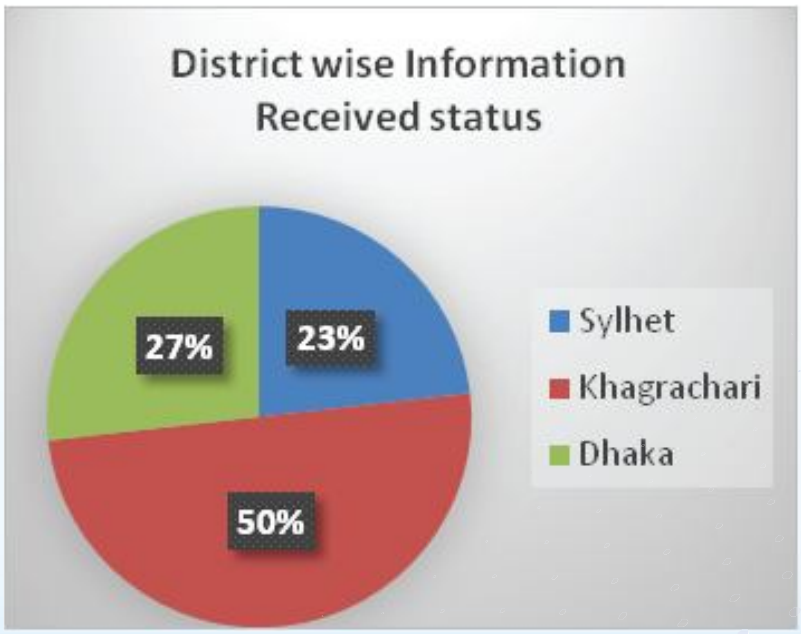

চ) এফএনএফ

Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF Bangladesh) activities on the Right to Information (RTI) in 2018:

We conducted three activities on RTI with our partner organizations in 2018.

1. 2018-09-11_Community Dialogue on RTI at Charfasson, Bhola

'Development of life and livelihood of the marginalized people through access to information' was the theme of the community dialogue on the Right to Information Act at Charfasson, Bhola. The dialogue was organized by Community Radio Meghna রেডিও মেঘনা 99.0 fm, in partnership with Bangladesh NGOs Network for Radio & Communication - BNNRC and Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF Bangladesh).The dialogue was moderated by the local community leaders, along with four panel members from the same community. They shared the objectives of the dialogue, gave a short brief on the "Right to Information Act – 2009", and followed by narrating the theme of the dialogue and discussions.Around 50 participants representing from government line departments, local government, public representatives, NGOs, CBOs, teachers, pleaders, journalists, media activists, cultural activist and community radio broadcasters participated in the dialogue and shared their practical experiences and queries on 'Right To Information Act 2009'.
Facebook post link with photos:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=489288388148504&id=128655917545088

2. 2018-09-26_RTI Workshop at Dhaka University

"Upholding Right to Information Act: Youth's view" was the title of the hands-on workshop held at the University of Dhaka on the Right to Information Act 2009.
Organized by Dnet with the support from House of Volunteers, Dhaka University (HoV,DU) and Dhaka University Marketing Club - dumarc, this half a day workshop was targeted towards young students to provide them a thorough understanding of the RTI Act in Bangladesh. More than 200 young students actively participated in this workshop.
RTI practitioners and activists from organizations such as RTI, BD and Mrdi Bd took sessions on how to request for information both manually and digitally, things to do if the information provided is not satisfactory, and common mistakes made during filing the request form.

Facebook post link with photos:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=527622234315119&id=128655917545088

3. 2018-11-05_Community Dialogue on RTI at Chapainawabganj, Rajshahi

'Development of life and livelihood of the marginalized people through access to information' was the theme of the community dialogue on the Right to Information at Chapainawabganj, Rajshahi. The dialogue was organized by Community Radio Mahananda

98.8 FM রেডিও মহাননদা ৯৮.৮ এফএম, in partnership with Bangladesh NGOs Network for Radio & Communication - BNNRC and Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF Bangladesh).

The dialogue was moderated by the local community leaders, along with four panel members from the same community. The panel team was chaired by the newly appointed Chief Information Commissioner of Information Commission Bangladesh (RTI, BD) Mr. Martuza Ahmed. They shared the objectives of the dialogue, gave a short brief on the "Right to Information Act – 2009", and followed by narrating the theme of the dialogue anddiscussions.Around 100 participants representing from government line departments, local government, public representatives, NGOs, CBOs, teachers, pleaders, journalists, media activists, cultural activist and community radio broadcasters participated in the dialogue and shared their practical experiences and queries on 'Right To Information Act 2009'.

Facebook post link with photos:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=533674113709931&id=128655917545088

ছ) ব্র্যাক

ব্র্যাক

ব্র্যাক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিশ্বের ১ নম্বর উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে স্বীকৃত এবং সর্ববৃহৎ বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। সরকারের সহযোগী শক্তি হিসেবে ব্র্যাক বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনে ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সুনামের সঙ্গে কাজ করে আসছে। ব্র্যাক শুরু থেকেই তথ্য অধিকার ফোরামের সক্রিয় সদস্য হিসেবে দীর্ঘদিন ধরেই তথ্য অধিকার আইনের সমর্থক হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

ব্র্যাক তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য প্রদানসহ জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, এনজিও, অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যমের (প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক) সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে আরো কার্যকর ও নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য একটি স্বতন্ত্র ইউনিট গঠন করে যা Partnership Strengthening Unit (PSU) নামে পরিচিত। ২০১১ সাল থেকে দেশের ৬৪টি জেলায় এই ইউনিটের অধীন কর্মরত District BRAC Representative (DBR)-গণ তথ্য অধিকার আইন অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাছাড়া ব্র্যাক ৪৯১টি উপজেলায় তথ্য অধিকার আইন অনুসারে উপজেলা পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিযুক্ত করেছে। জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ উপজেলা পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদেরকে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর উপর নিয়মিত ওরিয়েন্টেশন প্রদান করছেন। তাছাড়া জেলা পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ সফলতার সঙ্গে অনলাইনে তথ্য অধিকার আইনের উপর কোর্স সমাপ্ত করে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করেছেন। উল্লেখ্য যে, পার্টনারশিপ স্ট্রেনদেনিং ইউনিটের প্রধান ব্র্যাক প্রধান কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করছেন এবং ব্র্যাকের পক্ষে জনাব কাজী আবু মোহাম্মাদ মোর্শেদ, পরিচালক, অ্যাডভোকেসি ফর সোশ্যালচেঞ্জ, টেকনোলজি অ্যান্ড পার্টনারশিপ স্ট্রেনদেনিং ইউনিট সকল জেলা ও প্রধান কার্যালয়ের আপীল কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ব্র্যাক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত কল্পেতার কার্যক্রমের হালনাগাদ বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত নিজস্ব ওয়েবসাইটে স্বপ্রণোদিত ভাবে সার্বক্ষণিক উপস্থাপন করছে। ফলে যেকেউ তাঁদের চাহিদামত সেখান থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করছে। ফলশ্রুতিতে ব্র্যাকের কাছে আবেদনের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের ধারা ধীরে ধীরে কমে আসছে। ২০১৮ সালে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় ১জন ব্যক্তি ব্র্যাকের নিকট আবেদন করলে তারকাছে আবেদনকৃত তথ্য সরবরাহ করা হয়।

ব্র্যাকের সামাজিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচি (সিইপি) তৃণমূল জনগণের মধ্যে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে সচেতনতা ও এর ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের ক্ষমতায়ন ও স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখার উদ্দেশ্য নিয়ে "Creating

Awareness on RTI Law for Community Empowerment" (CARE) প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। বর্তমানে গণনাটক ও কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে তথ্য অধিকার বিষয়ক সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সর্বোপরি তথ্য অধিকার আইন ও এর সুফল তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের নিকট পৌঁছানোর লক্ষ্যে ব্র্যাক তথ্য কমিশনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় র‍্যালি, আলোচনাসভা এবং মেলায় অংশগ্রহণ করে।

জ) বিএনএনআরসি ঃ

ভোলার চরফ্যাশনে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক কমিউনিটি সংলাপ অনুষ্ঠিত

তথ্যে প্রবেশাধিকারের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকা উন্নয়নের লক্ষ্যে ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ভোলার চরফ্যাশনে উপজেলা পরিষদ হল রুমে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক কমিউনিটি সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ জয়নাল আবেদীন। তিনি বলেন, তথ্য জানা জনগণের মৌলিক অধিকার, তাই কর্মকর্তারা জনগণকে তথ্য দিতে বাধ্য থাকবেন। যাতে করে জনসাধারণের মধ্যে তথ্যে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ মনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে এই সংলাপে আরো উপস্থিত ছিলেন, জেলা তথ্য কর্মকর্তা মোঃ আহসান কবীর, পৌর মেয়র বাদল কৃষ্ণ দেবনাথ, পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ কাইসার আলম, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মনোতোষ সিকদার, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা, সাংবাদিক, দলিত কমিউনিটি এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মোট ৭৪ জন প্রতিনিধি।

আয়োজিত সংলাপে তথ্য পেতে হয়রানী, দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান কমিয়ে আনাসহ অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন, জেলা তথ্য কর্মকর্তা এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা।

জেলা তথ্য কর্মকর্তা বলেন, "সপ্তাহে দু'দিন (রবিবার এবং বৃহস্পতিবার) আমি তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে আলোচনা করে থাকি। আপনাদের যদি এ সম্পর্কে কোনো কিছু জানার থাকে তাহলে সরাসরি আমার দপ্তরে যোগাযোগ করতে পারেন।" এছাড়াও জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিতে পরবর্তীতে কোস্ট ট্রাস্ট এবং বিএনএনআরসি'র সহযোগিতায় বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন করার কথাও বলেন তিনি।

তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক এই কমিউনিটি সংলাপের ফলে জনগণের মধ্যে তথ্যে অবাধ প্রবাহ এবং স্বতঃফূর্ত ভাবে তথ্যের আদান প্রদানে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে বলে জানান অংশগ্রহণকারীরা। অনুষ্ঠানিটর সঞ্চালনায় ছিলেন কোস্ট ট্রাস্ট চরফ্যাশন ভোলার আঞ্চলিক টিম লিডার রাশিদা বেগমের। আয়োজনে রেডিও মেঘনা। এতে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে বাংলাদেশ এনজিওস নেটওয়ার্ক ফর রেডিও এন্ড কমিউনিকেশন (বিএনএনআরসি) এবং আর্থিক সহযোগিতায় ফ্রিডরিখ ন্যওম্যান ফাউন্ডেশন ফর ফ্রিডম।

চাঁপাইনবাবগঞ্জে তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ বিষয়ক কমিউনিটি সংলাপ অনুষ্ঠিত
তথ্য অধিকার জনগণের ক্ষমতায়নের অন্যতম হাতিয়ার- প্রধান তথ্য কমিশনার মরতুজা আহমদ

তথ্য অধিকার জনগণের ক্ষমতায়নের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। তাই জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্যে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা আবশ্যক। জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা হলে সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি ও বিদেশী অর্থায়নে পরিচালিত বেসরকারি সংস্কার বিভিন্ন কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে, দুর্নীতি হ্রাস পাবে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। গত ৫ই নভেম্বর ২০১৮, সোমবার "কমিউনিটি রেডিও: তথ্যে প্রবেশাধিকারের মাধ্যমে তৃণমূল মানুষের জীবন ও জীবিকা উন্নয়ন" সংলাপে প্রধান তথ্য কমিশনার মরতুজা আহমদ প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

স্থানীয় একটি হোটেলে বাংলাদেশ এনজিওস নেটওয়ার্ক ফর রেডিও এন্ড কমিউনেশন এবং ফ্রিডরিখ ন্যাউম্যান ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের যৌথ সহযোগিতায় এবং রেডিও মহানন্দার আয়োজনে প্রয়াস মানবিক উন্নয়ন সোসাইটির সভাপতি অধ্যক্ষ মো. আনোয়ারুল ইসলামের সভাপতিত্বে এ সংলাপে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, জেলা প্রশাসক এ জেড এম নূরুল হক, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. আলমগীর হোসেন, অধ্যক্ষ (অব.) সুলতানা রাজিয়া প্রমুখ।

সংলাপে প্রধান তথ্য কমিশনার বলেন, তথ্য অধিকার আইন দেশের জনগণের জন্য একটি অন্যন্য আইন। আমরা জানি, দেশে হাজারো আইন রয়েছে। যেগুলো সাধারণত কতৃপক্ষ জনগণের উপর প্রয়োগ করেন। কিন্তু এটিই একমাত্র আইন যেটি সাধারণ জনগণ কর্তৃপক্ষের উপর প্রয়োগ করতে পারে। কর্তৃপক্ষের কাছে জবাবদিহিতা করতে পারে। আর জবাবদিহিতা সৃষ্টি হলে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে উন্নয়নের পথ আরও সহজতর হয়।

তিনি আরও বলেন, একটি নাগরিকের জানা উচিত তার জন্য দেশ কি বরাদ্দ রেখেছে। কোন কোন ধরনের সুযোগ-সুবিধা একজন নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের কাছ থেকে প্রত্যেকে পাবে। এসব সুযোগ-সুবিধা না পেলে কি করণীয়, এর সবগুলোই তথ্য অধিকার আইনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। বিশেষ করে যারা সুবিধা বঞ্চিত, প্রতিবন্ধী, খেটেখাওয়া, অসহায়, দরিদ্র, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী রয়েছে তাদের উন্নয়নের মূল স্রোত ধারায় আনতে এই আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। তাই এই আইনের মাধ্যমে সমাজের সেইসব জনগোষ্ঠী তাদের নায্য অধিকার পেতে পারে।

তিনি জানান, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী প্রত্যেক সরকারি প্রতিষ্ঠানে ১জন করে তথ্য কর্মকর্তা থাকবে এবং সেই কর্মকর্তা নাগরিকদের সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের তথ্য দিতে বাধ্য থাকবে। তথ্য না দিলে আপিল কর্মকর্তাকে অবহিত করে সঠিক তথ্য জানতে পারবে। তবে আমাদের দেশের বেশিরভাগই নাগরিক স্বল্পশিক্ষিত হওয়ায় তারা জানে না, কিভাবে তারা সঠিক তথ্যটি পাবে। সেক্ষেত্রে জেলার কমিউনিটি রেডিও রেডিও মহানন্দা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তারা জেলার সাধারণ নাগরিকদের নিকট তথ্য পাওয়ার সঠিক তথ্যগুলো সম্প্রচার করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তাছাড়াও নাটক, সংলাপ, আলকাপ, গম্ভীরা ইত্যাদির মাধ্যমেও এই তথ্যগুলো তারা নাগরিকদের নিকট পৌঁছে দিতে পারে।

জেলা প্রশাসক এ জেড এম নূরুল হক বলেন-জেলা প্রশাসন সংক্রান্ত যেকোনো তথ্যই জেলা প্রশাসনের ওয়েবসাইটে দেয়া হচ্ছে। যারা তথ্য জানতে চান তারা সবাই একটু সচেতন হলেই সহজেই সেব তথ্য পাবেন। তিনি আরও বলেন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় তথ্য অধিকার আইন সকলের দোরগোড়ায় পৌছে দিতে নিরলসভাবে কাজ করছে জেলা প্রশাসন। উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতে তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

রেডিও মহানন্দার স্টেশন ম্যানেজার আলেয়া ফেরদৌসের সঞ্চালনায় উক্ত সংলাপে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, বিভিন্ন গণমাধ্যমের জেলা প্রতিনিধি সুশীল সমাজের মোট ১১১ প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

=0=

তথ্য পেলে জনগণ
নিশ্চিত হবে সুশাসন

অধ্যায়- ০৪

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৮ উদ্‌যাপন

অধ্যায়-৪

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৮ উদ্‌যাপন

প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী ২৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পালন করা হয়। তথ্য কমিশনের উদ্যোগে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। তথ্য কমিশন বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় ২৮-৩০ সেপ্টেম্বর অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৮' উদ্‌যাপন করে।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০১৮ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত প্রস্তুতিমুলক সভা। ১১.০৭.২০১৮

দিবস উদযাপন উপলক্ষে ২৮ সেপ্টেম্বর সকাল ১০ টায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রেস কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়। মাননীয় প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদের সভাপতিত্বে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব আ.ক.ম মোজাম্মেল হক এমপি উক্ত প্রেস কনফারেন্সে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া তথ্য কমিশনার জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার, তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম এনডিসি, তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আবুয়াল হোসেন, তথ্য কমিশনের সাবেক সচিব জনাব মোঃ মুহিবুল হোসেইন, অতিরিক্ত প্রধান তথ্য অফিসার জনাব ফজলে রাব্বী, তথ্য কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০১৮ উপলক্ষে আয়োজিত প্রেস কনফারেন্সে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ।

এ বছর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "মুক্ত সমাজের জন্য উত্তম আইন: টেকসই উন্নয়নে তথ্যে অভিগমন"। এ উপলক্ষে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, তথ্যমন্ত্রী, প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য সচিবের বাণী এবং তথ্য কমিশনারদ্বয়ের ২টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। দিবসটি উদ্‌যাপনে ১১ টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। তথ্য অধিকার দিবসের পোস্টার তৈরি করে জেলা ও উপজেলায় বিতরণ করা হয়। ৩০ সেপ্টেম্বর তথ্য কমিশন ও বিভিন্ন এনজিওদের সমন্বয়ে ঢাকায় ও ২৮-৩০ সেপ্টেম্বর জেলা প্রশাসকদের নেতৃত্বে জেলা পর্যায়ে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, কমিউনিটি বেতার, এফ এম রেডিও, ডিবিসি নিউজসহ বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে আলোচনা, টক-শো ও তথ্য অধিকার সংক্রান্ত ডকুমেন্টারী প্রচার করে। দিবস উপলক্ষে ৬৪ টি জেলা তথ্য অফিস ও ৪ টি উপজেলা তথ্য অফিস কর্তৃক তিন দিনব্যাপী সড়ক প্রচার/মাইকিং করা হয়। ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ সারাদেশে ১৭ টি কমিউনিটি রেডিও'র মাধ্যমে রেডিও ম্যাগাজিন ও টকশো আয়োজন করা হয়। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন বিষয়ক সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সমন্বয়ে উপজেলা পর্যায়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, ভোলার চরফ্যাশন ও ঝিনাইদহ সদরে ৩টি সংলাপের আয়োজন করা হয়। এছাড়া ঢাকার বিভিন্ন স্থানে তথ্য অধিকার আইনের উপর দিবসের প্রতিপাদ্য, স্লোগান এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উপর প্রস্তুতকৃত ডকুমেন্টারীসমূহ ডিজিটাল এডভারটাইজিং বোর্ডের মাধ্যমে প্রচার করা হয়।

তথ্য অধিকার দিবস-২০১৮ -তে তথ্য কমিশনের এবারের স্লোগান ছিল "উত্তম আইনের সঠিক প্রয়াস, টেকসই উন্নয়নে মুক্ত সমাজ"। আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৮ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ৩০ সেপ্টেম্বর তথ্য কমিশন কর্তৃক কেন্দ্রীয়ভাবে জাতীয় প্রেস ক্লাব থেকে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি পর্যন্ত বর্ণাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব হাসানুল হক ইনু এমপি র‍্যালির শুভ উদ্বোধন করেন। র‍্যালিতে মাননীয় মন্ত্রীসহ প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশনারগণ, সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও আমন্ত্রিত অতিথিগণ উপস্থিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০১৮ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালি।

র‍্যালি শেষে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় সংগীত ও নৃত্যশালা মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন তথ্য কমিশনার জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব হাসানুল হক ইনু, এমপি উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ সভাপতিত্ব করেন।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০১৮ উপলক্ষে আলোচনা সভায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০১৮ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় সম্মানিত অতিথিবৃন্দের একাংশ।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৮ উদ্‌যাপন উপলক্ষে এবছর তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার প্রদান করা হয়। তথ্য অধিকার আইন চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার নিমিত্ত চারটি পর্যায়ে (ক্ষেত্রে) যথা মন্ত্রণালয়,প্রশাসনিক বিভাগ,জেলা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মধ্য হতে নির্বাচিতদের তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার প্রদান করা হয়। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে উদ্ভাবনীমূলক কাজের মাধ্যমে অসাধারণ অবদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে বিশেষ পুরস্কার দেয়া হয় পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা অধ্যায়-২ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০১৮ উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের খন্ডচিত্র।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০১৮ এর প্রতিপাদ্য, স্লোগান এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উপর প্রস্তুতকৃত ডকুমেন্টারীসমূহ ডিজিটাল এডভারটাইজিং বোর্ডের মাধ্যমে প্রচার।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৮ উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রকাশিত ক্রোড়পত্র।

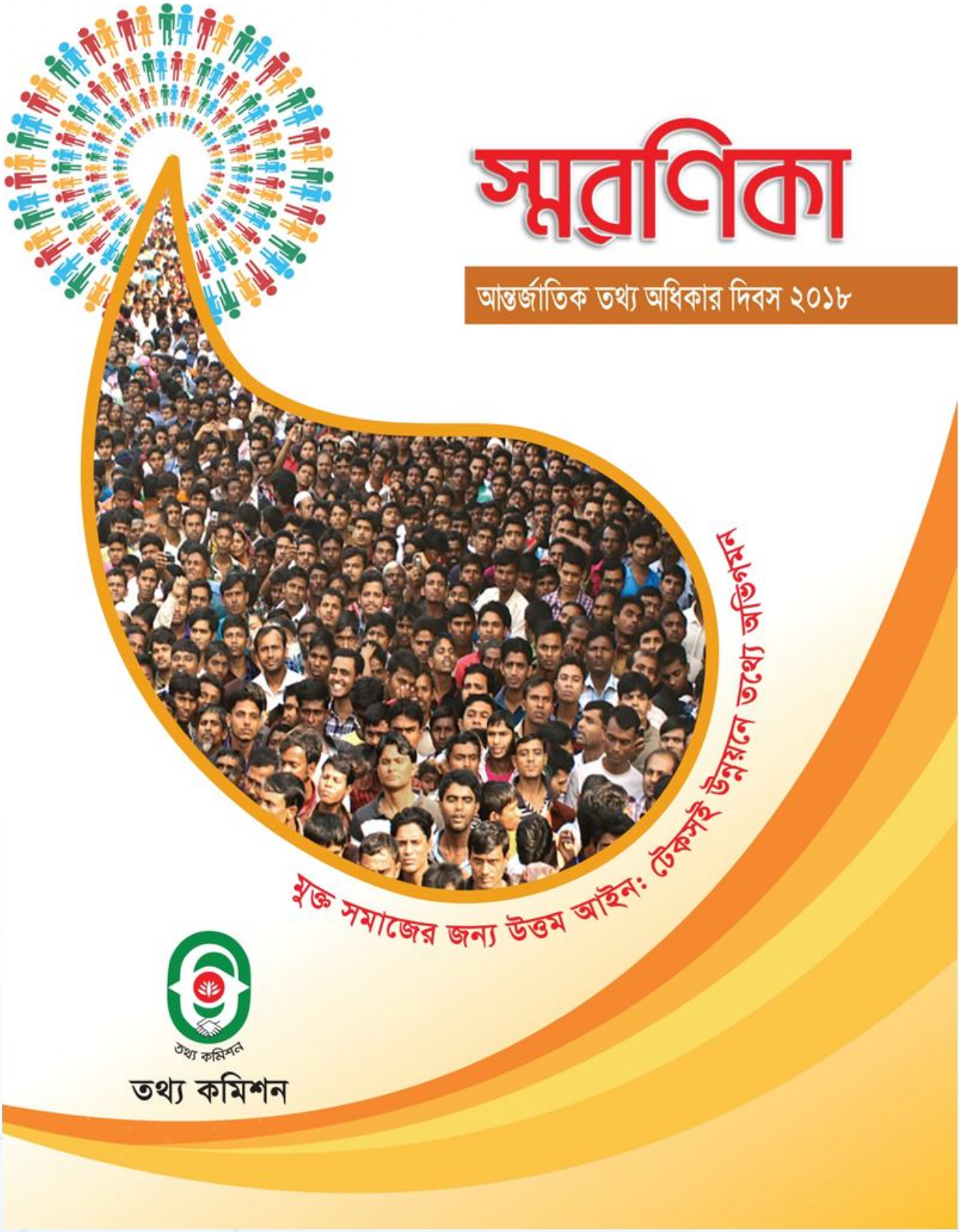

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৮ উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৮ উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রকাশিত পোস্টার।

তথ্য কমিশন

তথ্য দিয়ে গড়বো দেশ
গড়বো সোনার বাংলাদেশ

অধ্যায়- ০৫

তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন পরিস্থিতি

অধ্যায় - ৫

তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন পরিস্থিতি

তথ্য অধিকার আইনের ৩০ ধারা অনুসারে প্রতি বছর তথ্য কমিশন কর্তৃক পূর্ববর্তী বছরের কার্যাবলী সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করার বিধান রয়েছে। উক্ত নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে বিগত বছরের ন্যায় তথ্য কমিশন কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৩০(২) উপধারায় উল্লিখিত তথ্যাদি সম্বলিত সমন্বিত প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য দেশের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, জেলা প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থাসমূহের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়। উক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয়, জেলা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি সমন্বিত করে প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হলোঃ

৫.১ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় জারিকৃত তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর নির্ধারিত 'ক' ফরম ব্যবহার করে তথ্য জানার জন্য আবেদন করার বিধান রয়েছে। আবেদনে যাচিত তথ্যাদি তথ্য অধিকার আইনের ধারা ২(চ) অনুযায়ী নোটশীট বা ধারা ৭ (যে সকল তথ্য দেয়া বাধ্যতামূলক নয়) অথবা ধারা ৩২ এর অন্তর্ভুক্ত না হলে ধারা ৯ এর বিধান অনুসারে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবেদনকারীকে তার যাচিত তথ্য প্রদান করা বাধ্যতামূলক হবে। উল্লেখ্য, ফরম পাওয়া না গেলে নির্ধারিত ফরমেটে সাদা কাগজে লিখেও আবেদন করা যায়। প্রতিবেদনাধীন বছরে তথ্য অধিকার আইনে নির্ধারিত ফরম/ফরমেট ব্যবহার করে সমগ্র দেশে গত ০১/০১/২০১৮ তারিখ হতে ৩১/১২/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্ত আবেদনপত্রের চিত্র নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের শতকরা হার
১.	মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর	৪২০৭ টি	৪৮.৫৮%
২.	কমিশনসমূহ	১৯৮টি	২.২৯%
৩.	জেলা পর্যায়ে	৩৮২৮ টি	৪৪.২০%
৪.	ব্যাংক	৪২টি	০.৪৯%
৫.	এনজিও	৩৮৫টি	৪.৪৪%
৬.	**মোট**	**৮,৬৬০ টি**	**১০০%**

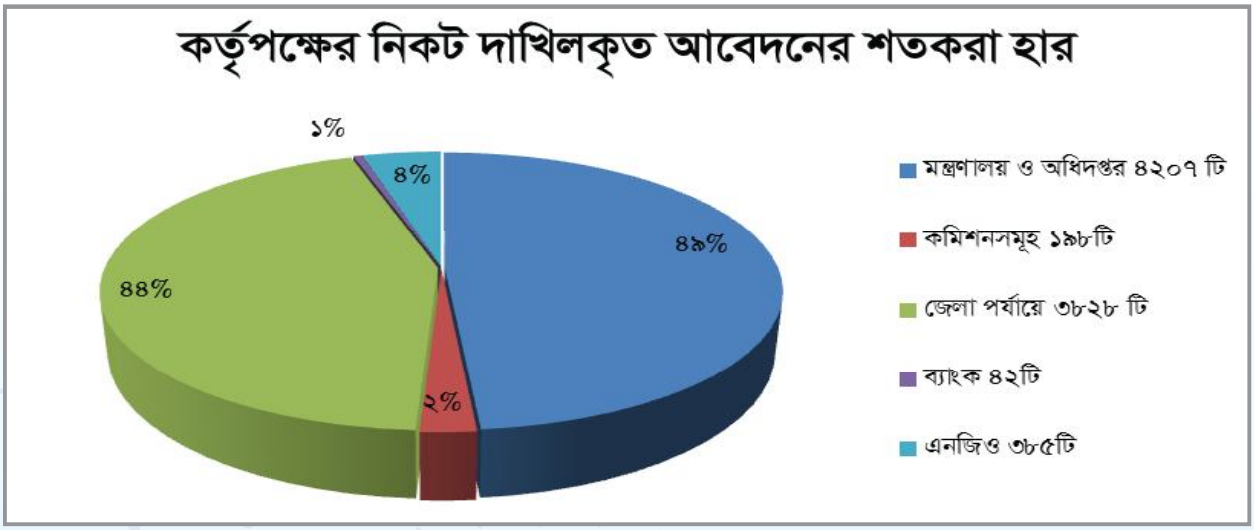

লেখচিত্র: কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদনের শতকরা হার

উল্লেখ্য, ২০১৮ সনে প্রণীত তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা/নির্দেশিকা অনুসরণ করে মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, অধিদপ্তরসমূহ জনগণের কাছে তাদের প্রচুর পরিমাণ তথ্য স্ব-উদ্যোগে অবমুক্ত করলেও তথ্য কমিশন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ বিশেষত উপজেলা পর্যায়ে জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠানের ফলে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কর্তৃপক্ষের নিকট তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের সংখ্যা গত বছরের তুলনায় প্রায় ৬% বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫.২ সরবরাহকৃত তথ্য ও না দেয়া তথ্যের সংখ্যা

২০১৮ সনে দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা ৮,৬৬০ টি। তন্মধ্যে ৮০০৮ টি অর্থাৎ ৯২.৪৭% আবেদনে যাচিত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ৩৯১ টি অর্থাৎ ৪.৫১%। উল্লেখ্য, ২০১৮ সনের শেষে ২৬১টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রক্রিয়াধীন ছিল। প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনায় তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য প্রদান না করার বিষয়ে নিম্নরূপ কারণসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে:

ক্রমিক নং	বিষয়	সংখ্যা	শতকরা হার
১.	যাচিত তথ্য সরবরাহের সংখ্যা	৮০০৮	৯২.৪৭%
২.	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা	৩৯১	৪.৫১%
৩.	প্রক্রিয়াধীন	২৬১	৩.০১%
	মোট	**৮৬৬০**	**১০০%**

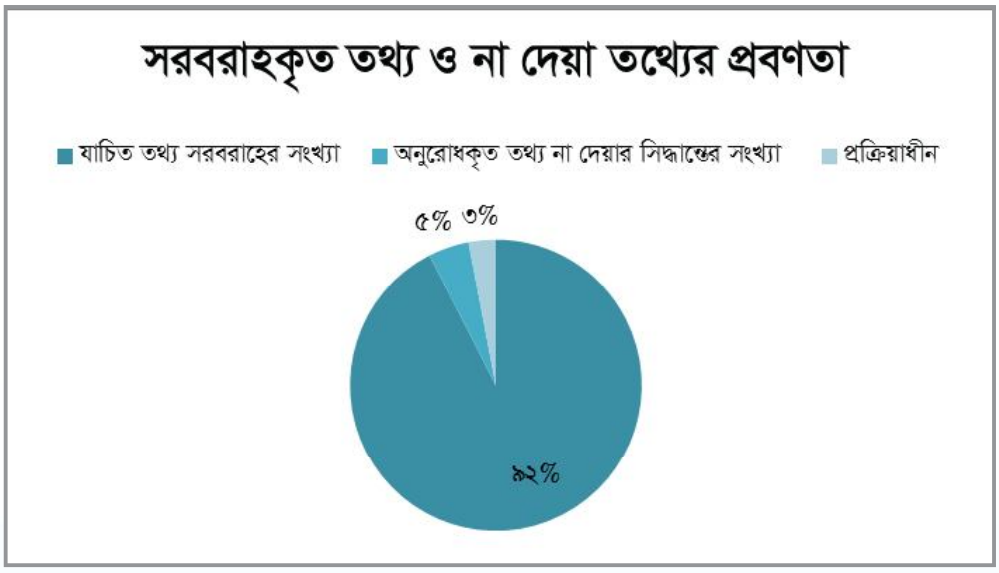

লেখচিত্র: সরবরাহকৃত তথ্য ও না দেয়া তথ্যের প্রবণতার চিত্র

ক) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৭ এর উপধারা (জ) মোতাবেক।
খ) সংশ্লিষ্ট শাখায় তথ্য না পাওয়ায়।
গ) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী তথ্যের মূল্য পরিশোধ না করায় ।
ঘ) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৭ এর চ, ছ, জ, ঝ এবং ঠ সংশ্লিষ্ট উপধারা মোতাবেক।
ঙ) ২(চ), ৭ (চ, ছ) ধারা মোতাবেক নথিজাত করায়।
চ) তথ্যের বিষয়ে আদালতে মামলা বিচারাধীন থাকায়।
ছ) তথ্য সংরক্ষিত না থাকায়।
জ) যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন না করায়।

ঝ) যাচিত তথ্য সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট না হওয়ায়।

ঞ) তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ধারা ৭ এর ঘ, জ, ট, ঠ এবং দ মোতাবেক তথ্য সরবরাহ বাধ্যতামূলক না হওয়ায়।

ট) তথ্য অধিকার আইনের ৭(ঠ) ধারা মোতাবেক চাহিত তথ্যের বিষয়ে তদন্ত কার্যক্রম চলমান থাকায়।

এছাড়া, তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত সমন্বিত প্রতিবেদনে কতিপয় কর্তৃপক্ষ তথ্য না দেয়ার কারণ উল্লেখ করেনি মর্মে দেখা যায়।

৫.৩ আপীলের সংখ্যা ও নিষ্পত্তি

সমগ্র দেশের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ বরাবর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে নির্ধারিত সময়ে তথ্য প্রদান না করার কারণে বা তথ্য প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হয়ে আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর ৩৫৫ টি আপীল আবেদন করা হয়েছে তার মধ্যে ৩২৭টি আপীল আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ২৮টি আপীল আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৫.৪ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি

বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা তথ্য অধিকার আইনটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তথ্য কমিশনকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে চলেছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সর্বদা তথ্য কমিশনকে নানাভাবে সহায়তা করে আসছে। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য তথ্য কমিশনের সাথে যৌথভাবে কিংবা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে প্রশিক্ষণ, জনঅবহিতকরণ সভা, জেলা উপদেষ্টা কমিটির সভা, জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় তথ্য অধিকার সম্পর্কে আলোচনা, বিভিন্ন কর্মশালা, ওয়েবসাইট নির্মাণ ও হালনাগাদ তথ্যাদি সন্নিবেশন, তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা/নীতিমালা প্রণয়ন ইত্যাদি। উল্লেখ্য, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য অনলাইন প্রশিক্ষণের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে এবং অনলাইন ট্রাকিং সিস্টেম চালু করার কার্যক্রম পাইলটিং করা হচ্ছে। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি **অধ্যায়-৩ এ সংযোজন করা হয়েছে।**

৫.৫ সর্বাধিক আবেদনপ্রাপ্ত ১০টি মন্ত্রণালয়ের তথ্যাদি

ক্রমিক নং	কর্তৃপক্ষের নাম	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ফরমেট অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ও অপারগতার কারণসমূহ (ধারা উল্লেখসহ)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের সংখ্যা	আপীল নিষ্পত্তির সংখ্যা	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সংখ্যা	তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা ২০০৯ এর বিধি ৮ অনুযায়ী তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ
১.	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	১৬০০	১৪৪৯	৪৯+ (১০২টি প্রক্রিয়াধীন)	৯১	৮৪+ (৭টি প্রক্রিয়াধীন)	০২	৩৪৯২৯
২.	কৃষি মন্ত্রণালয়	৮৯৫	৮৮৯	০১+ (৫টি প্রক্রিয়াধীন)	০৬	০৬	০	১২৫৬
৩.	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	৩১৮	৩১৮	০	০৫	০৫	০	১২৭৯৮১২.২৫
৪.	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	২৩৯	২১৫	৫+(১৯টি প্রক্রিয়াধীন)	১০	১০	০৬	২০৫৫৪
৫.	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	১৯০	১৯০	০	০২	০২	০	০

৬.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	১২১	৭৩	৪০+ (০৮টি প্রক্রিয়াধীন)	১২	১১+ (০১টি প্রক্রিয়াধীন)	০	৯১৫
৭.	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১১৭	১১৫	০২টি প্রক্রিয়াধীন	০৫	০৫	০	২২
৮.	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	১০২	৮৯	০৯+ (৪টি প্রক্রিয়াধীন)	০৮	০৭+১টি প্রক্রিয়াধীন	০	৩০৭১
৯.	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৮৫	৮৩	০১+০১টি প্রক্রিয়াধীন	০৫	০৫	০	১৯৮১১২
১০.	অর্থ মন্ত্রণালয়	৭২	৪০	২১ (১১ টি প্রক্রিয়াধীন)	২৪	২২+ (২টি প্রক্রিয়াধীন)	০	২১২
১১.	মোট	৩৭৩৯	৩৪৬১	১২৬+১৫২ (প্রক্রিয়াধীন)	১৬৮	১৫৭+১১ (প্রক্রিয়াধীন)	৮	১৫,৩৮,৮৮৩.২৫

লেখচিত্র: সর্বাধিক আবেদনপ্রাপ্ত ১০টি মন্ত্রণালয়

৫.৬ দেশের সকল জেলায় প্রাপ্ত আবেদনগুলোর বিভাগওয়ারী বিভাজন

ক্রমিক নং	কর্তৃপক্ষের নাম	অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ও অপারগতার কারণসমূহ (ধারা উল্লেখসহ)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের সংখ্যা	আপীল নিষ্পত্তির সংখ্যা	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সংখ্যা	তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ
১.	ঢাকা বিভাগ	৭৩৪	৬৬২	৭২	৫৫	৫২+৩	—	১১৩৮৬
২.	চট্টগ্রাম বিভাগ	৩৬২	৩৩৪	৪+২৪ (প্রক্রিয়াধীন)	৬	৬	১	২৬৮৪৯
৩.	খুলনা বিভাগ	৪৩৬	৪১৪	২২	৮	৮	—	১২০৪৪
৪.	রংপুর বিভাগ	১০৬৫	১০৪৩	২২	২৮	২৮	—	৯১০৫
৫.	রাজশাহী বিভাগ	২৬০	২৫৪	০৬	০২	০২	—	১৩৪১

৬.	বরিশাল বিভাগ	৩৫৯	৩২৪	৩৫	১	১	—	৪০২
৭.	সিলেট বিভাগ	৫১৯	৫০১	১১+৭ (প্রক্রিয়াধীন)	০৪	০৪ (প্রক্রিয়াধীন)	—	১৭০৬
৮.	ময়মনসিংহ বিভাগ	৯৩	৭৭	১৪+২	৩	৩	—	৩৪৬
৯.	মোট	৩৮২৮	৩৬০৯	১৮৬+৩৩ (প্রক্রিয়াধীন)	১০৭	১০০+৭ (প্রক্রিয়াধীন)	১	৬৩১৭৯

লেখচিত্র: বিভাগওয়ারী প্রাপ্ত আবেদনসমূহের চিত্র

৫.৭ সর্বাধিক আবেদনপ্রাপ্ত ১০ টি জেলা

ক্রমিক নং	কর্তৃপক্ষের নাম	তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের সংখ্যা	আপীল নিষ্পত্তির সংখ্যা	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সংখ্যা	তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ
১.	দিনাজপুর	৩৬০	৩৬০	০	০	০	০	৫৪৮২
২.	নীলফামারী	৩৪৬	৩৪৫	০১	০৪	০৪	০	৫৩৩
৩.	সিলেট	২৮৭	২৮০	২+৫(প্রক্রিয়াধীন)	০৪	০৪ (প্রক্রিয়াধীন)	০	৯৬৮
৪.	ঢাকা	২৫৬	২৩৩	২৩	১২	০৯	০০	৯৭৮২
৫.	রংপুর	২৪৪	২৩৪	১০	২২	২২	০	৫৫৮
৬.	গাজীপুর	১৭৮	১৭৮	০০	০৮	০৮	০	২৬
৭.	যশোর	১৫০	১৪২	০৮	০	০	০	২৪২৬
৮.	সিরাজগঞ্জ	১১৪	১১১	০৩	০	০	০	৬৩০
৯.	সুনামগঞ্জ	১১২	১১০	০২ (প্রক্রিয়াধীন)	০	০	০	৫২৬
১০.	মৌলভীবাজার	১০৫	১০১	০৪	০	০	০	১৩৪
১১.	মোট	২১৫২	২০৯৪	৫১+৭ (প্রক্রিয়াধীন)	৫০	৪৬+৪ (প্রক্রিয়াধীন)	০	২১,০৬৫

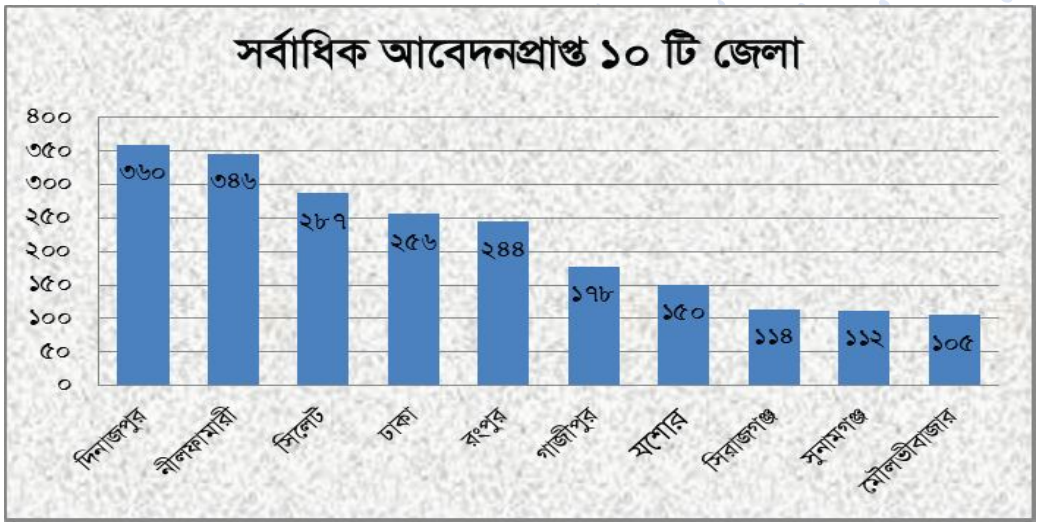

লেখচিত্র: সর্বাধিক আবেদনপ্রাপ্ত ১০টি জেলা

৫.৮ এনজিওসমূহে প্রাপ্ত আবেদন

ক্রমিক নং	কর্তৃপক্ষের নাম	তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ও উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণ।	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের সংখ্যা	আপীল নিষ্পত্তির সংখ্যা	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সংখ্যা	তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ
	টিআইবি	২৫০	২৫০					
	নিজেরা করি	১২৯	৯২	২+৩৫	০২	০১+০১		
	আশা	৫	৫					
	ব্র্যাক	১	১					
	মোট	৩৮৫	৩৪৮	২+৩৫	০২	১+১		

উল্লিখিত তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বিদেশি অর্থায়নে পরিচালিত উল্লেখিত ০৪ টি এনজিও এর নিকট মোট ৩৮৫ টি তথ্যের আবেদন দাখিল করা হয়েছে।

লেখচিত্র: এনজিও তথ্য চিত্র

৫.৯ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন বিশ্লেষণ

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন বিষয়ে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং জেলা প্রশাসন ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের নিকট প্রতিবেদন চাওয়া হলে অধিকাংশ কর্তৃপক্ষের নিকট হতে উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া যায়। মন্ত্রণালয়সমূহ নিজস্ব কার্যালয়সহ অধীনস্ত দপ্তরসমূহের সমন্বিত প্রতিবেদন দাখিল করে এবং জেলা প্রশাসকগণ নিজস্ব কার্যালয়সহ জেলার বিভিন্ন দপ্তরের সমন্বিত প্রতিবেদন দাখিল করেন। বেসরকারি সংস্থাসমূহ অধীনস্ত শাখা অফিসমূহের সমন্বিত প্রতিবেদন এবং পৃথকভাবে নিজস্ব প্রতিবেদন প্রেরণ করে।

৫.৯.১ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ

দেশের সকল মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত দপ্তরসমূহে একত্রে মোট ৪২০৭ টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করা হয়েছে। মোট দাখিলকৃত আবেদনের বিপরীতে ৩৮৪১ টি (৯১.৩০%) তথ্য প্রদান করা হয়েছে। তথ্য না দেয়ার আবেদনের সংখ্যা ১৮১ টি এবং ১৮৫ টি আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২০১৮ সালে মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত দপ্তরসমূহে চাহিত তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে মোট **১৫,৯১,১৯১.২৫/-** টাকা আদায় হয়েছে। আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর ৩৫৫ টি আপীল আবেদন করা হয়েছে, এর মধ্যে ৩২৭ টি আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং ২৮ টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ক্রমিক নং	বিষয়	সংখ্যা	শতকরা হার
০১.	সরবরাহকৃত	৩৮৪১	৯১.৩০%
০২.	না দেওয়া তথ্য	১৮১	৪.৩০%
০৩.	প্রক্রিয়াধীন	১৮৫	৪.৪০%
	মোট	৪২০৭	১০০.০০%

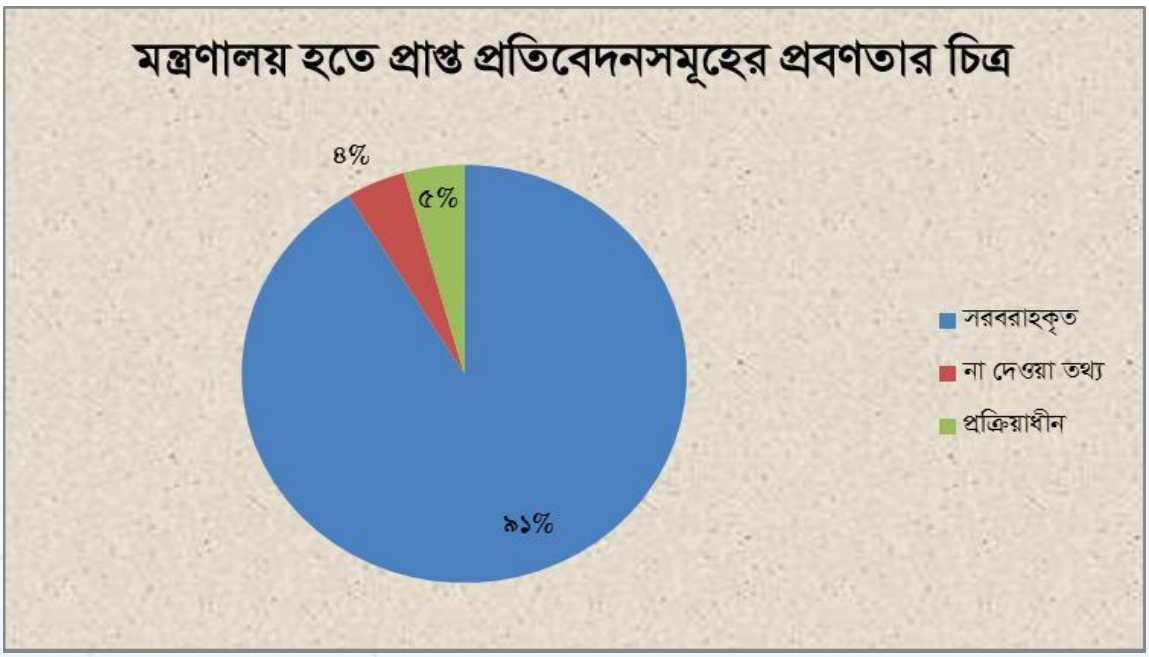

লেখচিত্র: মন্ত্রনালয় হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের প্রবনতার চিত্র

৫.৯.২ জেলা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ

দেশের সকল জেলা থেকে প্রেরিত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে একত্রে মোট **৩৮২৮** টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করা হয়েছে। মোট দাখিলকৃত আবেদনের বিপরীতে **৩৬০৯** টি ৯৪.২৮% তথ্য প্রদান করা হয়েছে। অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ১৮৬ টি এবং ৩৩ টি আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল আবেদনের সংখ্যা ১০৭ টি তন্মধ্যে ১০০ টি আপীল আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং ০৭ টি আপীল আবেদন প্রক্রিয়াধীন। সারা দেশে তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে সর্বাধিক আবেদনপ্রাপ্ত ১০টি জেলায় মোট ২১,০৬৫/- টাকা আদায় হয়েছে।

ক্রমিক নং	বিষয়	সংখ্যা	শতকরা হার
০১.	তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত আবেদন	৩৬০৯	৯৪.২৮%
০২.	না দেওয়া তথ্য	১৮৬	৪.৮৫%
০৩.	প্রক্রিয়াধীন	৩৩	০.৮৭%
	মোট	৩৮২৮	১০০.০০%

লেখচিত্র: জেলা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের প্রবনতার চিত্র

দেশের ৬৪ টি জেলা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন বিশ্লেষণে আরো দেখা যায় যে, বরগুনা, চুয়াডাঙ্গা এবং মাগুরা অর্থাৎ এই ০৩টি জেলায় তথ্য অধিকার আইনের অধীনে তথ্য প্রাপ্তির জন্য কোন আবেদন/অনুরোধ দাখিল হয়নি মর্মে সংশ্লিষ্ট জেলা থেকে প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে।

প্রতিবেদনসমূহ আরও বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তথ্য প্রাপ্তির আবেদন হয়েছে এরুপ জেলাসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল হয়েছে দিনাজপুর জেলায় ৩৬০ টি এবং সর্বনিম্ন শরীয়তপুর জেলায় ০১টি।

৫.৯.৩ এনজিও থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ

দেশের বিভিন্ন এনজিওসমূহ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, তথ্য অধিকার আইনের আওতাভুক্ত এনজিওসমূহে মোট ৩৮৫টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করা হয়েছে। মোট দাখিলকৃত আবেদনের বিপরীতে **৩৪৮** টি (৯০.৩৯%) তথ্য প্রদান করা হয়েছে। অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ০২ টি এবং ৩৫ টি আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল আবেদনের সংখ্যা ০২ টি এবং আপীল আবেদন নিষ্পত্তি সংখ্যা ০১

টি এবং ০১ টি আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রেরিত প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০১৮ সালে একটি মাত্র এনজিও চাহিত তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে মোট ৩০ টাকা আদায় করেছে। অন্যান্য এনজিওসমূহ চাহিত তথ্য বিনামূল্যে প্রদান করেছে। প্রতীয়মান হয় যে, তথ্যের মূল্য আদায় না করায় সরকার কিছুটা হলেও রাজস্ব প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

৫.১০ তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগ ও গৃহীত ব্যবস্থাদি

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ একটি ভিন্নধর্মী একটি আইন যা দেশের সাধারণ জনগণ রাষ্ট্রযন্ত্রের উপরে প্রয়োগ করতে পারে। অন্য সকল আইন রাষ্ট্র জনগণের উপর প্রয়োগ করে এবং এক্ষেত্রেই এটি অন্যান্য আইন থেকে ভিন্ন। নাগরিকগণ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে নাগরিকগণ তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেন। তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য না পেলে নাগরিকগণ আপীল কর্তৃপক্ষের প্রতি আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের প্রেক্ষিতেও তথ্য না পেলে নাগরিকগণ তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। আর নাগরিকদের দায়েরকৃত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তি করাই কমিশনের অন্যতম মূল কাজ। তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ধারা ১৩ ও ২৫ ধারা এর আওতায় অভিযোগসমূহ আমলে গ্রহণ, শুনানী গ্রহণ, অনুসন্ধান, পরিদর্শন ও নিষ্পত্তি করে থাকে। যেসকল অভিযোগে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে সেগুলোর বিষয়ে অভিযোগকারীকে কমিশন কর্তৃক পরামর্শ দেয়া হয়ে থাকে। ২০০৯ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত তথ্য কমিশনে ২৯৪৪টি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তন্মধ্যে ১৮৬৫টি অভিযোগ কমিশন কর্তৃক শুনানীর জন্য গৃহীত হয়েছে, ৪টি অভিযোগ কমিশন স্ব-প্রণোদিত অভিযোগ হিসেবে আমলে নিয়ে শুনানী গ্রহণ করেছে।

৫.১১ তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহের বিশ্লেষণ

তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ এর ধারা ২৫ এর আলোকে দেশের নাগরিকগণ তথ্য না পেয়ে কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন এবং তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে নাগরিকদের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করে আসছে। কমিশন অনেক ক্ষেত্রে স্ব-প্রণোদিতভাবেও অভিযোগ অনুসন্ধান ও নিষ্পত্তি করে আসছে। ২০০৯ সালে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত সর্বমোট ৮০৭ টি অভিযোগ তথ্য কমিশনে দায়ের করা হয়। তথ্য কমিশনের বিভিন্ন সভায় সর্বমোট ৪২৪টি অভিযোগ (মোট অভিযোগের ৫২.৫৪%) যথাযথ প্রক্রিয়ায় দায়ের হওয়ায় শুনানির জন্য গ্রহণ করা হয় এবং বিভিন্ন দিবসে শুনানির মাধ্যমে ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত ৪০৪ টি অভিযোগ ও ২০১৫ সালে ২০টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়। অন্যান্য ৩৮৩টি অভিযোগ পরামর্শ বা সরাসরি তথ্য সরবরাহের নির্দেশ প্রদানের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

০১ জানুয়ারী, ২০১৫ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে ৩৩৬ টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ২০১৫ সালে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহ আমলে নেয়ার বিষয়ে তথ্য কমিশনের অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভায় সর্বমোট ২৪০ টি অভিযোগ (মোট অভিযোগের ৭১.৪৩%) শুনানির জন্য গ্রহণ করা হয়। তন্মধ্যে ২০৫টি অভিযোগ শুনানির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং ৩৫ টি অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য প্রক্রিয়াধীন ছিল। অপর ৯৬টির ক্ষেত্রে অভিযোগ শুনানির জন্য গ্রহণ না করায় সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

০১ জানুয়ারী, ২০১৬ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে ৫৩৯ টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ২০১৬ সালে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহ আমলে নেয়ার বিষয়ে তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভায় সর্বমোট ৩৬৪টি অভিযোগ (মোট অভিযোগের ৬৭.৫৩%) শুনানির জন্য গ্রহণ করা হয়। তন্মধ্যে ২৯৬ টি অভিযোগ শুনানির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে, ৬৩ টি অভিযোগ উভয় পক্ষের শুনানির মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং ৫টি অভিযোগ রীট মামলার প্রেক্ষিতে স্থগিত রয়েছে। উল্লেখ্য, কমিশনের সভায় শুনানির পূর্বেই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদানের নির্দেশনা দিয়ে নিষ্পত্তি করা হয়েছে ১৮টি অভিযোগ এবং একই রকম অভিযোগের প্রেক্ষিতে পূর্বের সিদ্ধান্ত অভিযোগকারিকে অবগত করে নিষ্পত্তি করা হয়েছে ০৩টি অভিযোগ। শুনানির জন্য গ্রহণ করা হয়নি এরূপ ১১৮ টি অভিযোগের ক্ষেত্রে অভিযোগকারীকে তার অভিযোগ শুনানির জন্য গ্রহণ না করার কারণ অর্থাৎ আবেদনে পরিলক্ষিত আইনগত ও অন্যান্য ত্রুটিবিচ্যুতি পত্র মারফত অবহিত করে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অভিযোগ দাখিলের বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩৬টি অভিযোগ গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ক শুনানির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

০১ জানুয়ারী, ২০১৭ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে মোট ৫২৭ টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এছাড়া স্ব-প্রণোদিতভাবে ০৩টি অভিযোগ আমলে গ্রহণ করায় শুনানির জন্য মোট অভিযোগের সংখ্যা ৫৩০টি। সভায় সর্বমোট ৪০৩ টি (স্ব-প্রণোদিত ০৩টি সহ) অভিযোগ (মোট অভিযোগের ৭৬.০৪%) শুনানির জন্য গ্রহণ করা হয়। শুনানির জন্য গৃহীত অভিযোগগুলোর মধ্যে ২০১৭ সালে ৩১৬ টি অভিযোগ শুনানির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে, এবং অবশিষ্ট ৮৪ টি অভিযোগ ২০১৮ সালে শুনানীর জন্য ছিল। ১টি অভিযোগ রীট মামলার প্রেক্ষিতে স্থগিত রয়েছে ও বেসরকারি ব্যাংকগুলো কর্তৃপক্ষ হিসেবে গেজেট প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত ০১ টি অভিযোগ স্থগিত রাখা হয়েছে। দায়েরকৃত অভিযোগগুলোর মধ্যে শুনানির জন্য গৃহীত হয়নি এরূপ ১২৭ টি অভিযোগ অভিযোগকারীকে তার অভিযোগ শুনানির জন্য গ্রহণ না করার কারণ অর্থাৎ আবেদনে পরিলক্ষিত আইনগত ও অন্যান্য ত্রুটিবিচ্যুতি পত্র মারফত অবহিত করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অভিযোগ দাখিলের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

০১ জানুয়ারী, ২০১৮থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে মোট ৭৩১ টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এছাড়া স্ব-প্রণোদিতভাবে ১টি অভিযোগ আমলে গ্রহণ করায় শুনানির জন্য মোট অভিযোগের সংখ্যা ৭৩২টি। ২০১৮ সালে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহ শুনানির জন্য গ্রহণের নিমিত্ত ২৩-০১-১৮, ১১-০২-২০১৮, ১৮-০৩-২০১৮, ১২-০৪-২০১৮, ১-০৫-২০১৮, ১১-০৬-২০১৮, ১২-০৭-২০১৮, ০৯-০৮-২০১৮, ১৩-০৯-২০১৮, ১৮-১০-২০১৮, ১৮-১১-২০১৮, ১৮-১২-২০১৮, ৩১-১২-২০১৮ তারিখে তথ্য কমিশনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বমোট ৪৩৮ টি (স্ব-প্রণোদিত ০১টি সহ) অভিযোগ (মোট অভিযোগের ৫৯.৮৪%) শুনানির জন্য গ্রহণ করা হয়। শুনানির জন্য গৃহীত অভিযোগগুলোর মধ্যে ৩১-১২-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ৩৬৭ টি অভিযোগ শুনানির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৭১ টি অভিযোগ শুনানির জন্য ২০১৯ সালে দিন ধার্য করা হয়েছে। ৪৬টি অভিযোগ **বিবেচনাধীন** (স্থগিত/তদন্তাধীন) রয়েছে। দায়েরকৃত অভিযোগগুলোর মধ্যে শুনানির জন্য গৃহীত হয়নি এরূপ ২৪৬ টি অভিযোগের ক্ষেত্রে অভিযোগকারীকে তার অভিযোগ শুনানির জন্য গ্রহণ না করার কারণ অর্থাৎ আবেদনে পরিলক্ষিত আইনগত ও অন্যান্য ত্রুটিবিচ্যুতি পত্র মারফৎ অবহিত করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অভিযোগ দাখিলের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। ০১ টি অভিযোগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে পত্র মারফৎ তথ্য সরবরাহের নির্দেশনা দিয়ে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ২০১৮ সালের অভিযোগমূহের ক্ষেত্রে দু'টি রীট মামলা হয়েছে।

বছরওয়ারী তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়েরের চিত্রঃ

ক্রমিক নং	সাল	মোট অভিযোগ	শুনানির জন্য গৃহীত	শুনানির জন্য গ্রহণের হার
১.	২০০৯-২০১৪	৮০৭	৪২৪	৫২.৫৪%
২.	২০১৫	৩৩৬	২৪০	৭১.৪৩%
৩.	২০১৬	৫৩৯	৩৬৪	৬৭.৫৩%
৪.	২০১৭	৫২৭+৩=৫৩০	৪০০+৩= ৪০৩	৭৬.০৪%
৫.	২০১৮	৭৩১+১=৭৩২	৪৩৭+১=৪৩৮	৫৯.৮৪%
মোট	২০০৯-২০১৮	২৯৪০+০৪= ২৯৪৪	১৮৬৫+০৪= ১৮৬৯	৬৩.৪৯%

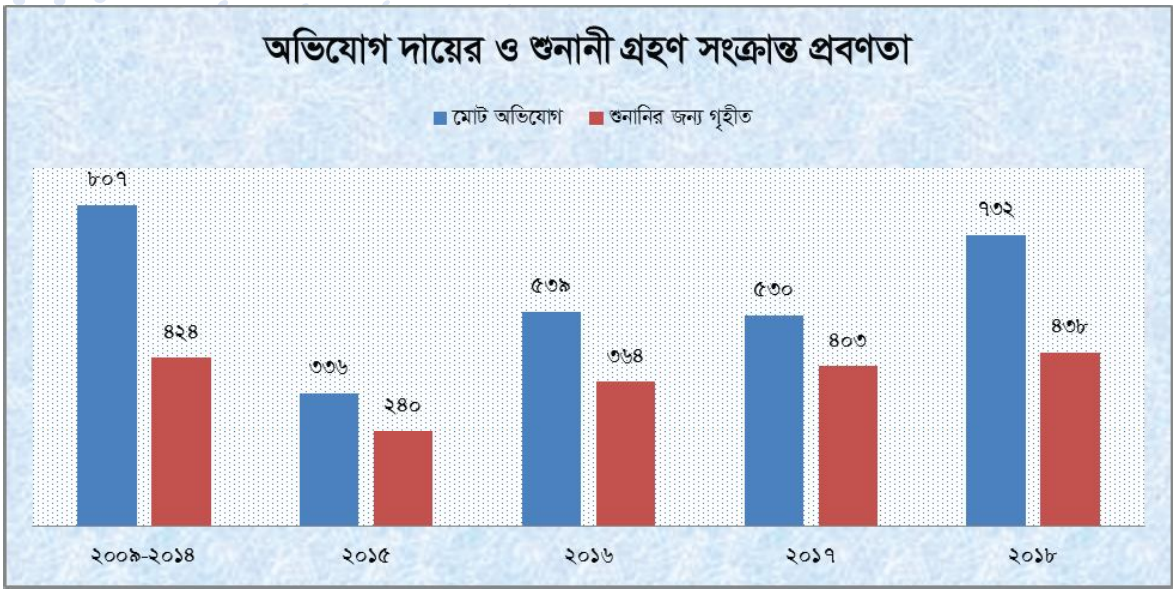

লেখচিত্রঃ অভিযোগ দায়ের ও শুনানী গ্রহণ সংক্রান্ত প্রবণতা

ক (১). অভিযোগকারীর (শুনানীর জন্য গৃহীত অভিযোগসমূহের) পেশাঃ

অভিযোগকারীর পেশা	সংখ্যা
সাধারণ	৩১৪
চাকুরীজীবী	২২
সাংবাদিক	৯০
আইনজীবী	১
অন্যান্য পেশাজীবী	১০
সর্বমোট	৪৩৭+০১টি (স্ব-প্রণোদিত)

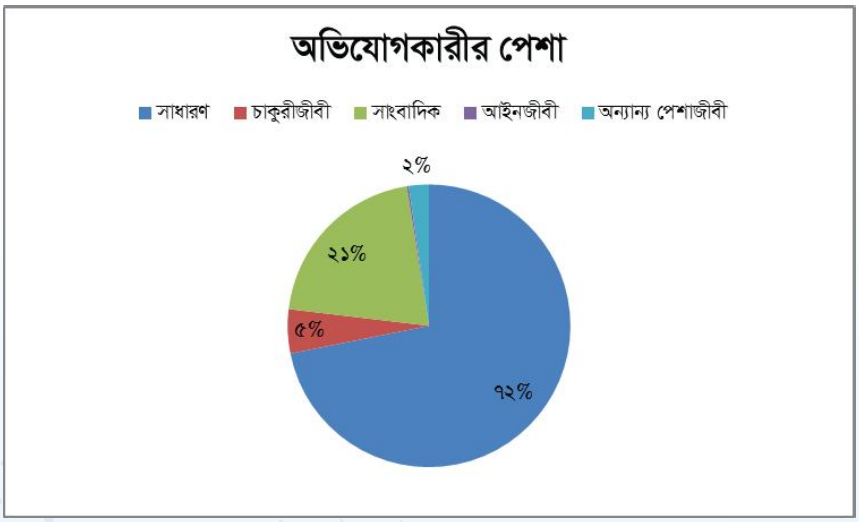

লেখচিত্রঃ অভিযোগকারীর (শুনানির জন্য গৃহীত অভিযোগসমূহের) পেশা

খ. যে সকল দপ্তরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল হয়েছে

২০১৮ সালে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত ৭৩২ টি অভিযোগের মধ্যে ৪৩৮টি অভিযোগ **শুনানীর জন্য গৃহীত** হয়েছে। তন্মধ্যে ৪০৩ টি অভিযোগ সরকারি দপ্তরের বিরুদ্ধে এবং ৩৫ টি অভিযোগ বেসরকারি দপ্তরের বিরুদ্ধে দাখিল করা হয়েছে। অভিযোগ সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কার্যালয়সমূহ ও অভিযোগের সংখ্যা নিম্নের সারণীতে প্রদর্শিত হলো:

সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কার্যালয়সমূহ	সংখ্যা
মন্ত্রণালয়	**২৪**
প্রধান কার্যালয়	**৬৯**
বিভাগীয় কার্যালয়	**১৩**
জেলা কার্যালয়	**৬৮**
থানা/উপজেলা	**২৭**
পৌরসভা/ ইউনিয়ন	**৪৪**
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান	**৬২**
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা বোর্ড	**৪৩**
সিটি কর্পোরেশন	**১৬**
ভূমি সংক্রান্ত অফিস সমূহ	**৩১**
অন্যান্য	**৪০**
সর্বমোট	**৪৩৭+০১ টি (স্ব-প্রণোদিত)**

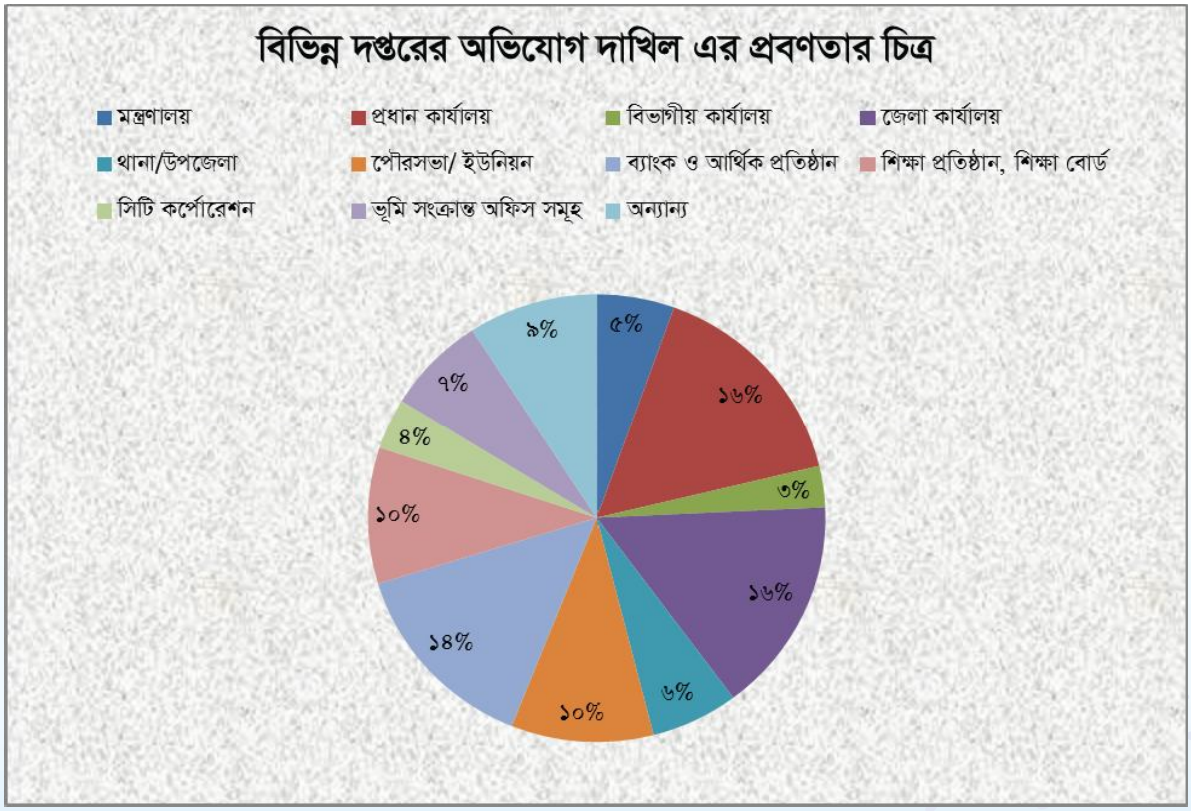

৫.১১ (ক). ২০১৮ সালে কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহের (শুনানীর জন্য গৃহীত) বিশ্লেষণ:

২০১৮ সালে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগের মধ্যে ৪৩৮টি অভিযোগ শুনানীর জন্য গৃহীত হয়েছে যার শতকরা হার ৫৯.৮৪%। শুনানীর জন্য গৃহীত অভিযোগগুলোর মধ্যে বেশিরভাগ অভিযোগই বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অফিসসমূহ হলো: প্রধান কার্যালয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন বিভাগীয় কার্যালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, থানা/উপজেলার বিভিন্ন অফিস, জেলা কার্যালয়, ভূমি সংক্রান্ত, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা/ইউনিয়ন পর্যায়ের অফিসসমূহ, এনজিওসমূহ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। নিম্নে ছকটি দেখানো হলো:

শুনানীর জন্য গৃহীত অভিযোগ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/অধিদপ্তর/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অভিযোগের সংখ্যাঃ

অভিযোগসংশ্লিষ্ট কার্যালয়সমূহ		সংখ্যা
সরকারী	ইউনিয়ন পরিষদ	৩২
	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়	৩০
	পুলিশ সুপারের কার্যালয়	১৮
	সিটি কর্পোরেশন	১৬
	সহকারী কমিশনারের (ভূমি) কার্যালয়	১৪
	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	১৩
	পৌরসভা কার্যালয়	১২
	উপজেলা নির্বাহী অফিস	০৯
	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	০৯
	অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড	০৭
	জনতা ব্যাংক লিমিটেড	০৭
	জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস	০৭
	থানা	০৬
	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	০৬
	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, (এলজিইডি)	০৬
	পানি উন্নয়ন বোর্ড	০৫
	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	০৫
	বাংলাদেশ রেলওয়ে	০৫
	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	০৪
	ভূমি মন্ত্রণালয়	০৪
	গণপূর্ত বিভাগ	০৪
	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০৪
	পূবালী ব্যাংক লি:	০৪
	উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়	০৪
	সাব-রেজিস্ট্রি অফিস	০৪
	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	০৪

	কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট	০৩
	রূপালী ব্যাংক লিমিটেড	০৩
	বাংলাদেশ ব্যাংক	০৩
	নির্বাহী প্রকৌশলী দপ্তর বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ বিউবো	০৩
	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম	০৩
	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	০৩
	বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেড-কোয়ার্টার্স	০৩
	কাস্টমস, এক্সসাইজ ও ভ্যাট সার্কেল/ অফিস	০৩
	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	০৩
	আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী (ভিডিপি)	০৩
	সিভিল সার্জনের কার্যালয়	০৩
	সোনালী ব্যাংক লিমিটেড	০৩
	বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা	০১
	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়	০১
	বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট	০১
	উপজেলা ভূমি রেজিষ্ট্রি অফিস	০১
	তেজগাঁও উন্নয়ন সার্কেল	০১
	দুর্নীতি দমন কমিশন	০১
	বাংলাদেশ ডাক বিভাগ	০১
	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়	০১
	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	০২
	বন ভবন	০২
	জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট	০১
	জেলা পরিষদ	০২
	রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	০১
	শিক্ষা বোর্ড	০২
	উপজেলা পরিষদ	০১
	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	০১
	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড	০১
	প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	০২
	পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	০২
	ওয়াকফ প্রশাসক বাংলাদেশ এর কার্যালয়	০২
	খুলনা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট)	০২
	অর্থ মন্ত্রণালয়	০১
	বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন	০২

	অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালত	০১
	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ)	০১
	উপ-মহা পুলিশ পরিদর্শকের কার্যালয়	০২
	জাতীয় জাদুঘর, (সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়)	০১
	বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিউট	০১
	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো	০১
	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	০২
	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	০১
	নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগ	০১
	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	০১
	গণপূর্ত অধিদপ্তর	০১
	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন	০৩
	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	০১
	বিএসটিআই, তেজগাঁও	০১
	মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড	০১
	প্রাথমিক শিক্ষা অফিস	০১
	উপজেলা সমাজসেবা অফিস	০২
	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	০১
	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়	০১
	কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কুমিল্লা	০২
	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	০১
	জেলা শিক্ষা অফিস	০১
	চট্টগ্রাম ভেটেনারী ও এনিম্যাল সাইন্স বিশ্ববিদ্যালয়	০১
	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর	০১
	উপজেলা শিক্ষা অফিস	০১
	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়	০২
	তথ্য কমিশন	০২
	বাংলাদেশ সড়ক গবেষণাগার	০১
	উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়	০১
	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়	০২
	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	০১
	ইসলামিক ফাউন্ডেশন	০২
	সমবায় অধিদপ্তর	০১
	কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়	০১
	পরিবেশ অধিদপ্তর	০২
	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি:	০১

	বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ	০১
	মহাখালী কলেরা হাসপাতাল, ঢাকা	০১
	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়	০২
	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ	০৩
	নৌ পরিবহণ মন্ত্রণালয়	০২
	মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র	০১
	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	০১
	বাংলাদেশ পুলিশ সদর দপ্তর	০১
	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০	০১
	বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, আগারগাঁও	০১
	গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়	০১
	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	০২
	জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট, ঢাকা	০১
	আরডিআরএস	০১
	বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়	০১
	নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, সড়ক ও জনপথ বিভাগ	০২
	বিআরটিসি	০১
	জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন	০১
	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়	০১
	বাংলাদেশে চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন	০১
	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট	০১
	রংপুর মেডিকেল কলেজ, রংপুর	০২
	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	০১
	বিসিক ইলেকট্রোনিক্স	০১
	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়	০১
	উপজেলা এলজিইডি এর কার্যালয়	০১
	পরমাণু শক্তি কমিশন, আগারগাঁও	০২
	কাস্টম হাউজ, চট্টগ্রাম	০১
	সৈয়দপুর পওর বিভাগ, বাপাউবো	০১
	বিএসটিআই	০১
	জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়	০১
	পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন	০২
	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	০১
	সদর হাসপাতাল	০১
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়	০১

	ক্রীড়া পরিদপ্তর	০১
	মোট-	৪০২
	বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১৬
	আর্থিক প্রতিষ্ঠান	১৫
	এনজিও	০২
	ইন্সুরেন্স কোম্পানি	০২
	মোট=	৩৫
	সর্বমোট =	৪৩৭+০১টি (স্ব-প্রণোদিত)

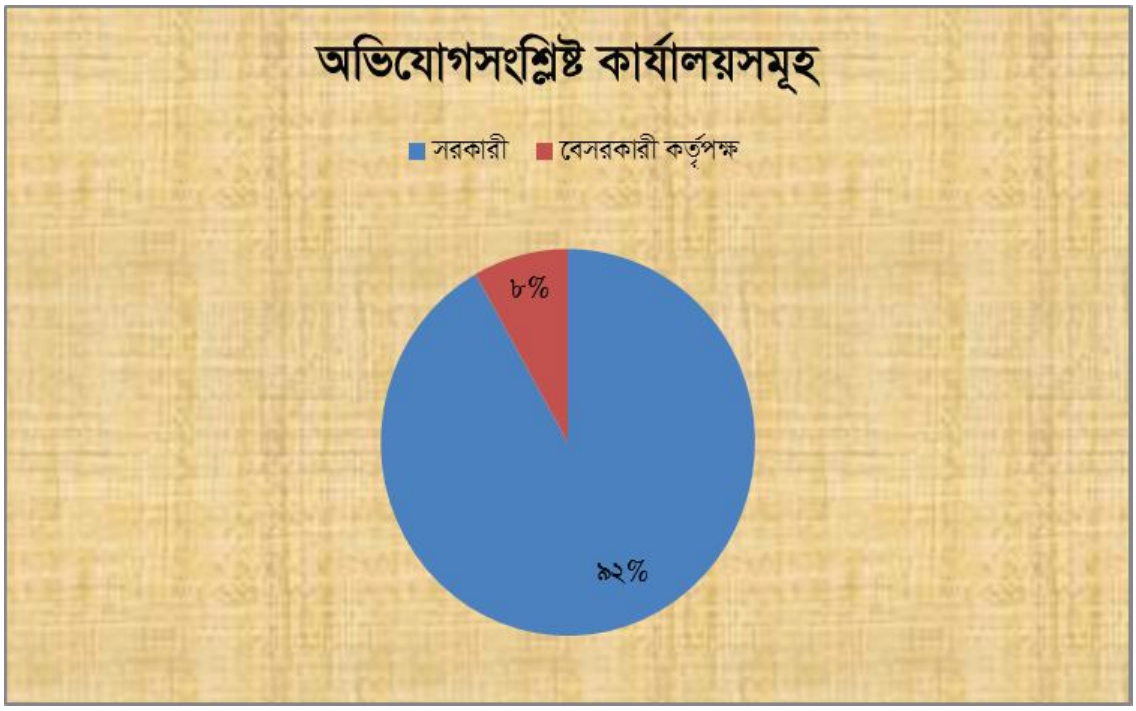

৫.১১ (খ). মোট অভিযোগকারীর মধ্যে নারী-পুরুষ শ্রেণিভেদ : ২০১৮ সালে তথ্য কমিশনে মোট দায়েরকৃত অভিযোগের সংখ্যা ৭৩১টি ও স্ব-প্রণোদিত ০১ টি। মোট ২০৫ জন অভিযোগকারী ৭৩১ টি অভিযোগ দায়ের করেছেন। তন্মধ্যে ১৮৪ জন অভিযোগকারী পুরুষ ও ২১ জন অভিযোগকারী নারী যা নিম্নের ছকে দেখানো হলো:

পুরুষ	১৮৪
নারী	২১
মোট	২০৫

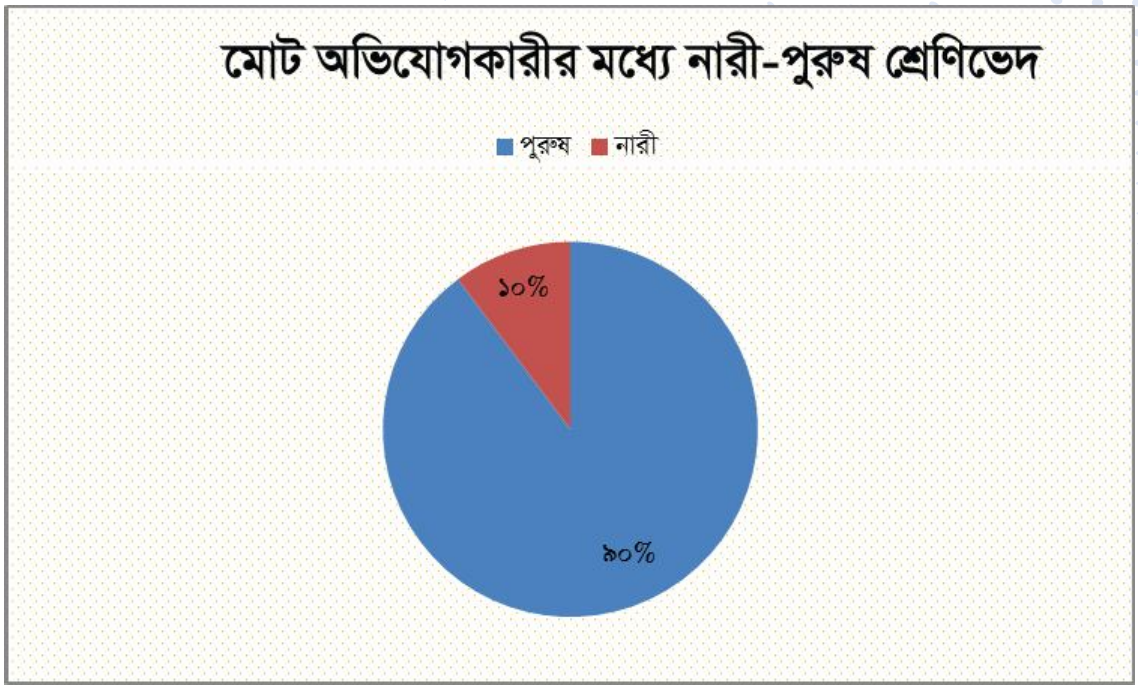

৫.১১. (গ). শুনানীর জন্য গৃহীত অভিযোগসমূহে যাচিত তথ্যের বিস্তারিত বিবরণঃ

চাহিত তথ্যের বিষয়	অভিযোগ সংখ্যা
দরপত্র বিজ্ঞপ্তি ও বিজ্ঞাপন বিষয়ক তথ্য	২৯
চাকুরী নিয়োগ সংক্রান্ত	২২
অফিস আদেশের কপি সংক্রান্ত	০৩
বদলী সংক্রান্ত	০২
বেতন স্কেল/গ্রেড/বেতন পাওয়া সংক্রান্ত	০২
সম্মানি ভাতা সংক্রান্ত	০২
অফিসিয়াল চিঠি পাওয়া সংক্রান্ত	০১
বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত	০১
বিসিএস পরীক্ষা সংক্রান্ত	৩০
ভূমি সংক্রান্ত	৩৯
হাসপাতালের ফি, আয় ব্যয় সংক্রান্ত	০৩
তদন্ত প্রতিবেদনের অগ্রগতি সংক্রান্ত	০২
মোবাইল ট্রেকিং ও ছিনতাই সংক্রান্ত	০১
প্রধান শিক্ষক পদায়ন সংক্রান্ত	০১
পরীক্ষার ফলাফল সংক্রান্ত	০১
নিয়োগ সংক্রান্ত	১১
প্রতিষ্ঠানের আয় ব্যয় সংক্রান্ত	০৭
প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন রেজুলেশনের কপি সংক্রান্ত	০১
সভার কার্যবিবরণী সংক্রান্ত	০২
বিদ্যালয়ের বই বিতরণ ও আয়ব্যয় সংক্রান্ত	০১

প্রকল্প বাস্তবায়ন	০৩
দরপত্র সংক্রান্ত	১০
তথ্য কমিশনের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে তথ্য না দেয়া সংক্রান্ত	২৬
তথ্য কমিশনের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে আংশিক তথ্য প্রদান সংক্রান্ত	২০
বিদ্যুৎ বিল সংক্রান্ত	০৮
বাধ নির্মাণ সংক্রান্ত	০১
প্রকল্পের অনুমোদন বরাদ্দ, ব্যয় সংক্রান্ত	০৩
জমি দখল ও স্থাপনা উচ্ছেদ সংক্রান্ত	০২
জরিপ/সেটেলমেন্ট সংক্রান্ত	০৪
লিজ সংক্রান্ত	০৩
ভূমি মন্ত্রণালয় কর্মকর্তা/কর্মচারী সম্পর্কিত	০২
রেজিস্ট্রেশন অফিসের দলিল সংক্রান্ত	০২
থানায় অভিযোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়	০৪
থানায় জিডি সংক্রান্ত	০২
থানায় তদন্ত সংক্রান্ত	০২
মামলা সংক্রান্ত	১১
বিদ্যুৎ সংক্রান্ত (বিল/মিটার)	০১
পল্লী বিদ্যুৎ সংযোগ সংক্রান্ত	০২
আনসার ও ভিডিপি নির্বাচনের দায়িত্ব পালন সংক্রান্ত	০২
কারাগার কয়েদি সংক্রান্ত	০১
হাসপাতাল ঔষধ ক্রয় সংক্রান্ত	০৩
হাসপাতাল কর্মচারীর তথ্য সংক্রান্ত	০১
মেডিকেল কলেজ ভর্তির তথ্য সংক্রান্ত	০১
মেডিকেল কলেজ কর্মচারীর তালিকা সংক্রান্ত	০২
বিদ্যালয়/কলেজ ছাত্র ভর্তি সংক্রান্ত	০৩
মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রশ্নপত্র ও নম্বর সংক্রান্ত	০২
কলেজ শিক্ষক সংক্রান্ত তথ্য	০২
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপবৃত্তি সংক্রান্ত তথ্য	০২
কলেজের আয় ব্যয় সংক্রান্ত	০১
মাদ্রাসা শিক্ষক নিয়োগ ও তালিকা সংক্রান্ত	০২
মাদ্রাসা ব্যয়/বাজেট সংক্রান্ত	০২
এতিমখানা ব্যয়/ছাত্রদের বিষয়ে তথ্য	০২
বিশ্ববিদ্যালয় অনিয়ম/ কর্মকর্তার তালিকা	০৩
সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার কার্যক্রম সংক্রান্ত	০৩
পৌরসভার রাস্তা মেরামত সংক্রান্ত	০১
জেলা পরিষদ সংক্রান্ত তথ্য	০১
ইউপি সচিব সংক্রান্ত তথ্য	০১
জন্ম/মৃত্যু নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্য	০২
ব্যাংক ঋণ সংক্রান্ত	১৪
চিকিৎসা সেবা, ঔষধ সংক্রান্ত	০২

যুব ঋণ সংক্রান্ত	০১
ভিক্ষুক পুনর্বাসন সংক্রান্ত	০২
মানচিত্র সংক্রান্ত	০১
প্রতিষ্ঠানের জনবল ও বেতন বোনাস সংক্রান্ত	০১
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না করা সংক্রান্ত	০১
বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ও সার্টিফিকেট সংক্রান্ত	০১
অধ্যক্ষের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও জীবন বৃত্তান্ত	০১
হাসপাতালের লাইসেন্স সংক্রান্ত	০১
বেতন ভাতা ও বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত	০১
কালভার্ট ও বাধ নির্মাণ সংক্রান্ত	০২
আনসার প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত	০১
সমিতির আয় ব্যয় সংক্রান্ত	০১
মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা ও তালিকা সংক্রান্ত	০৪
পণ্য পরিবহণের জন্য পতাকাবাহী কন্টেইনার জাহাজ সংক্রান্ত	০৩
ঔষধ ক্রয় সংক্রান্ত	০১
বিদ্যালয়ের বেতন ভাতা ও বিলের ছায়ালিপি	০১
ব্যাংকের অর্থ বিনিয়োগ সংক্রান্ত	০১
পাথর আমদানী সংক্রান্ত	০১
বিভিন্ন তালিকা সংক্রান্ত	০১
ব্যাংক হিসাব সংক্রান্ত	০১
অবৈধ স্থাপনা/দখলকারীদের উচ্ছেদ	০১
ভুল অসত্য ও বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান	০১
অফিস আদেশ ও প্রজ্ঞাপন জারি সংক্রান্ত	০১
ক্রীড়া সংক্রান্ত	০১
আবেদনের প্রেক্ষিতে গৃহীত ব্যবস্থাদির তথ্যাদি সংক্রান্ত	০৩
দলিলের জাবেদা ফরম সংক্রান্ত	০১
আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগ সংক্রান্ত	০১
ADP এর বরাদ্দ সংক্রান্ত	০১
নদীর সীমানা সংক্রান্ত	০১
ইউনিয়নের আয় ব্যয় সংক্রান্ত	০১
রাস্তার নির্মাণ সংক্রান্ত	০৩
অবৈধ পলিথিন সংক্রান্ত	০২
পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের তালিকা সংক্রান্ত	০১
যানবাহন নিলামে বিক্রয় সংক্রান্ত	০১
ইউনিয়নে বরাদ্দকৃত টাকার হিসাব ও ব্যয় বিবরণী	০১
ব্যাংকের কাস্টমার সার্ভিসের সেবা সংক্রান্ত	০১
নিবন্ধিত বিদ্যালয়ের তালিকা সংক্রান্ত	০১
তদন্তের কপি ও গৃহীত ব্যবস্থা	০২
প্রতিবন্ধী ভাতা সংক্রান্ত	০১
আর্থিক সহায়তা ও অনুদান সংক্রান্ত	০২

কাবিখা, কাবিটা, টিআর ও বিশেষ বরাদ্দ সংক্রান্ত	০৩
পরিবেশ ও অবস্থানগত ছাড়পত্র সংক্রান্ত	০১
গ্যাস সংযোগ সংক্রান্ত	০২
বহুতল ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত	০৩
অডিট আপত্তি সংক্রান্ত	০১
মার্তৃত্বকালীন ভাতা সংক্রান্ত	০১
বীমা সংক্রান্ত	০২
ভ্যাট সংক্রান্ত	০১
নির্মান সংক্রান্ত	১২
প্রকল্প সংক্রান্ত	১২
এলজিএসপি বরাদ্দ/ব্যয় সংক্রান্ত	১২
ইটভাটা লাইসেন্স সংক্রান্ত	০৩
মোটরযান সংক্রান্ত	০২
এনজিও সংক্রান্ত	০২
BSTI এর পরিদর্শন কার্যক্রম সংক্রান্ত	০১
নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ১৫-১৬ অর্থ বছরে ব্যয় সংক্রান্ত	০১
একটি বাড়ি একটি খামার সংক্রান্ত	০১
সমাজ সেবা সংক্রান্ত	০১
প্রতিষ্ঠান/কোম্পানি শ্রমিক সংক্রান্ত তথ্য	০১
বনায়ন কর্মসূচী সংক্রান্ত	০১
সর্বমোট	৪৩৭ + ০১ (স্ব-প্রনোদিত)=৪৩৮

৫.১২. শুনানীর জন্য গৃহীত না হওয়া অভিযোগসমূহের বিশ্লেষণঃ

তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহের মধ্যে ২০১৮ সালে ৭৩১ টি অভিযোগের মধ্যে ৪৩৭টি অভিযোগ শুনানীর জন্য আমলে নেওয়া হয়েছে। ৪৬টি অভিযোগ বিবেচনাধীন রয়েছে, ১টি অভিযোগের ক্ষেত্রে অতি সাধারণ তথ্য বিবেচনায় সরাসরি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য দেয়ার নির্দেশনা দিয়ে নিস্পত্তি করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ২৪৬টি অভিযোগ বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়নি এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

৫.১২. (ক). অভিযোগ শুনানীর জন্য গ্রহণ না করার কারণঃ

ক্রমিক নং	বিষয়	সংখ্যা
১.	অভিযোগকারী আপীল আবেদন ছাড়াই সরাসরি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়েরকরণ-	২৫
২.	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৭ অনুযায়ী যাচিত তথ্য প্রদানযোগ্য না হওয়ায়-	১৭
৩.	আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী যথাযথ প্রতীয়মান হওয়ায়-	১
৪.	যাচিত তথ্যের বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা/জবাব/সরবরাহকৃত তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী যথাযথ প্রতীয়মান হওয়ায়-	১৭
৫.	যথাযথ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবরে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন এবং যথাযথ আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন না করায়-	১০

৬.	অভিযোগ দায়েরের পরে তথ্য প্রাপ্ত হওয়ায় এবং অভিযোগকারী প্রত্যাহার করায়-	০৪
৭.	আবেদনকারীর তথ্যপ্রাপ্তির আবেদনে পূর্ণাঙ্গ স্থায়ী ঠিকানা উল্লেখ না থাকায়-	০৪
৮.	যাচিত তথ্যের জন্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩(ক) প্রযোজ্য হওয়ায়-	১৩
৯.	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ২(খ) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ না হওয়ায়-	০৪
১০.	একাধিক তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের জন্য একটি আপীল আবেদন করে কমিশনে অভিযোগ দায়ের-	০৩
১১.	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর ৪(২) অনুযায়ী যাচিত 'মতামত' সংক্রান্ত হওয়ায় -	০৬
১২.	পূর্বের অভিযোগ রিভিউ করার সুযোগ না থাকায়-	০৫
১৩.	তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ও আপীল আবেদন ছাড়াই তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়েরকরণ-	১৩
১৪.	যাচিত তথ্য দীর্ঘ সময় পুরোনো হওয়ায়-	০২
১৫.	ভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট তথ্য চেয়ে কমিশনে আপীল করেছেন-	০২
১৬.	সরাসরি তথ্যপ্রাপ্তি সংক্রান্ত অভিযোগ নয় (অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত)-	০৯
১৭.	যাচিত তথ্য বিচারাধীন মামলা সংশ্লিষ্ট হওয়ায়-	০২
১৮.	যাচিত তথ্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সম্পর্কিত না হওয়ায়-	০২
১৯.	যাচিত তথ্যাদি অভিযোগকারী কর্তৃক প্রাপ্তির প্রমাণ থাকায়-	০১
২০.	যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন না করায় -	০৫
২১.	অভিযোগের সাথে তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন ও আপীল আবেদন সংযুক্ত না থাকায়-	০৩
২২.	যাচিত তথ্য ফৌজদারি অপরাধ সংক্রান্ত হওয়ায়-	০১
২৩.	অভিযোগকারী একই ব্যক্তি বরাবর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ও আপীল আবেদন দাখিল করেছেন-	০৬
২৪.	আপীল আবেদন সংযুক্ত না থাকায়-	০২
২৫.	ব্যক্তিগত নিরাপত্তার বিষয় জড়িত হওয়ায়-	০১
২৬.	একই কর্তৃপক্ষের কাছে ভিন্ন কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট তথ্য চাওয়ায়–	০১
২৭.	অভিযোগকারী প্রাপ্ত তথ্যে অসন্তুষ্ট হওয়ার সুস্পষ্ট কারণ উল্লেখ না করায়–	০২
২৮.	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী নোটশীট তথ্য না হওয়ায়-	০১
২৯.	যাচিত তথ্য দাঃ কঃ কর্তৃক অভিযোগকারীকে সরবরাহ করায়-	০১
৩০.	সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩২ অনুযায়ী আওতা বহির্ভূত হওয়ায়-	০১
৩১.	একই আবেদনে একাধিক অভিযোগ দাখিল করায়-	০১
৩২.	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যুক্তিসঙ্গত তথ্যমূল্য আদায় -	০১
৩৩.	অভিযোগকারী কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্যে ভুলগুলো স্পষ্টকরণ না করায়-	০১
৩৪.	যাচিত তথ্য সুনির্দিষ্ট/সুস্পষ্ট না হওয়ায়-	১৯
৩৫.	তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন না করে সরাসরি আপীল করে কমিশনে অভিযোগ দায়ের করায় -	০১
৩৬.	যাচিত তথ্য সংশ্লিষ্ট প্রমাণাদি নেই -	০১
৩৭.	যথাযথ দাঃ কঃ বরাবর আবেদন না করায়-	০৫
৩৮.	যথাযথ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবরে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করা হয়নি এবং আপীল আবেদন ছাড়াই তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করায়	০১

৩৯.	যথাযথ আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন না করায়-	২৭
৪০.	তথ্য প্রাপ্তির আবেদনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নাম ও পদবী সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকায়-	১১
৪১.	যাচিত তথ্য প্রদানযোগ্য না হওয়ায়-	০২
৪২.	অন্যান্য কারণ	১২

শুনানীর জন্য গৃহীত না হওয়া অভিযোগ বিশ্লেষণে প্রাপ্ত ফলাফল:

তথ্য কমিশনে বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার জনগণ কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, যাচিত তথ্যের মধ্যে বেশিরভাগ তথ্যই, তথ্য প্রাপ্তির আবেদন বা আপীল আবেদন ছাড়াই তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করে থাকেন এমন, সরাসরি তথ্যপ্রাপ্তি সংক্রান্ত অভিযোগ নয় এমন অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রার্থিত তথ্যটি সংরক্ষিত না থাকায় এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন না করায় শুনানীর জন্য কমিশন কর্তৃক গৃহীত হয়নি। দাখিলকৃত অভিযোগের বেশিরভাগ তথ্যই সরকারি দপ্তরের তথ্যের জন্য। সরকারি দপ্তরসমূহের মধ্যে মন্ত্রণালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা কার্যালয় এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ধরণের প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পর্যালোচনায় আরো প্রতীয়মান হয় যে, জনসাধারণের মাঝে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে আগ্রহ থাকলেও আইনটি ব্যবহারের প্রক্রিয়া সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার অভাব রয়েছে। সরকারি-বেসরকারি কর্তৃপক্ষের মাঝেও আইনের সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় তথ্য প্রদান প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে। কিছু ক্ষেত্রে তথ্য কমিশন কর্তৃক সমন বা পত্র প্রদান করা হলে দ্রুততার সাথে আবেদনকারীর নিকট তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে।

৫.১২. (খ). অভিযোগ শুনানীর জন্য গ্রহণ না করার উল্লেখযোগ্য ১০ টি কারণঃ

ক্রমিক নং	বিষয়	সংখ্যা
১.	যথাযথ আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন না করায়-	২৭
২.	অভিযোগকারী আপীল আবেদন ছাড়াই সরাসরি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়েরকরণ-	২৫
৩.	যাচিত তথ্য সুনির্দিষ্ট/সুস্পষ্ট না হওয়ায়-	১৯
৪.	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৭ অনুযায়ী যাচিত তথ্য প্রদানযোগ্য না হওয়ায়-	১৭
৫.	যাচিত তথ্যের বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা/জবাব/সরবরাহকৃত তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী যথাযথ প্রতীয়মান হওয়ায়-	১৭
৬.	যাচিত তথ্যের জন্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩(ক) প্রযোজ্য হওয়ায়-	১৩
৭.	তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ও আপীল আবেদন ছাড়াই তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়েরকরণ-	১৩
৮.	তথ্য প্রাপ্তির আবেদনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নাম ও পদবী সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকায়-	১১
৯.	যথাযথ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবরে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন এবং যথাযথ আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন না করায়-	১০
১০.	সরাসরি তথ্যপ্রাপ্তি সংক্রান্ত অভিযোগ নয় (অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত)-	০৯
১১.	মোট	১৬১

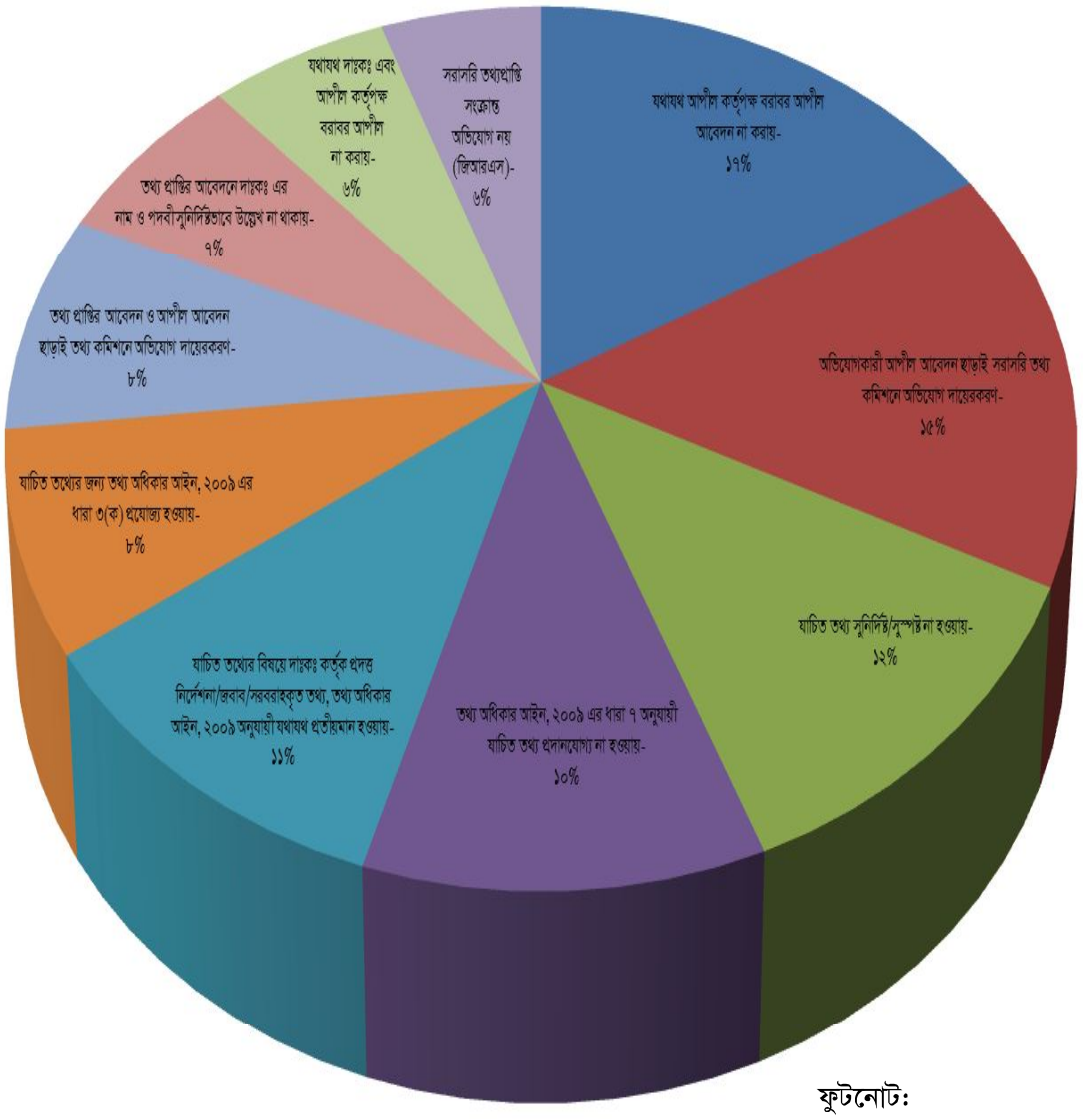

ফুটনোট:

* দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (দাঃকঃ)
* অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত (জিআরএস)

অভিযোগ শুনানীর জন্য গ্রহণ না করার উল্লেখযোগ্য ১০ টি কারণ

৫.১৩ তথ্য কমিশন কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরূদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ

তথ্য কমিশন নাগরিকগণ কর্তৃক তথ্যপ্রাপ্তি সংক্রান্ত দায়েরকৃত অভিযোগসমূহের শুনানী গ্রহণ করে এবং আইনানুযায়ী কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দোষী সাব্যস্ত হলে অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় তার প্রতি ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়, জরিমানা করা হয় ও উপযুক্ত ক্ষেত্রে তথ্য সরবরাহ না করাকে অসদাচরণ গণ্য করে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি সুপারিশ করা হয়। ২০১১-২০১৮ সাল পর্যন্ত মোট ৫৪ টি অভিযোগের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে শাস্তি (ক্ষতিপূরণ/জরিমানা/ বিভাগীয় শাস্তি) প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে ২০১১-২০১৫ সাল পর্যন্ত ০৯টি অভিযোগের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে শাস্তি প্রদান করা হয়। ২০১৬ সালে ০৬ টি অভিযোগের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে শাস্তি প্রদান করা হয়। ২০১৭ সালে ২৯টি অভিযোগের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে শাস্তি প্রদান করা হয় এবং ২০১৮ সালে ১০টি অভিযোগের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে শাস্তি প্রদান করা হয়।

ক্ষতিপূরণ ও বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আদেশঃ

- কুমিল্লা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর সর্ব জনাব ছফিউল্লাহ মীর, জনাব আবু কাউছার মজুমদার, জনাব মোঃ আবু বকর ছিদ্দিক ও জনাব মোঃ শাহজাহান মোট ০৪ (চার) জনের প্রত্যেককে ক্ষতিপূরণ বাবদ ১০০০/- (এক হাজার টাকা) করে অভিযোগকারীকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও কুমিল্লা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে নকল সংগ্রহের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের চেষ্টা করায় এবং যথাসময়ে কপি সরবরাহ না করায় উক্ত ০৪ (চার) জন সহ আরও কোন কর্মকর্তা জড়িত থাকলে তাদের বিরূদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা অনুযায়ী বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার সুপারিশ করা হয়েছে। (তথ্য কমিশনের অভিযোগ নং ৬৩/২০১৮, সিদ্ধান্তের তারিখঃ ১০-০৪-২০১৮)

জরিমানার আদেশঃ

- জনাব মোঃ রেজাউল করিম, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), পঞ্চসার ইউনিয়ন পরিষদ, মুন্সিগঞ্জ সদর, মুন্সিগঞ্জ কে ৫০০/- (পাঁচশত টাকা) জরিমানা করা হয়।(তথ্য কমিশনের অভিযোগ নং ৭৫/২০১৮(স্ব-প্রণোদিত), সিদ্ধান্তের তারিখঃ ২২-০৩-২০১৮)
- জনাব মোঃ রায়হান কাওছার, সহকারী প্রশাসক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ওয়াকফ প্রশাসক বাংলাদেশ এর কার্যালয়, ৪ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা, বাংলাদেশ কে ৫০০০/- টাকা জরিমানা প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়। (তথ্য কমিশনের অভিযোগ নং ১৩০/২০১৮, সিদ্ধান্তের তারিখঃ ০৩-০৭-২০১৮)
- জনাব মোঃ বোরহান উদ্দিন রব্বানী, প্রভাষক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), চরশাহী ইসলামিয়া আলীম মাদ্রাসা, পো: চরশাহী, লক্ষ্মীপুর সদর কে ৫০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা) জরিমানা প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়। (তথ্য কমিশনের অভিযোগ নং ১৪৫/২০১৮, সিদ্ধান্তের তারিখঃ ১০-১০-২০১৮)
- জনাব আহামদ শফি, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, এলজিইডি, ফেনী-কে ৫০০০/- টাকা জরিমানা প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়। (তথ্য কমিশনের অভিযোগ নং ১৮৪/২০১৮, সিদ্ধান্তের তারিখঃ ০৬-০৮-২০১৮)
- জনাব মো: জাকির হোসেন, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(আরটিআই), ৩নং সিংহঝুলী ইউনিয়ন পরিষদ, সিংহঝুলী, চৌগাছা, যশোর -কে ১০০/- (একশত) টাকা জরিমানা প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়। (তথ্য কমিশনের অভিযোগ নং ২২০/২০১৮, সিদ্ধান্তের তারিখঃ ০২-০৭-২০১৮)
- জনাব মুসা মুহ: হাসান আকতার সিদ্দিকী, রাজস্ব কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বিভাগীয় কর্মকর্তার কার্যালয়, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ডিইপিজেড (পূর্ব/পশ্চিম), সাভার, ঢাকা কে ১০০০/- টাকা জরিমানা প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়। (তথ্য কমিশনের অভিযোগ নং ২২৯/২০১৮, সিদ্ধান্তের তারিখঃ ২২-০৭-২০১৮)

- জনাব মোঃ আনারুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), তেলকুপি জমিলা স্মরণী কারিগরী ও ভকেশনাল স্কুল, পোঃ মোল্লাটোলা, শিবগঞ্জ, চাঁপানবাবগঞ্জ কে ৫০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা) জরিমানা প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়। (তথ্য কমিশনের অভিযোগ নং ২৯৮/২০১৮, সিদ্ধান্তের তারিখঃ ১০-১০-২০১৮)

- জনাব মো: তৌফিকুল ইসলাম (রবিন), পূর্বতন অধ্যক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জিনিয়াস এডুকেশন কমপ্লেক্স করগাঁও, কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ-কে য়ী ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা জরিমানা প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়। (তথ্য কমিশনের অভিযোগ নং ৩১৪/২০১৮, সিদ্ধান্তের তারিখঃ ১৯-০৯-২০১৮)

ক্ষতিপূরণের আদেশঃ

- জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম খান, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ০৪ নং ধুলিয়ানী ইউনিয়ন পরিষদ, যশোর কে ক্ষতিপূরণ হিসেবে অভিযোগকারীকে ৩০০/-(তিনশত টাকা) প্রদান করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। (তথ্য কমিশনের অভিযোগ নং ১২০/২০১৮, সিদ্ধান্তের তারিখঃ ১৬-০৪-২০১৮)

  উল্লেখ্য, জরিমানা ও ক্ষতিপূরণের আদেশ সংক্রান্ত কতিপয় সিদ্ধান্তপত্র অধ্যায়-৬ এর পরিশিষ্ট (ঘ)-তে সংযুক্ত করা হয়েছে।

৫.১৪ তথ্য কমিশন ঃ উল্লেখযোগ্য কেস স্টাডিসমূহ

কেস স্টাডিঃ ১

তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে তথ্য পেলেন জনাব পঙ্কজ কুমার মন্ডল

অভিযোগকারী ০৮-১১-২০১৭ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব প্রবীর কুমার গোস্বামী, নির্বাহী প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, কারবালা রোড, যশোর বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর, যশোর পওর বিভাগ, বাপাউরো, কারবালা রোড, যশোর এর ১৫ মে ২০১৭ তারিখের স্মারক নং-১৫৯৪ মোতাবেক যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার সুফলাকাটি ইউপি-শৈলগাতি কাকবাঁধাল রাস্তার ২৩০০ মিটার হতে ৬৮০০ মিটারের যে অংশটি পাকা করার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, যশোর-কে যে ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে, উক্ত রাস্তার ম্যাপ।**

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৮-১২-২০১৭ তারিখে জনাব অখিল কুমার বিশ্বাস, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কার্যালয়, যশোর পওর সার্কেল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, নূরনগর, খুলনা বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরেও কোন প্রতিকার না পেয়ে অভিযোগকারী ২২-০১-২০১৮ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

১১-০২-২০১৮ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয় এবং অভিযোগের বিষয়ে ১৯-০৩-২০১৮ তারিখে শুনানী গ্রহণ করা হয়। কমিশনে অভিযোগ দায়ের করার পর অভিযোগকারী তথ্যপ্রাপ্ত হোন এবং অভিযোগটি প্রত্যাহারের আবেদন জানান। কমিশন সংশ্লিষ্ট আবেদনটি মঞ্জুরপূর্বক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অব্যাহতি প্রদান করেন।

এ অভিযোগটি দায়ের ও নিষ্পত্তি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সরকার দেশে যেসকল উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সম্পাদন করছে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে সেগুলোর বিষয়ে জানা যাবে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে।

কেস স্টাডিঃ ২

তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ থেকে তথ্য পেলেন জনাব মো: আক্তারুজ্জামান

অভিযোগকারী ১৭-১০-২০১৭ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে সহকারী পোস্টমাস্টার জেনারেল (স্টাফ) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, পোস্টমাষ্টার জেনারেলের কার্যালয় দক্ষিণাঞ্চল, খুলনা-৯০০০ বরাবর রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

পোস্টমাষ্টার জেনারেলের কার্যালয়, দক্ষিণাঞ্চল, খুলনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আহ্বানকৃত দরপত্র ও বিজ্ঞাপন বিষয়ক তথ্য:

উম্মুক্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং- ০১/২০১৫-১৬

নথি নং-এসডি/ইউ-টেন্ডার/২০১৫-১৬

তারিখ- ২০/০১/২০১৬ ইং

ক) **উল্লেখিত নম্বরের দরপত্র বিজ্ঞপ্তিটি যেসব জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে সেসব পত্রিকার নাম।**
খ) **বিজ্ঞপ্তি যে তারিখে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে সেই তারিখ।**
গ) **যে প্রতিষ্ঠান কার্যাদেশ পেয়েছে তাদের নাম ও ব্যবসায়িক ঠিকানা।**
ঘ) **যে কয়টি সিডিউল জমা পড়েছিলো তার বিস্তারিত তথ্য।**
ঙ) **দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সিদ্ধান্তপত্র।**
চ) **বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশের পর পত্রিকা কর্তৃপক্ষ যে বিল/ ভাউচারের মাধ্যমে বিজ্ঞাপনের বিলের টাকা দাবী করেছে সেই বিল দাবীর কাগজ।**
ছ) **প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশের ক্ষেত্রে পত্রিকার পক্ষ থেকে দাবীকৃত বিলের টাকা পরিশোধের পে-অর্ডার বা অনুরূপ প্রমাণপত্র।**

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৩-১১-২০১৭ তারিখে পোস্টমাষ্টার জেনারেল ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, পোস্টমাষ্টার জেনারেল কার্যালয়, দক্ষিণাঞ্চল, খুলনা-৯০০০ বরাবর রেজিস্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরেও কোন প্রতিকার না পেয়ে অভিযোগকারী ২২-০১-২০১৮ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

১১-০২-২০১৮ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ২০-০৩-২০১৮ তারিখ শুনানী গ্রহণ করা হয়।

অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে দেখা যায়, অভিযোগকারী পোস্ট মাস্টার জেনারেল এর কার্যালয়, দক্ষিণাঞ্চল, খুলনা-৯০০০-এ দরপত্র সংক্রান্ত তথ্য চান এবং নির্ধারিত তারিখে কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানীতে দেখা যায়, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীকে সকল তথ্য সরবরাহ করেছেন।

এছাড়াও কমিশনের আরও অন্যান্য অভিযোগ পর্যালোচনান্তে দেখা যায়, আবেদনকারীগণ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দরপত্র সংক্রান্ত তথ্যের জন্য আবেদন করছেন এবং তথ্য পাচ্ছেন যার মাধ্যমে সরকারী ক্রয় কার্যক্রমের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং জবাবদিহিতা সুদৃঢ় হচ্ছে।

কেস স্টাডিঃ ৩ ঃ

তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে বি.এস.টি.আই থেকে তথ্য পেলেন জনাব সুইটি আক্তার

আবেদনকারী ০৩-০১-২০১৮ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বিএসটিআই, তেজগাঁও, ঢাকা বরাবর রেজিষ্ট্রিকৃত ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন-

ক) **আদাবর-১৬ এবং সুনিবিড় এলাকায় বাজারে ব্যবসায়ীরা পণ্যের মূল্য তালিকা প্রদর্শন করেনা, এর প্রেক্ষিতে বিএসটিআই তাদের বিরূদ্ধে কী ব্যবস্থা নিয়েছে সে সংক্রান্ত তথ্য।**

খ) **বিএসটিআই কর্তৃক পণ্যের মান ও মূল্য নির্ণয়ে বাজার পরিদর্শনের যে নিয়ম রয়েছে সে সংক্রান্ত তথ্য।**

গ) **আদাবর ১৬ ও সুনিবিড় এলাকার বাজার কত দিন অন্তর অন্তর পরিদর্শন করা হয়, জানুয়ারি-ডিসেম্বর, ২০১৭ সময় কালে কয়বার বাজার পরিদর্শন করা হয়েছে ও এ সময়ে কার বিরূদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে সে সংক্রান্ত তথ্য।**

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৮-০২-২০১৮ তারিখে জনাব সরদার আবুল কালাম, মহাপরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), বিএসটিআই, ঢাকা বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরেও কোন প্রতিকার না পেয়ে অভিযোগকারী ১৭-০৪-২০১৮ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

তথ্য কমিশনের গত ১০-০৫-২০১৮ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ০২-০৭-২০১৮ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়। উক্ত ০২-০৭-২০১৮ তারিখেই অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পক্ষে প্রতিনিধির উপস্থিতিতে শুনানী গ্রহণ করা হয়।

শুনানীতে অভিযোগকারী তার বক্তব্যে অভিযোগের অনুরূপ বক্তব্য পেশ করেন। অভিযোগ দায়ের হলে তিনি তার যাচিত তথ্য পেয়েছেন মর্মে জানান। প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পক্ষে প্রতিনিধি তার বক্তব্যে, ইতোমধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীকে তার যাচিত তথ্যাদি সরবরাহ করেছেন মর্মে উল্লেখ করেন।

উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে ও দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারী বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউটে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেছিলেন পণ্যের মান, মূল্য প্রভৃতি সম্পর্কে। পণ্যসামগ্রী মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিস। এইসব দৈনন্দিন ব্যবহার্য সামগ্রীর মান, সঠিক মূল্য এগুলো সম্পর্কে জনসাধারণ সচেতন হলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের পণ্যের মান, মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কে সচেতন থাকবে। তথ্য অধিকার আইনের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে এসব বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব।

কেস স্টাডিঃ ৪

তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে তথ্য পেলেন অভিযোগকারী জনাব হারুন-অর-রশিদ বাদল

অভিযোগকারী জনাব হারুন-অর-রশিদ বাদল প্রধান তথ্য কমিশনার বরাবর একটি সাধারণ আবেদন দাখিল করে জানান, "একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প এর কিছু তথ্য প্রকল্পের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করলেও তথ্য অধিকার সংক্রান্ত কোন তথ্য বা তথ্য কর্মকর্তার নাম প্রকাশ করা হয় নাই। ফলে গাইবান্ধার স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায় কর্মরত সাংবাদিকবৃন্দ উক্ত প্রকল্পের কোন তথ্য প্রয়োজন মনে করলে কার কাছে তথ্য চাইবেন তা নিয়েও নানাভাবে হয়রানির শিকার হচ্ছেন। আবেদনকারী আরো উল্লেখ করেন যে, দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ পত্রিকার গাইবান্ধা প্রতিনিধি মো: আব্দুল কাফি সরকার, সাদুল্যাপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর একটি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেন। কিন্তু উপজেলা নির্বাহী অফিসার ২৪-০৯-২০১৭ তারিখে জনাব আব্দুল কাফি সরকার-কে তথ্য সরবরাহের অপরাগতার নোটিশ প্রেরণ করেন। একই তথ্য চেয়ে অবিরাম পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার জনাব ফয়সাল রহমান জনি ২৮-০৯-২০১৮ তারিখে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেন। পরবর্তীতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ২০-১১-২০১৭ তারিখে সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের বরাবর আবেদন করার জন্য অনুরোধ জানান। তথ্য কর্মকর্তাদের তালিকা ওয়েবসাইটে না থাকায় আবেদনকারী এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান তথ্য কমিশনারকে ২৭-০৩-২০১৮ তারিখে অনুরোধ জানান।

তথ্য কমিশনের গত ১০-০৫-২০১৮ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ০২-০৭-২০১৮ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়। ০২-০৭-২০১৮ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারী, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং উপপ্রকল্প পরিচালক হাজির ছিলেন।

শুনানীতে অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) না থাকায় তিনি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করতে পারছেন না। সাদুল্যাপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর একটি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করা হলে তিনি সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের বরাবর আবেদন করার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। সমন পাবার পর তিনি যাচিত তথ্যাদি পেয়েছেন।

প্রতিপক্ষ উপ-প্রকল্প পরিচালক তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ওয়েবসাইটে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তালিকা দেওয়া আছে। জেলা পর্যায়ে সকল এডিসি জেনারেল ফোকাল পয়েন্ট ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং উপজেলা পর্যায়ে সকল ইউএনও ফোকাল পয়েন্ট ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। তিনি অভিযোগকারীকে তার যাচিত তথ্য সরবরাহ করেছেন।

উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে ও দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য সরবরাহ করেছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য সরবরাহ করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়। তবে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নিজস্ব কর্মচারী নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত জেলা পর্যায়ে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করবেন মর্মে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রকল্প পরিচালকের পক্ষ থেকে জারি করা প্রয়োজন মর্মে তথ্য কমিশন মনে করে। কারণ ইতোমধ্যে অফিসের কার্যক্রম চালু হয়েছে এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১০(২) উপধারা অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা কর্তৃপক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক।

উপর্যুক্ত পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে দেখা যায় যে, বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী অফিস ছাড়াও সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম প্রকল্প আকারে চালিত হচ্ছে। এই সকল প্রকল্পের সফলতা/ব্যর্থতা দেশের উন্নয়নের মান নির্ধারক। বিভিন্ন জেলা/উপজেলা পর্যায়ে অফিস থাকলেও জনবল স্বল্পতার কারণে তথ্য অধিকার আইনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা সম্ভব হয়নি। বিষয়টি অভিযোগকারীর অভিযোগের মাধ্যমে কমিশনের গোচরীভূত হলে কমিশন বিষয়টি আমলে নেয়, শুনানী গ্রহণ করে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের নির্দেশনা দেয় এবং অভিযোগকারী তার যাচিত তথ্য প্রাপ্ত হোন। এর ফলে শুধু মাত্র গাইবান্ধা জেলায় নয়, সারাদেশেই জেলা ও উপজেলাওয়ারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। এসকল উন্নয়ন কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে কি না, অর্থ কিভাবে ব্যয় হচ্ছে এসব তথ্য, তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে জানার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলোর কার্যক্রম স্বচ্ছভাবে পরিচালনা করতে সহায়তা করছে। এই ধরনের সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত প্রকল্পগুলো যথাযথভাবে দুর্নীতিমুক্ত অবস্থায় পরিচালিত হলে দারিদ্র্য বিমোচন/ বিলোপের কাজ ত্বরান্বিত হবে এবং তথ্য অধিকারত আইন জারীর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জিত হবে।

কেস স্টাডিঃ ৫

তথ্য অধিকার আইনে উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয় হতে উন্নয়নমূলক কাজে সরকারের বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য পেলেন জনাব অরূপ রায়।

আবেদনকারী জনাব অরূপ রায় ২৮-০৫-২০১৮ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, ধামরাই, ঢাকা বরাবর রেজিষ্ট্রিকৃত ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ক) ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৫-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন তহবিল (এডিপি) ও থেকে বরাদ্দ বাবদ

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় থেকে ঢাকার ধামরাই উপজেলার বছর ভিত্তিক প্রাপ্ত বরাদ্দের পরিমাণ।

খ) ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দে উন্নয়নমূলক কাজে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে বছর ভিত্তিক তার পরিমাণ।

গ) ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে রাজস্ব খাত থেকে যে পরিমাণ অর্থ উন্নয়ন তহবিলেস্থানান্তর করা হয়েছে বছর ভিত্তিক তার পরিমাণ।

ঘ) ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সংসদের কোটায় যে বরাদ্দ পাওয়া গেছে বছর ভিত্তিক তার পরিমাণ।

ঙ) ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এডিপি, থেকে বরাদ্দ এবং সাংসদের কোটায় প্রাপ্ত বরাদ্দসহ রাজস্ব খাত থেকে উন্নয়ন তহবিলে স্থানান্তরিত অর্থ থেকে যেসব প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে বা হচ্ছে বছর ভিত্তিক সেই সব প্রকল্পের ধরনসহ (যেমন---টি সেতু----টি কালভার্ট-----টি ভবন----টি প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি) নাম, ঠিকানাম বরাদ্দের পরিমাণ ও সংখ্যা।

চ) ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কোটেশন বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যেসব প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে বছর ভিত্তিক সেইসব প্রকল্পের নাম, ঠিকানা ও বরাদ্দের পরিমাণ।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৪-০৭-২০১৮ তারিখে জনাব মোশারফ হোসেন, নির্বাহী প্রকৌশলী ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা বরাবর রেজিষ্ট্রিকৃত ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরেও কোন প্রতিকার না পেয়ে অভিযোগকারী ১৬-০৯-২০১৮ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

তথ্য কমিশনের গত ১৮-১০-২০১৮ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ১৪-১১-২০১৮ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে ও দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য মূল্য গ্রহণপূর্বক অভিযোগকারীকে তার যাচিত সকল তথ্য সরবরাহ করেছেন।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করায় অভিযোগটি নিস্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

উপরের অভিযোগটি থেকে দেখা যায়, জনাব অরূপ রায় উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, ধামরাইয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বছরভিত্তিক প্রকল্পের নাম, বরাদ্দ, ব্যয়, রাজস্ব খাত থেকে অর্থ উত্তোলনের পরিমাণ প্রভৃতি বিষয়ে জানতে চেয়ে আবেদন করেন এবং তথ্য অধিকার আইনে যাচিত তথ্য না পেয়ে কমিশনে অভিযোগ করেন। অভিযোগের প্রেক্ষিতে কমিশন কর্তৃক গ্রহণকৃত শুনানীর মধ্যে দিয়ে তিনি তথ্য প্রাপ্ত হোন। দেখা যায়, যাচিত তথ্যগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং যাচিত তথ্যগুলোর মাধ্যমে বরাদ্দ- ব্যয়ের হিসাব চেয়ে একটি জবাবদিহিতামূলক আবহ সৃষ্টি হয়েছে।

কেস স্টাডিঃ ৬

সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয় হতে তথ্য পেলেন আবেদনকারী জনাব মো: নূরু মিয়া

আবেদনকারী জনাব মো: নূরু মিয়া ৩১-০৫-২০১৮ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব মো: আবুল হাসেম, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), কিশোরগঞ্জ সদর বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১) উপজেলা ভূমি অফিস কিশোরগঞ্জ সদর ইং ০৩-০৪-২০১৮ তারিখে একটি ৩১.৪১.৪৮৪৯.০০০. ১০.০০১.১৭-৩৮৫ নং স্মারকে যে প্রতিবেদন দিয়াছেন উক্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করিয়াছেন। সি.এস ২৮ দাগে এবং

আর.এস ১৪৮৭ দাগে কিয়দংশ সি.এস ১২ ও ১৭৭ আর.এস ১৪৮৮ দাগে ভূমির সহিত নদীভূক্ত হইয়াছে উক্ত একিভূত ভূমির পরিমাণ কত একর ভূমি।

২) **উক্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী সি.এস দাগ নং ২৮ আর.এস দাগ নং ১৪৮৭ উক্ত দাগের পশ্চিম সীমানায় সি.এস ১২ দাগে নদীর প্রস্থ কত ফুট।**

৩) **উক্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী সি.এস দাগ নং ২৮ আর.এস দাগ নং ১৪৮৭ দাগে পূর্ব দক্ষিণ সীমানায় সি.এস ১৭৭ দাগের নদী প্রস্থ কত ফুট?**

৪) **উক্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী সি.এ দাগ নং ২৮ আর.এস দাগ ১৪৮৭. উক্ত দাগের পশ্চিম সীমানায় আর.এস দাগ নং ১৪৮৮ নদী দাগের প্রস্থ কত ফুট এবং সি.এস দাগ নং ২৮ আর.এস দাগ নং ১৪৮৭ নদী দাগের প্রস্থ কত ফুট।**

৫) **সি.এস দাগ নং ২৮ এর আর.এস দাগ নং ১৪৮৭ দাগের পশ্চিম সীমানায় বর্তমানে খননকৃত নদী প্রস্থ কত ফুট এবং উক্ত দাগে পূর্ব ও দক্ষিণ সীমানায় বর্তমানে খননকৃত নদী প্রস্থ কত ফুট।**

তথ্যপ্রাপ্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জনাব মো: আবুল হাসেম, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), কিশোরগঞ্জ সদর ১৪-০৬-২০১৮ তারিখে ৩১.৪১.৪৮৪৯.০০০.০৫.০০১.১৭-৭৪৬ নং স্মারকমূলে জনাব মো: নূরু মিয়া-কে **"আপনার চাহিত তথ্য দুটো টাস্ক ফোর্স প্রতিবেদন এবং সরেজমিন পরিমাপ সাপেক্ষে প্রদান করতে হবে"** মর্মে পত্র প্রেরণ করেন। যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৪-০৬-২০১৮ তারিখে জনাব মো: সারোয়ার মুর্শেদ চৌধুরী, জেলা প্রশাসক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ বরাবর আপীল আবেদন করেন। ০১-০৭-২০১৮ তারিখে জনাব মো: সারওয়ার মুর্শেদ চৌধুরী, জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ **"তথ্য অধিকার, ২০০৯ এর ২৪(৩)(ক) ধারামতে ক্ষেত্রসমূহের প্রাপ্যতা বিবেচনায় চাহিত তথ্য প্রদান করার জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি), কিশোরগঞ্জ সদরকে বলা হলো"** মর্মে আদেশপত্র জারি করেন। পরবর্তীতে কোন প্রতিকার না পেয়ে অভিযোগকারী ১৬-০৯-২০১৮ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

তথ্য কমিশনের গত ১৮-১০-২০১৮ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ১৪-১১-২০১৮ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়। শুনানীতে অভিযোগকারী তথ্য পেয়ে অভিযোগ প্রত্যাহারের আবেদন দিয়ে গরহাজির। প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য সরবরাহ করে তথ্য কমিশনে জবাব প্রেরণপূর্বক গরহাজির।

যেহেতু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করেছেন এবং অভিযোগকারী তথ্য পেয়ে অভিযোগ প্রত্যাহারের আবেদন দিয়েছেন সেহেতু অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায়, আবেদনকারী কিশোরগঞ্জ সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয়ে ভূমি ও নদীর সীমানা সংক্রান্ত কিছু তথ্য চান এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট তথ্য সরবরাহ করেন। এক্ষেত্রে তথ্য প্রদানের মাধ্যমে সীমানা সংক্রান্ত সংশয়গুলো দূর করা সম্ভব হয়েছে প্রাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে আবেদনকারী নদীর সীমানা ও ভূমির সীমানা বিষয়ে সঠিক ধারণা লাভ করতে পেরেছেন।

সাধারণ মন্তব্য:

উপর্যুক্ত অভিযোগগুলো ছাড়াও আরও বহু অভিযোগ রয়েছে যেগুলো কমিশন আমলে নিয়ে শুনানী গ্রহণ করেছে। অনেক ক্ষেত্রে শুনানী চলাকালেই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রদান করেছেন, অনেক ক্ষেত্রে কমিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য সরবরাহের নির্দেশনা দিয়েছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনের ধারা ০৭ এর অধীন তথ্য দেয়ার ক্ষেত্রে বারিত করা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কমিশন নাগরিকের আইনানুযায়ী প্রাপ্য তথ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সেক্ষেত্রে তথ্য প্রদানে অবহেলার কারণে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে শাস্তিও প্রদান করা হয়েছে। অভিযোগগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় নাগরিকগণ কর্তৃপক্ষসমূহের প্রতি বিভিন্ন বিষয়ে তথ্যের জন্য আবেদন

করেছেন - ভূমি, কৃষি, দরপত্র উন্নয়ন প্রকল্প, পরীক্ষার নম্বর, মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা, ব্যাংক একাউন্ট, চাকুরী আমদানী শিক্ষা, রাজস্ব, নিরাপত্তা বেষ্টনী ইত্যাদি সংক্রান্ত। তথ্যের আবেদন ও কমিশনের অভিযোগসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিভিন্ন সেক্টরে তথ্য চাওয়ার যে প্রবণতা নাগরিকদের মধ্যে তৈরি হয়েছে তা অব্যাহত থাকলে কর্তৃপক্ষসমূহের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা আসবে, দুর্নীতি হ্রাস পাবে এবং তথ্য প্রদানের মাধ্যমে জনগণের প্রতি কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে, অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত হবে এবং জনগণের ক্ষমতায়ন হবে।

৫.১৫ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে পরিলক্ষিত প্রতিবন্ধকতা/চ্যালেঞ্জসমূহ:

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রণয়ন ও তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা খুব বেশি সময় আগের নয়। ইতোমধ্যে এই আইন প্রণয়ন ও কমিশন প্রতিষ্ঠার এক দশক হতে চলেছে। একটি আইনের বাস্তবায়নের জন্য ১০ বছর খুব বেশি সময় নয়। তার উপর এই আইনটির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াও ভিন্ন এর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কারণে, যেহেতু এই আইনটি জনগণ প্রয়োগ করবে রাষ্ট্রের উপরে। তাই এই আইনটির বাস্তবায়নের মাত্রাও ভিন্ন হবে এবং প্রতিবন্ধকতাগুলোও ভিন্নতর।

প্রথমত, আইনটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রথম বাঁধা হল আইনটি সম্পর্কে অজ্ঞতা। নতুন আইন হিসেবে সরকারি,বেসরকারি এমনকি এনজিওদের পক্ষ থেকে আইনটির প্রচার খুব বেশি নেই। এজন্য তথ্য কমিশন কাজ করে যাচ্ছে। যেহেতু জনগণ এটি প্রয়োগ করবে , তাই জনগণের মধ্যে এই আইনটি প্রচার ও প্রসার প্রয়োজন। অন্যান্য আইনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী বা রাষ্ট্রের পক্ষে অন্য কোন কর্তৃপক্ষ আইন প্রয়োগ করে, তাই জনগণের মাঝে সেটির প্রচার না থাকলেও চলে বা জনগণ সে ব্যাপারে ওয়াকিবহাল হয়ে যায়। কিন্তু জনগণ যে আইন প্রয়োগ করবে সে বিষয়ে জনগণের সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক প্রদেয় সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে আইনানুগ পথে চলতে বাধ্য করার জন্যই এই আইনের সঠিক প্রয়োগের কৌশল জনগণকে শিখতে হবে।

দ্বিতীয়ত, আইনটি বাস্তবায়নের জন্য যেসকল কর্মপরিকল্পনা ও কর্মসূচী হাতে নেয়া যেতে পারে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত জনবল প্রয়োজন। তথ্য কমিশনের বর্তমান জনবল সারা দেশব্যাপী এই আইন সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার ক্ষেত্রে খুবই অপ্রতুল।

তৃতীয়ত, জনগণকে সচেতন করার পাশাপাশি জনগণ যাদের কাছে তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন করবে অর্থাৎ যারা তথ্য সরবরাহ করবে তাদের তথ্য প্রদানের পথ মসৃণ না থাকলে তারা সঠিকভাবে তথ্য সরবরাহ করতে পারবেন না। পর্যাপ্ত জনবলের অভাব, লজিস্টিক সাপোর্টের অভাব, এই খাতের জন্য পৃথক বরাদ্দ না থাকায় অনেক ক্ষেত্রেই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার জন্য তথ্য সরবরাহ দুরূহ হয়ে পড়ে এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রেও বাঁধা সৃষ্টি করে।

চতুর্থত, এই আইনটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অপর একটি গুরুতর বাধা হল আপীল কর্তৃপক্ষের সক্রিয়তার অভাব।

অনেকক্ষেত্রেই তথ্যপ্রাপ্তির আবেদনটি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক নামঞ্জুর হলে এই আইনের বিধান অনুযায়ী অব্যবহিত উর্দ্ধতন কার্যালয়ের প্রশাসনিক প্রধানের কাছে আপীল দায়ের করার বিধান রয়েছে। এসকল ক্ষেত্রে আপীল আবেদনের প্রেক্ষিতে আপীল কর্তৃপক্ষ যদি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে, তাহলে আইনটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম সহজতর হতে পারে।

৫.১৬ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য তথ্য কমিশনের সুপারিশঃ

- আইনটির ব্যাপক প্রচার করতে হবে। বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি পর্যায়ে আইনটির প্রচার ব্যাপকভাবে করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং এ বিষয়ে তথ্য কমিশন কর্তৃক পৃথক প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- আপীল কর্তৃপক্ষকে আরও সক্রিয় করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, তাদেরকে আরও সক্রিয় করার জন্য আইনের ২৫ ও ২৭ ধারার আওতায় আনা প্রয়োজন।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে তথ্য সরবরাহ বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরী।
- তথ্য অধিকার সম্পর্কে ব্যাপক জনঅবহিতকরণ এবং কর্তৃপক্ষের দক্ষতা বৃদ্ধি করে মাঠ পর্যায়ে এ সংক্রান্ত দায়িত্বরত কমিটি সমূহকে আরো সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

৫.১৭ তথ্য কমিশনের আয়-ব্যয়ের হিসাব: চলতি ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে তথ্য কমিশনের জন্য মোট ৮ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তথ্য কশিনের বাজেট নিম্নরূপ:

কোড-	১৩১০০৯১০০	অংকসমূহ লক্ষ টাকায়		
কোড নং	খাতের নাম	২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ	২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১ম ও ২য় কিস্তি বাবদ ছাড়কৃত অর্থ	ডিসেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত প্রকৃত ব্যয়
৩১১১১	অফিসারদের বেতন	১১২.০০	৫৬.০০	৪৭.৭৯
৩১১১২	কর্মচারীদের বেতন	৪০.০০	২০.০০	১৭.৭৬
৩১১১৩	ভাতাদি	১৩০.১০	৬৫.০৬	৫৪.০৮
৩২৩১১	পণ্য ও সেবার ব্যবহার	৪৪৫.৩০	২২২.৬৪	৮৯.২১
৩২৫৮	মেরামত ও সংরক্ষণ	১৪.৪০	৭.২০	৩.৪৬
৩৪২১৫	কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড	১১.০০	৫.৫০	৫.৫০
৪১১২১	মূলধন মঞ্জুরী	১২১.২০	৬০.৬০	২.৫৪
	সর্বমোট =	৮৭৪.০০	৪৩৭.০০	২২০.৩৪

৫.১৮ উপসংহার:

তথ্য অধিকার আইন একটি জনকল্যাণকর আইন। তথ্য অধিকার জনগণের মৌলিক অধিকার, বাক-স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার সাথে সম্পর্কিত বিধায় এটি একটি গণতান্ত্রিক অধিকার। রাষ্ট্রের মালিক হিসেবে জনগণের নিকট সরকারি-বেসরকারি দপ্তরসমূহের দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠা, দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা আনয়নের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং সকল স্তরে দুর্নীতি হ্রাসের একটি কার্যকর হাতিয়ার হিসেবেও তথ্য অধিকার আইনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তথ্য অধিকারের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নকল্পে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশে গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সুদৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে।

তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার পর ইতোমধ্যে নয় বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এবং জনগণের তথ্য প্রাপ্তির আকাঙ্খা পূরণে কার্যকর ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে এই আইনটি কিছুটা সাফল্য লাভ করেছে। তবে তথ্য কমিশন শাসন ব্যবস্থার মূল ধারার একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এখনও গড়ে উঠতে পারলেও প্রাথমিক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। বিচ্ছিন্নভাবে তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জনগণ আগ্রহ প্রদর্শন করেছেন এবং কর্মকর্তাদের মাঝে তথ্যের উপর জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার মূলনীতি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করার মাধ্যমে তথ্য অধিকার চর্চার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন অগ্রসর হতে শুরু করেছে। বিশেষ করে স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে ব্যক্তি, সামাজিক, প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে কিভাবে সুফল লাভ করা যায় সে বিষয়েও জনসাধারণ স্বচ্ছ ধারণা ও কার্যকর কৌশল রপ্ত করতে এগিয়ে আসছেন।

সরকারের আন্তরিকতা সত্ত্বেও তথ্য অধিকার আইনের কতিপয় সীমাবদ্ধতা, আইনটি প্রচারে অপর্যাপ্ততা, আইন বিষয়ে কর্মকর্তাদের জ্ঞানের অপর্যাপ্ততা, প্রশিক্ষণের অসম্পূর্ণতা, জনসাধারণের অসচেতনতা, আইন ব্যবহারে পরামর্শমূলক ও উৎসাহমূলক কর্মকাণ্ডের অনুপস্থিতি এবং তথ্য কমিশনের অপর্যাপ্ত জনবল ও কর্মকাণ্ডের সীমাবদ্ধতা এবং আপীল কর্মকাণ্ডে আপীল কর্মকর্তাদের সক্রিয়তার অভাব তথ্য অধিকার আইনের সফল বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধকতা মর্মে চিহ্নিত হয়েছে। এসকল সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা এড়িয়ে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের পথে তথ্য কমিশনের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, সুশীল সমাজ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে আরো সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। আশা করা যায়, এর

ফলে সকলকে সাথে নিয়ে সমন্বিত প্রচেষ্টায় নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে জনগণের আকাঙ্খা পূরণের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে জনগণকে ক্ষমতায়ন করা সম্ভব হবে।

তথ্য অধিকার আইন জনগণের আইন। কমিশন কাজ শুরু করার পর স্বল্প সময়ে নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তথ্য পাওয়ার বিষয়ে জনগণের আগ্রহ এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের সাড়া নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক। নানাবিধ সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও তথ্য কমিশন জনগণের তথ্য জানার আকাঙ্ক্ষা পূরণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তবে কমিশনের সার্বিক সাফল্য নির্ভর করে দেশের নাগরিকগণ কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনগণের ব্যাপক সচেতনতা ও আইনের চর্চার ওপর। এই আইন প্রয়োগের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সুসংহত করে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বহুগুণে উজ্জ্বল হবে বলে তথ্য কমিশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে
তথ্য পাবে সবাই এসে

অধ্যায়- ০৬

পরিশিষ্টসমূহ

পরিশিষ্ট ক

তথ্য কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো

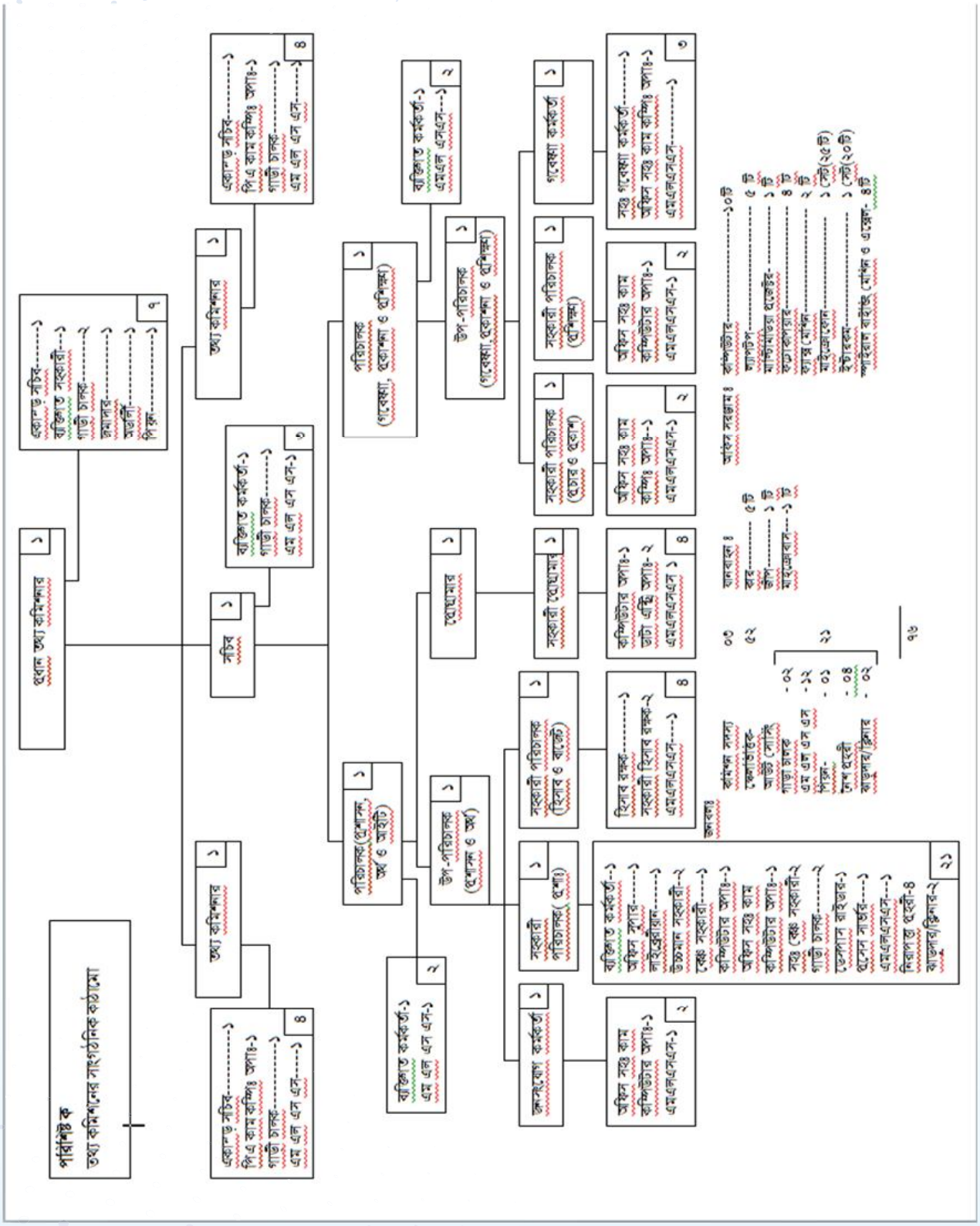

পরিশিষ্ট (খ)

বর্তমানে তথ্য কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

ক্র.নং	নাম ও পদবী	ইন্টারকম	ফোন	আবাসিক	মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা
১.	**জনাব মরতুজা আহমদ** প্রধান তথ্য কমিশনার	১০১	৯১১৩৯০০		০১৭৩০-৫৯৯৫৮৯ cic@infocom.gov.bd
২.	**জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার** তথ্য কমিশনার	১০২	৮১৮১২২১		০১৭৮৭-৬৬১৩৩৪ (অফি) ic1@infocom.gov.bd, nepal.sarker@gmail.com
৩.	**জনাব সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*** তথ্য কমিশনার	১০৩	৯১১০৬৭৫		০১৭৩০-৩২১১৬২ (অফি) ic2@infocom.gov.bd
৪.	**জনাব মোঃ তৌফিকুল আলম** সচিব	১০৪	৯১১১৫৯০		০১৭২৭-৫২২০৭৪ secretary@infocom.gov.bd
৫.	**জনাব ভূইয়া মোঃ আতাউর রহমান** পরিচালক (প্রশাসন)	১০৫	৮১৮১২২২	৯০২৬৯৩০	০১৭১১-৬৬৭৮১৫ director.admin@inficom.gov.bd
৬.	**ড. মোঃ আঃ হাকিম** পরিচালক (গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ)	১০৬	৮১৮১২১৫	৫৫১২২৭৮৫	০১৭৩১-৩৬০৩৭৭ lagshoi2007@gmail.com
৭.	**জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম খান** উপপরিচালক (প্রশাসন)	১০৮	৮১৮১২১৩	৪৯৩৫৮২৪৩	০১৫৫২-৩২২১৯১ sikha4219@gmail.com
৮.	**এ, কে, এম, তারিকুল আলম** উপপরিচালক (গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ)	১১৬	৮১৮১২১০		০১৭১৩-০১১৩১৫ dd.rpt@infocom.gov.bd
৯.	**জনাব মোহাম্মদ গোলাম কবির** প্রধান তথ্য কমিশনারের একান্ত সচিব	১১০	৮১৮১২১৮		০১৭১২-২২৮৯৭৬ ps.cic@infocom.gov.bd
১০.	**এ.কে.এম হেদায়েতুল ইসলাম** তথ্য কমিশনারের একান্ত সচিব	১১২	৫৮১৫৫৩৯৪		০১৭৮৫৩৩৩০৬০ hedayet17284@gmail.com
১১.	**জনাব শাকিলা রহমান** সহকারী পরিচালক (প্রচার ও প্রকাশনা)			-	০১৫৫২৩০৬১৪৮ srahmandu@yahoo.com
১২.	**জনাব মোঃ সালাহ উদ্দিন** সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	১১৫	৮১৮১২১৯	-	০১৭১০৬৮৫৯৮৭ doinfocom@gmail.com, manik09823@yahoo.com
১৩.	**জনাব হেলাল আহমেদ** সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	১১৭	৮১৮১২১৬	-	ad.admin@infocom.gov.bd
১৪.	**জনাব শাহাদাৎ হোসেইন** সহকারী পরিচালক (হিসাব ও বাজেট)	১১৩		-	০১৭২২-৪৬৪৯৮৬ ad.accainfocom.gov.bd
১৫.	**রাবেয়া হেনা** গবেষণা কর্মকর্তা	১০৯	৮১৮১২২০	-	hena.ju@gmail.com
১৬.	**জনাব লিটন কুমার প্রামাণিক** জনসংযোগ কর্মকর্তা	১১৯	৯১৩৭৩৩২	৫৮১৫৪৯০৮	০১৭১০-৪৩৭২৬৬ pro@infocom.gov.bd
১৭.	**জনাব মোঃ তরিকুল ইসলাম** সহকারী প্রোগ্রামার	১২২		-	০১৭৫০-০০৮২৬৫ tariqulislam3791@gmail.com
১৮.	**জনাব মোঃ গোলাম কিবরিয়া** ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১২০	-	-	০১৭২৩-৫০১৮৭০ md.kibria70@gmail.com
১৯.	**লাবনী সরকার** ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১২১	-	-	০১৯২৯-৫১৩০৫১ labonyruic@gmail.com
২০.	**মুন্না রানী শর্মা** ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	-	-	-	০১৯২৯-৩৫৩৪৬৪ munnaicb@gmail.com
২১.	**জনাব মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন** সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা	১১৬	-	-	০১৯১৬-৬৭৮৫২৮ ismail82lax@yahoo.com

২২.	**আসমা আক্তার** লাইব্রেরীয়ান	১২৩	–	-	০১৭৭৭-৩২৯৭৮১ asmalibinfo@gmail.com
২৩.	**জনাব মোঃ কহিনুর ইসলাম** হিসাব রক্ষক	১১৮	-	-	০১৭১৭-০৯৯১৮৮, ০১৭৪০-৯০১৯৬৭ mkislam1982@gmail.com
২৪.	**জনাব মোঃ জাবির বিন আহসান** অফিস সুপার	–	৯১৩৭৪৪৯	–	০১৭১৭-৪২৩৪৬৭ zabirbinahsan@gmail.com
২৫.	**জনাব মোঃ মিজানুর রহমান** কম্পিউটার অপারেটর	১১৪	৯১৩৭৪৪৯	–	০১৭১০-১৮৭৬৬৪ mizanstat05@gmail.com
২৬.	**জনাব আবু রায়হান** পিএ টু সিআইসি		৯১১৩৯০০		০১৭১৭-১৪৩৮০৩ pa.cic.bd@gmail.com
২৭.	**জনাব মোহাম্মদ সাইদুজ্জামান খান** বেঞ্চ সহকারী	-	-	-	
২৮.	**শারমিন সুলতানা** উচ্চমান সহকারী			–	০১৯১৩-০৫১৬৪৬
২৯.	**জনাব নজরুল ইসলাম** পিএ কাম কম্পিউটার অপারেটর	-	-	-	০১৬৮১-৭৫৩০৯১ nazrulinfo89@gmail.com
৩০.	**মৌ-রানী বিশ্বাস** ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	-	-	-	০১৯২৭-৬৮১২৩১ mourupa@yahoo.com
৩১.	**জনাব মোঃ মামুন** ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	-	-	-	০১৭৩৭-৯৬৮৬৩১ mamun.icb@gmail.com it@infocom.gov.bd
৩২.	**জনাব মোহাম্মদ সোহেল রানা** সহকারী হিসাব রক্ষক	-	-	-	০১৯২২-১৬৪৪৭৫ sohelrana0706@gmail.com
৩৩.	**জনাব সুজিত মোদক** অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	-	-	-	০১৭১০-২৫৬৪৩৯ Sujit.modak3@gmail.com
৩৪.	**জাকিয়া সুলতানা লাখি** অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	-	-	-	০১৬৮২-০৩৩৬৯০
৩৫.	**মোঃ সাইদুর রহমান** গাড়ীচালক	-	-	-	০১৯১৩-৪৬২৯১৯
৩৬.	**মোঃ সালাউদ্দিন** গাড়ীচালক	-	-	-	০১৭১৮-১৫৩৪৪২
৩৭.	**মোঃ জালাল শেখ** গাড়ীচালক	-	-	-	০১৯২৩-২১৬৪৭০
৩৮.	**মোঃ আবুল কালাম** গাড়ীচালক (সিআইসি)	-	-	-	০১৯১৮-১৫৩৪৪২, ০১৭১৮-১৫৩৪৪২
৩৯.	**জীহান প্রামাণিক** গাড়ীচালক	-	-	-	০১৭৬০-৬৮১৫৪০, ০১৯১২-৭৫২৬০৯
৪০.	**মোঃ মোজাফফর হোসেন** গাড়ীচালক	-	-	-	
৪১.	**জনাব মোঃ সাজ্জাদুর রহমান** গাড়ীচালক	-	-	-	০১৭৯৭৭০৫৭৬৫
৪২.	**মোঃ মোক্তার হোসেন** ডেসপাস রাইডার	-	-	-	০১৮১৮-৬৫৬১৩০
৪৩.	**মোঃ রুবেল শেখ** প্রসেস সার্ভার	–	–	–	০১৭৭৭৩২৯৭৮২
৪৪.	**মোঃ জামিল হোসেন** জমাদার	১২৪	–	–	০১৯৩৪-৩২৪১৭৪
৪৫.	**মোঃ মাহাবুবুর রহমান বাচ্চু** অর্ডারলি	–	–	–	০১৫৫২-৪৪৭০১০

৪৬.	**জনাব জয় ঘোষ** পিয়ন	–	–	–	০১৭৮৮৯৬৫৪০১
৪৭.	**জনাব রনি ঘোষ** অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৭২৬-২২৪২২৬
৪৮.	**জনাব আঙ্গুরী খাতুন** অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৭০৬-৮৫১৮৬৫
৪৯.	**জনাব মোঃ খায়রুল ইসলাম** অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৭৫৮-৪৫৪৪৯৮
৫০.	**জনাব মোঃ ইমন হোসেন** অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৯৪৭-৭২৪৭১৮
৫১.	**জনাব মো: মারুফ খান** অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৭৬০-৪৩৩৯৯০
৫২.	**জনাব মোঃ সেলিম উদ্দিন** অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৭৮১৪২৬৬৫০
৫৩.	**মোছাঃ মর্জিনা খাতুন** অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৯৬১০৩৭০৪০
৫৪.	**মোঃ সুমন হোসেন** অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৭২৮-০৫৯১০৫
৫৫.	**মোঃ আশিকুর রহমান আশিক** অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৭৫৫১৮৫৮২১
৫৬.	**মোঃ দেলোয়ার হোসেন** অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৮১৮-২০৪৮২৩
৫৭.	**মোঃ সায়হাম উদ্দিন** অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৯৩২৭২২০৬৫
৫৮.	**মোঃ হেলাল উদ্দিন** অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৭৩৮-৮১০৪৬১
৫৯.	**জনাব মোঃ মাহবুবর রহমান** নৈশ প্রহরী	–	–	–	০১৭৮৩-১৩৪০৭২
৬০.	**জনাব মোঃ রুহুল আমীন** **নৈশ প্রহরী**	–	–	–	০১৭১৮৫৫০১৫২
৬১.	**মোঃ জসীম উদ্দিন** নৈশ প্রহরী	–	–	–	০১৭৫৬-২৯৪৪৯৯
৬২.	**মোঃ শরিফুল ইসলাম (তুহিন)** **নৈশ প্রহরী**	–	–	–	০১৭২০১২২৪২৯
৬৩.	**শ্রী-রাজু** ক্লিনার	–	–	–	০১৬৭৫-৪৯৪৫২৮
৬৪.	**লতা রানী** ক্লিনার	–	–	–	

পরিশিষ্ট (গ)

তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার নীতিমালা, ২০১৮

১। শিরোনাম: এ নীতিমালা "তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার নীতিমালা, ২০১৮" নামে অভিহিত হবে।

২। পটভূমি:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার। তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য। তথ্য অধিকার আইন জনগণের ক্ষমতায়নের অন্যতম একটি মাধ্যম। জনগণের অর্থে পরিচালিত সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০০৯ সালে সরকার তথ্য অধিকার আইন পাশ করেছে। আইন পাশ করার পরপরই আইন বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসাবে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। জনগণ তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহ হতে তাঁর প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারে। জনগণকে তথ্য প্রদানের জন্য তথ্য অধিকার আইনের বিধান অনুযায়ী প্রতিটি সরকারি-বেসরকারি দপ্তরে একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োজিত থাকবেন যিনি জনগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য প্রদান করবেন। তথ্য অধিকার আইন চর্চায় কর্তৃপক্ষকে উৎসাহ প্রদানের জন্য পুরস্কার প্রদানের নিমিত্ত এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হল।

৩। উদ্দেশ্য:

মন্ত্রণালয়, প্রশাসনিক বিভাগ,জেলা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মধ্য হতে নির্বাচিতদের পুরস্কার প্রদানের উদ্দেশ্যে এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো। এ নীতিমালা অনুসরণ করে প্রতিবছর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসে তথ্য অধিকার আইন চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার নিমিত্ত পুরস্কার প্রদান করা হবে।

৪। পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ:

তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার প্রতি ক্ষেত্রে তিনটি করে (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়) নিম্নোক্ত চারটি পর্যায়ে প্রদান করা হবে। যথা:

(ক) মন্ত্রণালয়
(খ) প্রশাসনিক বিভাগ
(গ) জেলা ও
(ঘ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

অধিকন্তু তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে উদ্ভাবনীমূলক কাজের মাধ্যমে অসাধারণ অবদানের জন্য যেকোনো কর্মকর্তা, কর্তৃপক্ষ, আপীল কর্তৃপক্ষ বা যেকোনো প্রতিষ্ঠানকে একটি বিশেষ পুরস্কার দেয়া হবে।

৫। মূল্যায়ন পদ্ধতি:

নীতিমালায় বর্ণিত সূচক (Indicator)-এর ভিত্তিতে পুরস্কার প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়/ প্রশাসনিক বিভাগ/ জেলা/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্বাচন করা হবে। পুরস্কার প্রদানের জন্য সুপারিশ করার ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন চর্চার জন্য নিম্নের ছকে উল্লিখিত সূচকে মোট ১০০ নম্বর বিবেচনা করা যেতে পারে:

ছক: পুরস্কারযোগ্য মন্ত্রণালয়/ প্রশাসনিক বিভাগ/ জেলা নির্ধারণের সূচকসমূহ (Indicators)

ক্রম	সূচক	নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
১.	বার্ষিক কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন	১০	
২.	স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশে ওয়েবসাইট মূল্যায়ন	১০	
৩.	বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ	১০	
৪.	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ ও আপীল কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ	১০	
৫.	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষের নাম, পদবীসহ অন্যান্য তথ্য ওয়েবসাইটেপ্রকাশ	১০	
৬.	তথ্যের জন্য আবেদনের সংখ্যা ও সরবরাহকৃত তথ্যের হার	১০	
৭.	দায়েরকৃত আপীলের সংখ্যা ও আপীল নিষ্পত্তির হার	১০	
৮.	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত অভিযোগের সংখ্যা	১০	
৯.	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্ত কমিশনে বহাল রাখার হার	১০	
১০.	অনলাইন প্রশিক্ষণ গ্রহণকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা	১০	

ছক: পুরস্কারযোগ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্ধারণের সূচকসমূহ (Indicators)

ক্রম	সূচক	নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
১.	অনলাইন প্রশিক্ষণে প্রাপ্ত নম্বর	২৫	
২.	তথ্য প্রাপ্তির জন্য গৃহীত আবেদন সংখ্যা ও সরবরাহকৃত তথ্যের হার	২৫	
৩.	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আপীল ও অভিযোগের সংখ্যা	২৫	
৪.	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্ত কমিশনে বহাল রাখার হার	২৫	

৬। তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার প্রদানের জন্য বাছাই কমিটি গঠন:

প্রধান তথ্য কমিশনারের নেতৃত্বে গঠিত বাছাই কমিটি পুরস্কার প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়/ প্রশাসনিক বিভাগ/ জেলা/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্বাচন করবে।

কমিটি:

প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন	আহবায়ক
তথ্য কমিশনার-১, তথ্য কমিশন	সদস্য
তথ্য কমিশনার-২, তথ্য কমিশন	সদস্য
সচিব, তথ্য কমিশন	সদস্য
পরিচালক (গ.প্র.প্র.), তথ্য কমিশন	সদস্য সচিব

কমিটির কর্মপরিধি:

- গঠিত কমিটি নীতিমালায় বর্ণিত সূচক (Indicator)-এর ভিত্তিতে পুরস্কার প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়/ প্রশাসনিক বিভাগ/ জেলা/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্বাচন করবে।
- কমিটিতে প্রয়োজনে এক বা একাধিক সদস্য কো-অপ্ট করা যাবে।

৭। পুরস্কারের মান:

পুরস্কার হিসেবে প্রতি ক্ষেত্রে একটি সার্টিফিকেট, ক্রেস্ট এবং প্রথম পুরস্কার ১৫,০০০ (পনের হাজার) টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ও তৃতীয় পুরস্কার ৮,০০০ (আট হাজার) টাকা প্রদান করা হবে। অসাধারণ অবদানের জন্য বিশেষ পুরস্কার একটি সার্টিফিকেট, ক্রেস্ট এবং ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা প্রদান করা হবে।

পরিশিষ্ট (ঘ)

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৭৫/২০১৮

অভিযোগের ভিত্তি ঃ জনাব মো: মাহফুজুর রহমান
এর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে
সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
পঞ্চসার ইউনিয়ন পরিষদ, মুন্সিগঞ্জ সদর,
মুন্সিগঞ্জ এর ১৫-১১-২০১৭ তারিখের
পত্র নং ১৬৫ প:ইউ:পি:/২০১৭।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মো: রেজাউল করিম
সচিব
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
পঞ্চসার ইউনিয়ন পরিষদ
মুন্সিগঞ্জ সদর, মুন্সিগঞ্জ।

সিদ্ধান্তপত্র

(তারিখ ঃ ২২-০৩-২০১৮ইং)

জনাব মো: রেজাউল করিম, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পঞ্চসার ইউনিয়ন পরিষদ, মুন্সিগঞ্জ সদর, মুন্সীগঞ্জ কর্তৃক ১৫-১১-২০১৭ তারিখে স্বাক্ষরিত ও সূত্র নং ১৬৫ প:ইউ:পি:/২০১৭ মাধ্যমে জারীকৃত পত্রমূলে জনৈক মো: মাহফুজুর রহমান এর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর যাচিত তথ্য প্রায় ৭৫০০ কপি হবে মর্মে উল্লেখ করেছেন। উক্ত তথ্য স্ক্যান করে ই-মেইলে প্রেরণের জন্য ব্যয়বাবদ ১,৮৭,৫০০/- (একলক্ষ সাতাশি হাজার পাঁচশত) টাকা পঞ্চসার ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব তহবিল চলতি হিসাব নং ০২০০০০৫৫৮৩৯০৮, অগ্রণী ব্যাংক লি:, মুক্তারপুর শাখা, মুন্সিগঞ্জ এ জমা প্রদানের অনুরোধ জানিয়েছেন। তথ্যের মূল্য নির্ধারণে বিভ্রান্তি এবং ভুল কোড নম্বরে টাকা জমার নির্দেশনা দেওয়ায় বিষয়টি নিস্পত্তির লক্ষ্যে ১১-০২-২০১৮ তারিখের কমিশন সভায় **স্ব-প্রণোদিতভাবে অভিযোগ নং ৭৫/২০১৮** হিসেবে আমলে গ্রহণ করা হয়। কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী ২২-০৩-২০১৮ তারিখে শুনানীর দিন ধার্য করে জনাব মো: রেজাউল করিম, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পঞ্চসার ইউনিয়ন পরিষদ, মুন্সিগঞ্জ সদর, মুন্সীগঞ্জ-কে জবাব দাখিল ও শুনানীতে হাজির হবার জন্য সমন জারী করা হয়। অদ্য ২২-০৩-২০১৮ তারিখ শুনানীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাজির।

২। শুনানীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি তথ্য প্রস্তুতপূর্বক অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহের জন্য পত্র প্রেরণ করেছিলেন। তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ধারনা না থাকায় তিনি ৭৫০০ কপি তথ্য মূল্য বাবদ ১,৮৭,৫০০/- (একলক্ষ সাতাশি হাজার পাঁচশত) টাকা দাবী করেছিলেন এবং টাকা ইউনিয়ন পরিষদ ফান্ডে জমা করার অনুরোধ করেছিলেন। এজন্য তিনি কমিশনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য সঠিক নিয়মে সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা

প্রতিপক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে ও দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যাচিত তথ্য সরবরাহের জন্য পত্র প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ধারনা কম থাকায় তিনি উপরোক্ত পরিমাণ টাকা দাবী করে ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব হিসেবে জমা করার অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু উক্ত পত্রে তথ্যের আবেদনকারীর নাম উল্লেখ করলেও তার ঠিকানা উল্লেখ করেননি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি ৮ অনুযায়ী প্রতি পৃষ্ঠা ২.০০ টাকা হারে তথ্যের মূল্য (৭৫০০*২)=১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা নির্ধারণ না করে

কৌশলে স্ক্যান করার কথা বলে ১,৮৭,৫০০/- (একলক্ষ সাতাশি হাজার পাঁচশত) টাকা নির্ধারণ করেছেন যা তথ্য সরবরাহ না করার একটি কুট কৌশল হিসেবে গণ্য। তার এহেন আচরণ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৭ ধারা অনুযায়ী অসদাচরণ হিসেবে গণ্য এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

উপর্যুক্ত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে অভিযোগকারীকে তার যাচিত তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য জনাব মো: রেজাউল করিম, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পঞ্চসার ইউনিয়ন পরিষদ, মুন্সিগঞ্জ সদর, মুন্সীগঞ্জ-কে নির্দেশনা দেয়া হলো এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করে অভিযোগকারীকে মূল্য পরিশোধের জন্য ৫ কার্যদিবস সময় দিয়ে পত্র প্রেরণের জন্যও নির্দেশনা দেওয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত তথ্য মূল্যের বেশি তথ্য মূল্য দাবী কারায় এবং আদায়কৃত অর্থ নির্ধারিত খাতে জমা করার নির্দেশনা না দেওয়ায় জনাব মো: রেজাউল করিম, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পঞ্চসার ইউনিয়ন পরিষদ, মুন্সিগঞ্জ সদর, মুন্সীগঞ্জ-কে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৫ (১১) (খ) উপধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উক্ত আইনের ২৭(১) (খ) উপধারা অনুযায়ী ৫০০/- (পাঁচ শত) টাকা জরিমানা করা হলো এবং ৩০ দিনের মধ্যে জরিমানার অর্থ জমা করার নির্দেশ দেওয়া হলো। অনাদায়ে উক্ত আইনের ২৭(৪) উপধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও নির্দেশনা দেওয়া হলো।

৩। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেওয়া হলো।

৪। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো

স্বাক্ষরিত
(নেপাল চন্দ্র সরকার)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(মরতুজা আহমদ)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৮১/২০১৮

অভিযোগকারীঃ জনাব এ এস মুনীর (সাংবাদিক),
পিতা: মৃত মোসলেম উদ্দিন,
ঠিকানা: ১৯ উত্তর চাষাড়া, ৫ম তলা, ছোট মসজিদ রোড, (রামবাবুর পুকুরের পূর্ব পার্শ্বে), নারায়ণগঞ্জ-১৪০০ ।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মো: হায়দার আলী,
জনসংযোগ কর্মকর্তা ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই),
জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, মহাখালী
ঢাকা-১২১২ ।

সিদ্ধান্তপত্র

(তারিখ ঃ ১১-০৪-২০১৮ ইং)

অভিযোগকারী ২৭-১১-২০১৭ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব মো: হায়দার আলী, জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, মহাখালী, ঢাকা-১২১২ বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

২০১৩-১৪ অর্থ বছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত আইপিএইচের জন্য কোন্ অর্থবছরে মোট কত টাকা সরকারী বরাদ্দ ছিল, বরাদ্দকৃত টাকা থেকে বিভিন্ন ইউনিটের মেশিন ও গ্যাস দ্বারা চালিত জেনারেটর, ডায়ালাইসিস ফ্লুইড তৈরির মেশিন এবং খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়ের লক্ষ্যে কোন্ অর্থবছরের মোট কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে, এবং বিভিন্ন ইউনিটের মেশিন ও গ্যাস দ্বারা চালিত জেনারেটর ও খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়ের জন্য জাতীয় দৈনিক ইংরেজি ও বাংলা পত্রিকায় দরপত্র আহ্বান করে যেসকল বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে তার একফর্দ ফটোকপি। উক্ত দরপত্র প্রকাশের পর যে সকল ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেশিন, জেনারেটর ও খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ লক্ষ্যে দরপত্র (মূল্য তালিকা) দাখিল করছে তার একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা ও দাখিলকৃত সকল দরপত্রের ফটোকপি।

২০১৩-১৪ অর্থ বছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত বিভিন্ন ইউনিটের মেশিন, গ্যাস দ্বারা চালিত জেনারেটর, ডায়ালাইসিস ফ্লুইড তৈরির মেশিন ও খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়ের জন্য যে সকল ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কার্যাদেশ প্রদানকল্পে চুক্তিমূল্য নির্ধারণকরত চুক্তিপত্র সম্পাদন করা হয়েছে তার ফটোকপি।

২০১৩-১৪ অর্থ বছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত আইপিএইচ এর আই. ভি. এফ ইউনিটের স্যালাইনব্যাগ ও স্যালাইন উৎপাদন এবং ব্লাড ব্যাগ ইউনিটের ব্লাডব্যাগ উৎপাদনের জন্য কাচামাল ক্রয়ের লক্ষ্যে জাতীয় দৈনিক ইংরেজি এবং বাংলা পত্রিকায় দরপত্র প্রকাশ করা হয়ে থাকলে তার ফটোকপি অথবা কোটেশন ও ভাউচারের মাধ্যমে কাচামাল ক্রয় করে থাকলে উভয় প্রকারের দালিলিক প্রমাণের ফটোকপি।

২০১৩-১৪ অর্থ বছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত আইপিএইচের বিভিন্ন ইউনিটের মেশিন ও গ্যাস চালিত জেনারেটর ডায়ালাইসিস ফ্লুইড তৈরির মেশিন এবং খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়ের জন্য দরপত্র আহ্বান করে যেসকল দরপত্র বিজ্ঞপ্তি বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ইংরেজি ও বাংলা পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে সে সব দরপত্র বিজ্ঞপ্তিগুলো সেন্ট্রাল প্রক্রিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (cptu) এর পোর্টালে প্রদর্শিত হওয়ার তারিখ ও প্রাপ্তি স্বীকারপত্রের ফটোকপি।

আইপিএইচের কতগুলো গাড়ী রয়েছে। তার নম্বর এবং কোন নম্বরের গাড়ী কোন কর্মকর্তা ব্যবহার করেন তার তালিকা। ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত কোন অর্থবছরে কোন কর্মকর্তার গাড়ীর টায়ার, টিউব,

বেটারীসহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কত টাকা খরচ করা হয়েছে তার দালিলিক প্রমাণের একফর্দ ফটোকপি।

জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ভবনের সামনে মেটাল (পিতল) দিয়ে আইপিএইচ কতসালে লেখা হয়েছে এবং উক্ত লেখার জন্য কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে তার দালিলিক প্রমাণের একফর্দ ফটোকপি।

২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত কোন অর্থবছরে কত টাকা আনুষঙ্গিক ব্যয় করা হয়েছে তার দালিলিক প্রমাণের ফটোকপি। প্রকাশ থাকে যে প্রদেয় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ এবং দরপত্র বিজ্ঞপ্তি পত্রিকার কোন পাতায় ছাপা হয়েছে ফটোকপিতে তা উল্লেখ থাকতে হবে এবং প্রদেয় প্রতিটি ফটোকপি দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে।

২। তথ্যপ্রাপ্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ০৫-১২-২০১৭ তারিখে জনাব মো: হায়দার আলী, পাবলিক রিলেশন অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা, জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, মহাখালী, ঢাকা-১২১২ জঃস্বাঃইনঃ/প্রশাসন-পিআরও/ তথ্য সরবরাহ/২০১৭/১২৯০ নং স্মারকমূলে জনাব এ এস মুনীর (সাংবাদিক)-কে জবাব প্রদান করেন। প্রার্থিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৭-১২-২০১৭ তারিখে ডা: মো: আনিসুর রহমান, পরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, এলজিইডি ভবন বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের ভিত্তিতে ১৫-০১-২০১৮ তারিখে জনসংযোগ কর্মকর্তা ও তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা, পরিচালকের পক্ষে জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট মহাখালী, ঢাকা জঃস্বাঃইনঃ/প্রশাসন-পিআরও/ তথ্য সরবরাহ/২০১৭/৫৩ নং স্মারকমূলে জনাব এ এস মুনীর (সাংবাদিক)-কে "আপীল অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ পরিচালক অন্যত্র বদলী হওয়ায় এবং পুনরায় পরিচালক পদে পদায়ন না দেওয়া পর্যন্ত আপনার আপীল আবেদনের বিষয়ে আপাতত সিদ্ধান্ত প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না।" মর্মে উল্লেখ করে পত্র প্রেরণ করেন। এমতাবস্থায় উক্ত জবাবে অভিযোগকারী সন্তুষ্ট হতে না পেরে ০১-০২-২০১৮ তারিখেতথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

৩। ১৮-০৩-২০১৮ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ১১-০৪-২০১৮ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।আজ শুনানীতে অভিযোগকারী এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাজির।

৪। অভিযোগকারী বলেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আবেদন করেন। তিনি আরো বলেন যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার চাহিত তথ্যাদি প্রদান না করায় সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন এবং প্রার্থিত তথ্য পাওয়ার জন্য তথ্য কমিশনের নির্দেশনা কামনা করেন ।

৫। প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাতার বক্তব্যে তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুসারে যাচিত সকল তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন এবং অত্র অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন ।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনাপূর্বক পরিলক্ষিত হয় যে, এই অভিযোগে যাচিত তথ্যাদি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক সরবরাহের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনে কোন বাধা নেই । তদুপরি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যাচিত তথ্যাদি সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় তাকে তথ্য সরবরাহের আদেশ দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা সমীচীন বলে তথ্য কমিশন একমত পোষণ করে ।

সিদ্ধান্ত

উপরে বর্ণিত পর্যালোচনার আলোকে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। এই সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পরবর্তী ২০ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীকে তার যাচিত তথ্যাদি, তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে প্রত্যয়নপূর্বক সরবরাহের জন্য জনাব মো: হায়দার

আলী, জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, মহাখালী, ঢাকা-১২১২ কে নির্দেশনা দেওয়া হলো ।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেওয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(নেপাল চন্দ্র সরকার)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(মরতুজা আহমদ)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৩০/২০১৮

অভিযোগকারী ঃ জনাব শেখ আলী আহাম্মদ,
পিতা: মৃত শেখ মোঃ আব্দুল আজিজ,
ঠিকানা: ২৫, মাসদাইর লিংক রোড,
ডাকঘর- নারায়ণগঞ্জ, থানা- ফতুল্লা,
জেলা- নারায়ণগঞ্জ।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ রায়হান কাওছার,
সহকারী প্রশাসক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই),
ওয়াকফ প্রশাসক বাংলাদেশ এর
কার্যালয়,
৪ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা,
বাংলাদেশ ।

সিদ্ধান্তপত্র

(তারিখ ঃ ৩-৭-২০১৮ ইং)

অভিযোগকারী ০৪-০১-২০১৮ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব মোঃ রায়হান কাওছার, সহকারী প্রশাসক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ওয়াকফ প্রশাসক বাংলাদেশ এর কার্যালয়, ৪ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা, বাংলাদেশ বরাবর রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ওয়াকফ্ প্রশাসক বাংলাদেশ এর নিয়ন্ত্রণাধীন "আল-আমিন জামে মসজিদ ও এবতেদায়ী মাদ্রাসা ওয়াকফ্ এস্টেট (যাহার ইসি নং-১৭১১৪)" এর ওয়াফিক মরহুম আব্দুল মজিদ মিয়া কর্তৃক আল-আমিন জামে মসজিদ এর অজুখানার জন্য কোন ভূমি সুনির্দিষ্টভাবে ওয়াকফ্ করিয়াছিলেন কিনা? অজুখানার জন্য ওয়াকফ্ করিয়া থাকিলে কোন মৌজার কোন খতিয়ানের এবং কোন দাগের কতটুকু ভূমি ওয়াকফ্ করিয়াছিলেন তাহার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রার্থণা করা হইল। অজুখানার জন্য ওয়াফকৃত (যদি সুনির্দিষ্টভাবে অজুখানার জন্য ওয়াকফ্ করা হইয়া থাকে) ভূমিতে অজুখানা নির্মাণ করা হইয়াছে কিনা তাহারও বিশদ বিবরণ প্রার্থনা করা হইল।

২। তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জনাব মোঃ রায়হান কাওছার (উপ-সচিব), সহকারী প্রশাসক (প্রশা:) ও তথ্য কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ওয়াকফ প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা ১০-০১-২০১৮ তারিখে সহ: ও:প্র/ঢাকা/তথ্য/১৪ নং স্মারকমূলে জনাব শেখ আলী আহাম্মদ-কে যথার্থ কর্মকর্তা বরাবরে ঘষামাজা বিহীন আবেদন পুনরায় দাখিল করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করেন। উক্ত পত্র পেয়ে সংক্ষুব্ধ হয়ে অভিযোগকারী ২৫-০১-২০১৮ তারিখে জনাব মোঃ আনিছুর রহমান, ভারপ্রাপ্ত সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বরাবর রেজিস্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরেও কোন প্রতিকার না পেয়ে অভিযোগকারী ২৮-০২-২০১৮ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

৬। ১২-০৪-২০১৮ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ২০-০৫-২০১৮ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৭। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী গরহাজির এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাজির। অভিযোগকারীর সময়ের আবেদন

মঞ্জুরপূর্বক পরবর্তী ০৩-০৭-২০১৮ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়। অদ্য শুনানীতে অভিযোগকারী এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাজির।

৮। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আবেদন করেন। তিনি আরো বলেন যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার যাচিত তথ্যাদি প্রদান না করায় সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন এবং প্রার্থিত তথ্য পাওয়ার জন্য তথ্য কমিশনের নির্দেশনা কামনা করেন । তিনি তার অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, অত্র আবেদনকারী গত ৪/১/২০১৮ তারিখে উল্লেখিত তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ২টি সরাসরি হাতে নিয়া ওয়াকফ প্রশাসক এর কার্যালয়ে গেলে তিনি জানতে পারেন যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা জনাব মো: মোতাহার হোসেন, সহকারী প্রশাসক, ওয়াকফ প্রশাসকের কার্যালয় এর স্থলে বর্তমানে জনাব মোঃ রায়হান কাওছার কে নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে । তখন অত্র আপীল আবেদনকারী স্ব-শরীরে জনাব মোঃ রায়হান কাওছার (উপ-সচিব), সহকারী প্রশাসক (প্রশা:) ও তথ্য কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ওয়াকফ প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা এর কক্ষে অনুমতি সাপেক্ষে প্রবেশ করে তাঁর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনটি জনাব রায়হান কাওছার এর সম্মুখেই আবেদনপত্রের উপরিভাগে জনাব মো: মোতাহার হোসেন এর নাম কর্তন করে জনাব মোঃ রায়হান কাওছার এর নাম লিখে পেশ করলে জনাব মোঃ রায়হান কাওছার রিসিভ শাখায় তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ২টি দাখিল করার নির্দেশ প্রদান করেন । কিন্তু দূর্ভাগ্যের বিষয়, রিসিভ শাখায় তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ২টি গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করায় বাধ্য হয়ে অত্র আপীল আবেদনকারী ঐদিনই(৪/১/২০১৮ইং) ঢাকা জিপিও এর প্রধান শাখা হতে জনাব মোঃ রায়হান কাওছার এর বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে ২টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন আলাদা আলাদা ভাবে প্রেরণ করেন যার প্রাপ্তি স্বীকারপত্র ২টি অত্র অভিযোগকারীর নিকট সংরক্ষিত আছে । অথচ সম্পূর্ণ রহস্যজনক কারণে জনাব মোঃ রায়হান কাওছার, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ওয়াকফ প্রশাসকের কার্যালয় কাংখিত তথ্য প্রদান না করে জনাব মোতাহার হোসেন এর নাম কর্তনের বিষয়টি সম্পূর্ণ অবহিত থাকা সত্ত্বেও কাঙ্খিত তথ্য প্রাপ্তি হতে অভিযোগকারী যাতে বঞ্চিত হয় সে উদ্দেশ্যে অতি ক্ষুদ্র অজুহাত দাড় করিয়ে কাঙ্খিত তথ্য প্রদান হতে বিরত থাকে । পরবর্তীতে গত ২৫/১/২০১৮ ইং তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষ হিসাবে জনাব মোঃ আনিছুর রহমান, ভারপ্রাপ্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা এর নিকট রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন প্রেরণ করলেও তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ হিসাবে অদ্যাবধি কাঙ্খিত তথ্য সরবরাহে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ কিংবা তথ্য প্রদানে অপারগতার বিষয়টি অত্র অভিযোগকারীকে অভিহিত না করায় প্রধান তথ্য কমিশনার মহোদয়ের নিকট অত্র অভিযোগ দাখিল করেন । দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক অবাঞ্চিত তথ্য সম্বলিত চিঠি প্রেরণের বিপক্ষে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিধান মোতাবেক আর্থিক জরিমানা করাসহ বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর গতি সঞ্চালন করা যেতে পারে বলে তিনি আবেদন জানান ।

৯। প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার বক্তব্যে বলেন যে, তথ্যের আবেদন প্রাপ্তির পর তিনি স্মারক নং সহ:ও:প্র/ঢাকা/তথ্য/১৪, তারিখ -১০/১/২০১৮ মাধ্যমে তথ্যের আবেদনকারীকে একটি পত্র দিয়েছেন । তিনি আরো বলেন যে, যাচিত তথ্যাদি অন্য শাখায় আছে । গত ১০.০১.২০১৮ তারিখের পত্রের মর্ম অনুযায়ী যথাযথভাবে আবেদন করার পর তা তিনি সরবরাহ করতে পারবেন মর্মে কমিশনকে অবহিত করেন এবং অত্র অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন ।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনাপূর্বক পরিলক্ষিত হয় যে, এই অভিযোগের অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রাপ্তির পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গত ১০.০১.২০১৮ তারিখে অভিযোগকারীকে একটি পত্র প্রেরণ করেছেন এবং যাচিত তথ্য অফিসের অন্য শাখায় সংরক্ষিত থাকার বিষয়টি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা স্বীকার করেছেন । এই অভিযোগের ক্ষেত্রে যাচিত তথ্য সরবরাহে তথ্য অধিকার আইনে কোন বাধা নেই । তথাপি যাচিত তথ্য না দেওয়ার কারণ হিসেবে তথ্যের আবেদনের প্রেক্ষিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাজনাব মোঃ রায়হান কাওছার (উপ-সচিব),সহকারী প্রশাসক এর ১০.০১.২০১৮ তারিখের পত্র যাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "আপনি তথ্য প্রাপ্তির জন্য জনাব মো: মোতাহার হোসেন, সহকারী প্রশাসক বরাবর

২টি আবেদন লিখেছেন । পরবর্তীতে আবেদন দুটিতেই কে বা কারা মোতাহার হোসেন, সহকারী প্রশাসক এর টাইপকৃত নামের উপর রেখাংকনপূর্বক তৎস্থলে রায়হান কাওছার লিখেছে কিন্তু পার্শ্বে কোন অনুস্বাক্ষর নেই । ফলে আবেদনটি কার বরাবরে দাখিল করা হয়েছে তা বোধগম্য নয় । তাই যথার্থ কর্মকর্তা বরাবরে ঘষামাজা বিহীন আবেদন করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হলো । ”

শুনানীকালে কমিশনের জিজ্ঞাসার জবাবে তিনি জানান যে, তার দপ্তরের পূর্ববর্তী তথ্য প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছিলেন জনাব মো: মোতাহার হোসেন, সহকারী প্রশাসক । অন্যদিকে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আবেদনটি পুরোপুরি টাইপকৃত । শুধুমাত্র “মোতাহার হোসেন” শব্দ দুটি কেটে “রায়হান কাওছার” কলম দিয়ে লেখা হয়েছে যাতে কোনরূপ অস্পষ্টতা বা ঘষামাজা নেই । তবে কাটার স্থানে কোন অনুস্বাক্ষর করা হয়নি । উল্লেখ্য, সহকারী প্রশাসক, ওয়াকফ প্রশাসক বাংলাদেশ এর কার্যালয় ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা যথারীতি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে । মূল পদবীসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাও অফিসের পূর্ণ ঠিকানা আবেদনে লিপিবদ্ধ থাকায় কার বরাবরে আবেদন করা হয়েছে তা বোধগম্য নয় মর্মে জবাব প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয় । আবেদনে বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম কলম দিয়ে স্পষ্টভাবে লিখিত থাকলেও শুধুমাত্র অনুস্বাক্ষর না থাকার কারণে তা গ্রহণ না করা সমীচীন হয়নি । একজন সাধারণ নাগরিকের অনুস্বাক্ষর করার দাপ্তরিক এই জ্ঞান না থাকাই স্বাভাবিক । অভিযোগকারী অভিযোগে এবং শুনানীকালে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ওয়াকফ কার্যালয়ে আবেদন জমা দিতে গিয়ে জানতে পারেন যে, নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে জনাব মোঃ রায়হান কাওছার (উপ-সচিব),সহকারী প্রশাসককে নিয়োগ করা হয়েছে । তিনি নতুন নিয়োগকৃত কর্মকর্তার সাথে দেখা করে তার সামনেই ‘মোতাহার হোসেন’ এর নাম কর্তন করে অন্যান্য সব ঠিক রেখে ‘রায়হান কাওছার’ লিখে তার কাছে পেশ করলে তিনি তা স্বয়ং গ্রহণ না করে পত্র প্রাপ্তি শাখায় জমা করতে বলেন । কিন্তু পত্র প্রাপ্তি শাখা আবেদন গ্রহণ না করায় তিনি ঐ দিনেই (০৪.০১.২০১৮) রেজিষ্ট্রিকৃত ডাকযোগে জনাব মোঃ রায়হান কাওছার বরাবর প্রেরণ করেন । উল্লেখ্য, জনাব কাওছার শুনানীকালে স্বীকার করেন যে, অভিযোগকারী তথ্যের আবেদন জমা করার জন্য তার কক্ষে তার সাথে দেখা করেছেন এবং তিনি আবেদন তার দপ্তরে জমা দিতে বলেছেন। পত্রটি তার দপ্তর গ্রহণ না করার বিষয়টিও পরবর্তীতে তিনি খোজ রাখেন নি । এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগটি তার দপ্তরে গ্রহণ না করায় পরবর্তীতে অভিযোগকারী রেজিষ্ট্রিকৃত ডাকযোগে আবেদন প্রেরণ করেন যা যথাযথভাবে জনাব মোঃ রায়হান কাওছার বরাবরেই দাখিল করা হয়েছে বিধায় তার দপ্তরে গৃহীত হয়েছে । তৎপর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রদান না করে তথ্য প্রদান না করার কৌশল অবলম্বন করেই উক্তরূপ পত্র জারী করেছেন । এক্ষেত্রে উক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব ছিল তথ্যের আবেদন নিজেই গ্রহণ করা, প্রাপ্তি স্বীকারপত্র দেওয়া এবং তথ্য সরবরাহ করা কিন্তু তিনি এগুলো না করে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য সরবরাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন এবং তথ্য প্রদানে স্পষ্টত: ই নেতিবাচক মনোভাবের পরিচয় দিয়ে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন । এমতাবস্থায়, যাচিত তথ্য সরবরাহে তথ্য অধিকার আইনে কোন বাধা না থাকায় তথ্য সরবরাহের আদেশসহ তথ্য সরবরাহে বিঘ্ন সৃষ্টির কারণে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে জরিমানা করার আদেশ প্রদান করা সমীচীন বলে তথ্য কমিশন একমত পোষণ করেন ।

সিদ্ধান্ত

উপরে প্রদত্ত পর্যালোচনার আলোকে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১. তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পরবর্তী ০৭ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থিত পূর্ণাঙ্গ তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী প্রত্যয়নপূর্বক সরবরাহের জন্য জনাব মোঃ রায়হান কাওছার, সহকারী প্রশাসক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ওয়াকফ প্রশাসক বাংলাদেশ এর কার্যালয়, ৪ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা, বাংলাদেশ কে নির্দেশ দেয়া হলো ।

২. অভিযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নির্ধারিত সময়ে তথ্য সরবরাহ না করে তথ্য সরবরাহে বিঘ্ন সৃষ্টি করায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৫(১১)(খ) উপধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ধারা ২৭(১)(খ) এবং ২৭ (১)(ঙ) উপধারার বিধান অনুযায়ী জনাব মোঃ রায়হান কাওছার, সহকারী প্রশাসক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ওয়াকফ প্রশাসক বাংলাদেশ এর কার্যালয়, ৪ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা, বাংলাদেশ কে ৫০০০/- টাকা জরিমানা করা হলো এবং এই

সিদ্ধান্তপত্র প্রাপ্তির পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে জরিমানার অর্থ ব্যক্তিগত দায় হিসেবে পরিশোধের নির্দেশ দেওয়া হলো । অন্যথায় উক্ত আইনের ২৭(৪) উপধারা অনুযায়ী জরিমানার অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হলো।

৩. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৪. নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(সুরাইয়া বেগম এনডিসি)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মরতুজা আহমদ)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৪৫/২০১৮

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ কুতুব উদ্দিন,
পিতা: মরহুম মৌ: সফিউদ্দিন,
ঠিকানা: ফারিয়া এন্টারপ্রাইজ, ৫৭-৫৮,
কাপড়গলি, তালতলা বাজার,
আগারগাঁও , ঢাকা-১২০৭।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ বোরহান উদ্দিন রব্বানী
প্রভাষক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
চরশাহী ইসলামিয়া আলীম মাদ্রাসা
পো: চরশাহী, লক্ষ্মীপুর সদর
লক্ষ্মীপুর।

সিদ্ধান্তপত্র

(তারিখ ঃ ১০-১০-২০১৮ ইং)

অভিযোগকারীর ৩৪৭/২০১৭ নং অভিযোগের কমিশন কর্তৃক শুনানীর পরিপ্রেক্ষিতে জনাব মোঃ বোরহান উদ্দিন রব্বানী, প্রভাষক ও ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), চরশাহী ইসলামিয়া আলীম মাদ্রাসা, পো: চরশাহী, লক্ষ্মীপুর সদর-কে ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে যাচিত তথ্য সরবরাহের নির্দেশ প্রদানের পরেও তথ্য সরবরাহ না করায় অভিযোগকারী পুনরায় ০৬-০৩-২০১৮ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

২। ১২-০৪-২০১৮ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ২২-০৫-২০১৮ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী হাজির এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সময়ের আবেদন দিয়ে গরহাজির। সময়ের আবেদন মঞ্জুরপূর্বক পরবর্তী ০৫-০৭-২০১৮ তারিখ দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়। একই সাথে শুনানীর ধার্য তারিখে গরহাজির থাকায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশও প্রদান করা হয়।

৪। শুনানীর ধার্য তারিখে উভয় পক্ষ গরহাজির। পরবর্তী ০৬-০৮-২০১৮ দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয় এবং একই সাথে শুনানীর ধার্য তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গরহাজির থাকায় কারণ দর্শানোর নোটিসও প্রদান করা হয়।

৫। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী হাজির এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পুনরায় সময়ের আবেদন দিয়ে গরহাজির। সময়ের আবেদন মঞ্জুরপূর্বক পরবর্তী ০৩-০৯-২০১৮ তারিখ দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৬। শুনানীর ধার্য তারিখে উভয় পক্ষ গরহাজির। পরবর্তী ০৩-১০-২০১৮ তারিখ দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্ত হয়। একই সাথে শুনানীতে গরহাজির থাকায় তথ্য কমিশনের সচিবের স্বাক্ষরে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশও প্রদান করার নির্দেশনা দেওয়া হয় এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসার সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে জারি করার নির্দেশনা দেওয়া হয়।

৭। অনিবার্য কারণবশত: শুনানীর জন্য ধার্য ০৩-১০-২০১৮ তারিখ এর পরিবর্তে ১০-১০-২০১৮ তারিখ পুনরায় নির্ধারণ করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সমন জারী করা হয়।

৮। অদ্য ১০.১০.২০৮ তারিখে শুনানীর জন্য উভয় পক্ষ হাজির। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাজির হয়ে কারণ দর্শানের নোটিশের জবাব দাখিল করেন। উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানী গ্রহণ করা হয়।

৯। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে বলেন যে, তিনি তার দায়েরকৃত ও তথ্য কমিশন কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত ৩৪৭/২০১৭ নং অভিযোগে কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্ত না হওয়ায় পুনরায় বর্তমান অভিযোগটি দায়ের করেছেন। এই অভিযোগে তিনি কয়েকবার কমিশনে হাজির হলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কয়েকবার সময় নেওয়ায় কেসটি নিষ্পত্তিতে বিলম্ব হয়েছে। তিনি এজন্য ক্ষতিপূরণ দাবী করেন। তিনি আরো বলেন যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পূর্ববর্তী ৩৪৭/২০১৭ নং কেসের আদেশ অনুযায়ী অদ্যাবধি তথ্য সরবরাহ না করায় তিনি তথ্য কমিশনের আদেশ লঙ্ঘন করে অপরাধ করেছেন এবং এজন্য তিনি তার শাস্তি দাবী করেন।

১০। অদ্য শুনানীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জবাব দাখিল করে উল্লেখ করেছেন যে, বিভিন্ন তারিখের সমন প্রাপ্ত হলেও তিনি ভিন্ন ভিন্ন কারণে কমিশনে শুনানীতে হাজির হতে পারেননি। অন্যদিকে ৩৪৭/২০১৭ নং অভিযোগে যাচিত তথ্যাদি তিনি অভিযোগকারীর নিকট প্রেরণ করেছেন মর্মে দাবী করেন। কিন্তু তথ্য প্রেরণ এবং তথ্যের মূল্য আদায় সংক্রান্ত কোন প্রমাণ দাখিল করতে পারেননি।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষের বক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র বিশেষত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার জবাব পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিভিন্ন তারিখে সমন প্রাপ্ত হলেও তিনি ভিন্ন ভিন্ন কারণে শুনানীতে হাজির হতে পারেননি। কিন্তু পূর্ববর্তী ৩৪৭/২০১৭ নং অভিযোগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি তথ্য সরবরাহের দাবী করলেও তার কোন প্রমাণপত্র কমিশনে দাখিল করতে পারেননি। এতে স্পষ্ঠতই প্রমাণিত যে, তিনি তথ্য কমিশনে ইতিপূর্বে নিষ্পত্তিকৃত ৩৪৭/২০১৭ নং কেসে প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যাদি সরবরাহ না করে উক্ত আদেশ লঙ্ঘন করেছেন যা তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিধান অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ইতোমধ্যে ১০০ দিনের অধিক বিলম্ব হওয়ায় কমিশন তাকে সর্বোচ্চ জরিমানা করাই সমীচীন বলে একমত পোষণ করেন। তবে ভিন্ন ভিন্ন তারিখে হাজির না হওয়ায় কারণ দর্শিয়ে নি:শর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করায় তাকে ক্ষতিপূরণের আদেশ দেওয়া সমীচীন নয় বলে কমিশন মনে করেন।

সিদ্ধান্ত

উপরে বর্ণিত পর্যালোচনার আলোকে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্তপত্র প্রাপ্তির পরবর্তী ১০ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীকে তার যাচিত তথ্যাদি, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে প্রত্যয়নপূর্বক সরবরাহের জন্য জনাব মোঃ বোরহান উদ্দিন রব্বানী, প্রভাষক ও ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), চরশাহী ইসলামিয়া আলীম মাদ্রাসা, পো: চরশাহী, লক্ষ্মীপুর সদর কে নির্দেশনা দেওয়া হলো। অধিকন্তু মাদ্রাসার অধ্যক্ষকে তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী কমিশনে ইতিপূর্বে নিষ্পত্তিকৃত ৩৪৭/২০১৭ নং অভিযোগে প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী অভিযোগকরীর যাচিত তথ্যাদি সরবরাহ না করে কমিশনের আদেশ লঙ্ঘন করায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ বোরহান উদ্দিন রব্বানীকে উক্ত আইনের ২৫(১১)(খ) উপধারার ক্ষমতাবলে ২৭(১)(খ) ও (ঙ) উপধারা অনুযায়ী ৫০০০/- টাকা জরিমানা করা হলো। এই সিদ্ধান্তপত্র প্রাপ্তির পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে জরিমানার অর্থ ব্যক্তিগত দায় হিসেবে পরিশোধের নির্দেশ দেওয়া হলো। অন্যথায় উক্ত আইনের ২৭(৪) উপধারা অনুযায়ী জরিমানার অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হলো।

৩। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেওয়া হলো।

৪। সিদ্ধান্তপত্রের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসার গভর্নিংবডির সভাপতি সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং মাদ্রাসার অধ্যক্ষকে দেওয়া হোক।

৫। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(নেপাল চন্দ্র সরকার)	**(সুরাইয়া বেগম এনডিসি)**	**(মরতুজা আহমদ)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৮৪/২০১৮

অভিযোগকারী ঃ জনাব এ.এস মুনীর, পিতা: মৃত মোসলেম উদ্দিন, ঠিকানা: চেয়ারম্যান, সাংবাদিক মানবাধিকার ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ, ১৯, উত্তর চাষাড়া, ৫ম তলা, ছোট মসজিদ রোড (রামবাবুর পুকুরের পূর্ব পার্শ্বে), নারায়ণগঞ্জ-১৪০০

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব আহামদ শফি
সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর,
এলজিইডি, জেলা: ফেনী।

সিদ্ধান্তপত্র

(তারিখ ঃ০৬-০৮-২০১৮ ইং)

অভিযোগকারী ২৩-০১-২০১৮ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, এলজিইডি, জেলা: ফেনী বরাবর রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ক) ২০০৯-১০ অর্থ বছর থেকে ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ফেনী জেলা এলজিইডির আওতায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দরপত্র আহ্বান করে জাতীয় দৈনিক ইংরেজি ও বাংলা পত্রিকায় যেসকল বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে তার একফর্দ্দ করে ফটোকপি।

খ) ২০০৯-১০ অর্থ বছর থেকে ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ফেনী জেলা এলজিইডির আওতায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দরপত্র আহ্বান করে জাতীয় দৈনিক ইংরেজি ও বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান যে সকল স্কিমের অনুকূলে দরপত্র দাখিল করেছে তার একফর্দ্দ করে ফটোকপি।

গ) ২০০৯-১০ অর্থ বছর থেকে ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ফেনী জেলা এলজিইডির আওতায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দরপত্র আহ্বান করে জাতীয় দৈনিক ইংরেজি ও বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানে স্কিমের অনুকূলে দরপত্র দাখিল করার পর দরপত্র যাচাই- বাছাই শেষে যে সকল ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের দরপত্র গ্রহণ করে কাজের মূল্য নির্ধারণকরত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিপত্র সম্পাদন করা হয়েছে তার একফর্দ্দ করে ফটোকপি।

ঘ) ২০০৯-১০ অর্থ বছর থেকে ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ফেনী জেলা এলজিইডির আওতায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান স্কিমের অনুকূলে দরপত্র দাখিলের পর দরপত্র যাচাই-বাছাই শেষে দরপত্র গ্রহণ করে স্কিমের মূল্য নির্ধারণকরত: যে সকল ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিপত্র সম্পাদন করা হয়েছে সেই সকল স্কিমের মূল প্রাক্কলনের একফর্দ্দ করে ফটোকপি।

ঙ) ২০০৯-১০ অর্থ বছর থেকে ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ফেনী জেলা এলজিইডির আওতায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দরপত্র আহ্বান করে জাতীয় দৈনিক ইংরেজি ও বাংলা পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে সে সব দরপত্র বিজ্ঞপ্তিগুলো (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সেন্ট্রাল প্রক্রিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (cptu) এর পোটালে প্রদর্শীত হওয়ার তারিখ ও প্রাপ্তি স্বীকারপত্রের একফর্দ্দ করে ফটোকপি।

চ) প্রদেয় দরপত্র বিজ্ঞপ্তির প্রতিটি ফটোকপিতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ, বিজ্ঞপ্তিটি পত্রিকায় কোন পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে তা উল্লেখ করতে হবে বিজ্ঞপ্তির ফটোকপিতে পত্রিকার নাম ও উল্লেখ করতে হবে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা কর্তৃক প্রতিটি ফটোকপি অবশ্যই সত্যায়িত হবে।

২। তথ্যপ্রাপ্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ০১-০২-২০১৮ তারিখে জনাব আহমদ শফি, তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি, ফেনী **"প্রতি পৃষ্ঠা ২ (দুই) টাকা হারে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে চালানের কপি দাখিল করলে, তা প্রাপ্তির তারিখ থেকে ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে আইন ও বিধি অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ করা হবে"** মর্মে অবগত করে জনাব এ.এস. মুনীর-কে পত্র প্রেরণ করা হয়। প্রার্থিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১১-০৩-২০১৮ তারিখে জনাব ফারুক আহমেদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, কুমিল্লা অঞ্চল, কুমিল্লা বরাবর রেজিস্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। ১৪-০৩-২০১৮ তারিখে জনাব ফারুক আহমেদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ৪৬.০২.০০০০.১১৫.৯৯.০৬৪.১৮-৩৯২ নং স্মারকমূলে জনাব এ.এস. মুনীর-কে **" তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ মোতাবেক কোন তথ্য প্রদান ইউনিটের ক্ষেত্রে উক্ত ইউনিটের তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার অব্যবহিত উর্ধ্বতন কর্মকর্তা অর্থাৎ উক্ত কার্যালয়ের প্রশাসনিক প্রধান আপীল কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। সেই হিসেবে নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, এলজিইডি, ফেনী'র নির্বাহী প্রকৌশলী তথ্য প্রদানকারী'র আপীল কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিবেচিত হবে বিধায় আপীল আবেদনটি এতদ্সঙ্গে ফেরৎ প্রদান করা হলো"** মর্মে উল্লেখ করে পত্র প্রেরণ করেন। এমতাবস্থায় অভিযোগকারী ০১-০৪-২০১৮ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

৩। গত ১২-০৪-২০১৮ তারিখের কমিশনের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ২১-০৫-২০১৮ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৪। শুনানীর ধার্য তারিখে উভয় পক্ষ হাজির । আপীল কর্তৃপক্ষ কে হবেন সে বিষয়ে শুনানীকালে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলেন যে, নির্বাহী প্রকৌশলী তার আপীল কর্তৃপক্ষ এবং প্রধান প্রকৌশলীও অনুরূপ নির্দেশনা দিয়েছেন । কিন্তু তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ২(ক) উপধারা অনুযায়ী অব্যবহিত উর্ধ্বতন কার্যালয়ের প্রশাসনিক প্রধান আপীল কর্তৃপক্ষ হবেন। ফলে অধিকতর শুনানীর জন্য পরবর্তী ০৩-০৭-২০১৮ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং শুনানীতে উপস্থাপিত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে জনাব ফারুক আহমেদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কার্যালয়, কুমিল্লা অঞ্চল, কুমিল্লা ও জনাব মো: আবুল কালাম আজাদ, প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ সহ মোট (০৪) চার জনের প্রতি সমন জারী করা হয়।

৫। শুনানীর জন্য ধার্য ০৩.০৭.২০১৮ তারিখে অভিযোগকারী হাজির এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী হাজির হয়ে পূর্বতন প্রধান প্রকৌশলী জনাব মো: ওয়াহিদুর রহমান কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি স্মারক দাখিল করেন যাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এলজিইডি,ফেনী এর নির্বাহী প্রকৌশলী আপীল কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী তথ্য প্রধানকারীর দায়িত্ব পালন করবেন । সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলী আইনের বিধানটি যথাযথভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম না হওয়ায় তা সংশোধন পূর্বক পুনরায় জারী করার জন্য বিজ্ঞ আইনজীবীকে পরামর্শ দেওয়া হয় । তৎপর পরবর্তী ০৬-০৮-২০১৮ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে উক্ত চার জনের প্রতি সমন জারী করা হয়।

৬। অদ্য শুনানীতে অভিযোগকারী এবং প্রতিপক্ষে জনাব মো: আবুল কালাম আজাদ, প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এর প্রতিনিধি জনাব মো: আনিসুল ইসলাম ওহাব খান,নির্বাহী প্রকৌশলী (আইন), এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পক্ষে জনাব রাশাদুল্লা রাসেল, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, ফেনী হাজির এবং তারা উভয়েই লিখিত জবাব দাখিল করেন।

৭। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)

এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আবেদন করেন। তিনি আরো বলেন যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার চাহিত তথ্যাদি প্রদান না করায় সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন এবং প্রার্থিত তথ্য পাওয়ার জন্য তথ্য কমিশনের নির্দেশনা কামনা করেন ।

৮। প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতিনিধি তার বক্তব্যে বলেন যে, যাচিত তথ্যাদির পরিমাণ অনেক বেশী বিধায় তথ্য সরবরাহ করতে পারেন নি । বিগত ৫ বছরের তথ্য সরবরাহ করতে পারবেন মর্মে তিনি কমিশনকে অবহিত করেন এবং অত্র অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন। কমিশনের জিজ্ঞাসার জবাবে তিনি জানান যে, যাচিত তথ্যের পরিমাণ কম বেশি ৫২৩ পৃষ্ঠা হবে।

৯। জনাব মো: আবুল কালাম আজাদ, প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ এর প্রতিনিধি বলেন যে, ভুলভাবে যে চিঠি জারী করা হয়েছিল তা সংশোধন কওে পুনরায় স্মারকপত্র জারী করা হয়েছে । যার স্মারক নং ৪৬.০২.০০০.০০১.১৬.০০১.১৭-৪৩১১ তারিখ: ২৭.০৬.২০১৮।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনাপূর্বক পরিলক্ষিত হয় যে, এই অভিযোগের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা লিখিত জবাব দাখিল করে উল্লেখ করেছেন যে, " (১) প্রথমেই আমি বলতে চাই, আমি আমার জবাবে কোথাও বলি নাই তথ্য দিব না । আমি বলেছি Be Specific এবং সময় চেয়েছি । (২) আপীলকারী কর্তৃপক্ষের কাছে আপীল না করে উনি তথ্য কমিশনে আবেদন করেছে যাহা আইনের বরখেলাপ তাই বিষয়টি এখানেই খারিজ করার আবেদন করছি । এলজিইডি'র নির্বাহী প্রকৌশলী হচ্ছেন আপীল কর্তৃপক্ষ। (৩) প্রতি বছর অডিট করে যাওয়ার পর সকল ফাইল ষ্টোর রুমে সংরক্ষণ করা হয় । তাই এত আগের তথ্য দিতে গেলে সময় লাগাই যুক্তিযুক্ত । তাছাড়া PPR -০৮ এর ধারা ৪৩(১) অনুযায়ী ৫(পাঁচ) বছরের উপরে ফাইল সংরক্ষণ করার বিধান নেই । যদি সংরক্ষণ করতে হয় উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে করতে হয়। তাই ০৫(পাঁচ) বছর আগের তথ্য দেয়া সম্ভব নয়। (৪) যেহেতু প্রাক্কলন বিষয়টি কারিগরী সম্পর্কিত। তাই অনুমোদিত প্রাক্কলন উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে দেয়ার বিধান নেই। (৫) ২০০৯ সাল হতে ২০১৫ সাল পর্যন্ত আনুমানিক ৬৫০ টি স্কীমের বিপরীতে ৬৫০টি ফাইল হতে ফটোকপি করতে হবে তাই ০৬(ছয়) মাসের আগে তথ্য দেয়া সম্ভব নয় । (৬) চাহিত তথ্য এত বেশি যে কত পৃষ্ঠা হবে এটা বলা মুশকিল । তাই প্রতি পৃষ্ঠার জন্য ০২(দুই) টাকা হারে সরকার নির্ধারিত ফি নির্ধারণ করা অসম্ভব । তাছাড়া সকল তথ্য ফটোকপি করার পর তথ্য নিতে না আসলে সরকারী অফিসের মূল্যবান সময় ও অর্থের অপচয় হবে । এজন্য আগে টাকা জমা দিয়ে চালানের কপি দাখিল করলেই তবে ফটোকপি আরম্ভ করা হবে।"

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপর্যুক্ত জবাব পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কমিশনে দাখিলকৃত জবাবের ভাষা ঔদ্ধত্যপূর্ণ। আপীল কর্তৃপক্ষ নির্ধারণে ভুল হওয়ার কারণে যেখানে প্রধান প্রকৌশলী বিজ্ঞ আইনজীবীর পরামর্শে ও তথ্য কমিশনের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে ভুল সংশোধন করে পুনরায় পত্র জারী করেছেন সেখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, যিনি একজন সি: সহকারী প্রকৌশলী, তার উপর্যুক্ত (২)নং ক্রমিকের জবাব মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়, বরং অসদাচরণের সামিল। অন্যদিকে অভিযোগকারীকে গত ০১.০২.২০১৮ তারিখে তথ্য প্রদান প্রসঙ্গে যে জবাব দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, "২০০৯ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ঢালাওভাবে না চেয়ে সুনির্দিষ্ট নথির অংশ বিশেষ অথবা সুনির্দিষ্ট তথ্য চাইলে বিধি মোতাবেক যত দ্রুত সম্ভব সরবরাহ করা হবে । এছাড়াও তথ্য অধিকার বিধিমালার নিয়ম অনুসারে ফটোকপির জন্য প্রতি পৃষ্ঠা ২(দুই) টাকা হারে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করে চালানের কপি দাখিল করলে, তা প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৩(তিন) মাসের মধ্যে আইন ও বিধি অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ করা হবে।"

এই জবাবে ২০০৯ সাল থেকে ২০১৫ সালের যাচিত তথ্য কোন অনির্দিষ্ট বিষয় নহে । এখানে একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের তথ্যই চাওয়া হয়েছে । কমিশনে দাখিলকৃত জবাবে তিনি এ বিষয়ে পিপিআর ২০০৮ এর ৪৩(১) ধারা অনুযায়ী ৫ বছরের উপরে ফাইল সংরক্ষণ করার বিধান নেই মর্মে উল্লেখ করেছেন যা সঠিক নয় । প্রকৃতপক্ষে উক্ত বিধিতে কমপক্ষে ৫ বছর তথ্য সংরক্ষণ করার বিধান করা হয়েছে ।

তাছাড়া প্রতি পৃষ্ঠা ২ টাকা হারে টাকা জমা করার কথা বলা হলেও কত পৃষ্ঠা তথ্য হবে তা উল্লেখ করা হয়নি। কাজেই টাকার পরিমাণ কত তা নির্ধারণ না করায় টাকা জমা করা সম্ভব হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়। এক্ষেত্রে তথ্যের মূল্য বাবদ টাকার পরিমাণ সুনির্দিষ্ট করে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯(৬) উপধারা অনুযায়ী ৫ কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীকে টাকা জমা করার নির্দেশনা দেওয়া বিধেয় ছিল যা করা হয়নি।

সর্বোপরি টাকা জমা করার পর তথ্য দেওয়ার জন্য ৩ মাস বা ৬ মাস সময় দেওয়ার বক্তব্য আইনগত ভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯(১) উপধারা অনুযায়ী যাচিত সকল তার দপ্তরে সংরক্ষিত থাকায় সর্বোচ্চ ২০ কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য সরবরাহ করা বাধ্যতামূলক। আরো উল্লেখ্য, কারিগরী তথ্যের অজুহাত দেখিয়ে তথ্য সরবরাহ না করার কোন সুযোগ নেই। কারণ যাচিত তথ্যাদি সরবরাহে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭ ধারায় কোন বাধা নেই। কাজেই অভিযোগকারীর যাচিত সকল তথ্যই সরবরাহযোগ্য ।

উপর্যুক্ত পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিধান লঙ্ঘন করে উক্ত আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য সরবরাহে ব্যর্থ হয়েছেন এবং যাচিত তথ্যাদি সরবরাহযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও উক্তরূপ জবাব দিয়ে তথ্য সরবরাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের তারিখ ২৩.০১.২০১৮ থেকে ইতোমধ্যে ১০০ দিনের বেশি সময় অতিক্রান্ত হওয়ায় তার উপর সর্বোচ্চ জরিমানা আরোপযোগ্য বলে কমিশন একমত পোষণ করে।

সিদ্ধান্ত

উপরে প্রদত্ত পর্যালোচনার আলোকে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১. তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্তপত্র প্রাপ্তির পরবর্তী০৭ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীকে বিগত ৫ বছরের তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী প্রত্যয়নপূর্বক সরবরাহের জন্য জনাব জনাব আহামদ শফি, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, এলজিইডি, জেলা: ফেনী কে নির্দেশ দেয়া হলো ।

২. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৯ এর উপধারা (১) অনুযায়ী নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে যাচিত তথ্য সরবরাহে ব্যর্থ হওয়ায় এবং তথ্য সরবরাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করায় উক্ত আইনের ২৫(১১)(খ) উপধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ধারা ২৭ এর ১(খ) ও (ঙ) উপধারা অনুযায়ী জনাব আহামদ শফি, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, ফেনীকে ৫০০০/- টাকা জরিমানা করা হলো এবং এই সিদ্ধান্তপত্র প্রাপ্তির পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে জরিমানার অর্থ ব্যক্তিগত দায় হিসেবে পরিশোধের নির্দেশ দেওয়া হলো । অন্যথায় উক্ত আইনের ২৭(৪) উপধারা অনুযায়ী জরিমানার অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হলো।

৪. আপীল কর্তৃপক্ষ নির্ধারণের বিষয়ে প্রাক্তন প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক জারীকৃত পত্র সংশোধনপূর্বক গত ২৭.০৬.২০১৮ তারিখে সংশোধিত আদেশ জারী করায় প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, ঢাকা এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এলজিইডি, কুমিল্লা অঞ্চল, কুমিল্লাকে অব্যাহতি দেওয়া হলো।

৫. নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(নেপাল চন্দ্র সরকার)	**(সুরাইয়া বেগম এনডিসি)**	**(মরতুজা আহমদ)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ২২৫/২০১৮

অভিযোগকারী ঃ জনাব হারুন-অর-রশিদ বাদল
(সম্পাদক), সাপ্তাহিক অবিরাম
হকার্স মার্কেট, ডি.বি রোড
গাইবান্ধা।

প্রতিপক্ষ ঃ ১। জনাব মো: মিজবাহ উদ্দিন মোল্লা
সিনিয়র সহকারী সচিব
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। জনাব প্রণব কুমার ঘোষ
উপপ্রকল্প পরিচলক (যুগ্ম সচিব)
একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
৩। উপপরিচালক
উপপরিচালকের কার্যালয়
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
পলাশবাড়ি, গাইবান্ধা।

সিদ্ধান্তপত্র

(তারিখ: ০২-০৭-২০১৮ ইং)

অভিযোগকারী জনাব হারুন-অর-রশিদ বাদল প্রধান তথ্য কমিশনার বরাবর একটি সাধারণ আবেদন দাখিল করে জানান, "একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পটির কিছু তথ্য প্রকল্পের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করলেও তথ্য অধিকার সংক্রান্ত কোন তথ্য বা তথ্য কর্মকর্তার নাম প্রকাশ করা হয় নাই। ফলে গাইবান্ধার স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায় কর্মরত সাংবাদিকবৃন্দ উক্ত প্রকল্পের কোন তথ্য প্রয়োজন মনে করলে কার কাছে তথ্য চাইবেন তা নিয়েও নানাভাবে হয়রানীর শিকার হচ্ছেন। আবেদনকারী আরো উল্লেখ করেন যে, দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ পত্রিকার গাইবান্ধা প্রতিনিধি মো: আব্দুল কাফি সরকার, সাদুল্যাপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর একটি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেন। কিন্তু উপজেলা নির্বাহী অফিসার ২৪-০৯-২০১৭ তারিখে জনাব আব্দুল কাফি সরকার-কে তথ্য সরবরাহের অপরাগতার নোটিশ প্রেরণ করেন। একই তথ্য চেয়ে অবিরাম পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার জনাব ফয়সাল রহমান জনি ২৮-০৯-২০১৮ তারিখে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেন। পরবর্তীতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ২০-১১-২০১৭ তারিখে সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের বরাবর আবেদন করার জন্য অনুরোধ জানান। তথ্য কর্মকর্তাদের তালিকা ওয়েবসাইটে না থাকায় আবেদনকারী এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান তথ্য কমিশনারকে ২৭-০৩-২০১৮ তারিখে অনুরোধ জানান।

২। তথ্য কমিশনের গত ১০-০৫-২০১৮ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ০২-০৭-২০১৮ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়। অদ্য ০২-০৭-২০১৮ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারী, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং উপপ্রকল্প পরিচালক হাজির।

৩। অদ্য শুনানীতে অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) না থাকায় তিনি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করতে পারছেন না। সাদুল্যাপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর একটি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করা হলে তিনি সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের বরাবর আবেদন করার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। সমন পাবার পর তিনি যাচিত তথ্যাদি পেয়েছেন।

৪। প্রতিপক্ষ উপপ্রকল্প পরিচালক তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ওয়েবসাইটে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তালিকা দেওয়া আছে। জেলা পর্যায়ে সকল এডিসি জেনারেল ফোকাল পয়েন্ট ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং উপজেলা পর্যায়ে সকল ইউএনও ফোকাল পয়েন্ট ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। তিনি অভিযোগকারীকে তার যাচিত তথ্য সরবরাহ করেছেন।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে ও দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য সরবরাহ করেছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য সরবরাহ করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়। তবে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নিজস্ব কর্মচারী নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত জেলা পর্যায়ে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রকল্প পরিচালকের পক্ষ থেকে জারি করা প্রয়োজন মর্মে তথ্য কমিশন মনে করে। কারণ ইতোমধ্যে অফিসের কার্যক্রম চালু হয়েছে এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১০(২) উপধারা অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ কর্তৃপক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক।

সিদ্ধান্ত।

১। যেহেতু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীকে তার যাচিত তথ্য সরবরাহ করেছেন, সেহেতু অভিযোগটি এতদ্বারা নিষ্পত্তি করা হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১০(২) উপধারা অনুযায়ী সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশনা দেওয়া হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(সুরাইয়া বেগম এনডিসি)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মরতুজা আহমদ)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ২২৯/২০১৮

অভিযোগকারী ঃ জনাব মো: মতিউর রহমান,
পিতা: মৃত নূরুল ইসলাম, ঠিকানা:
গ্রাম: ১ নং কলমা, পো: ডেইরী ফার্ম,
থানা: সাভার, জেলা: ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মুসা মুহ: হাসান আকতার সিদ্দিকী
রাজস্ব কর্মকর্তা
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই),
বিভাগীয় কর্মকর্তার কার্যালয়, কাস্টমস
বন্ড কমিশনারেট, ডিইপিজেড
(পূর্ব/পশ্চিম), সাভার, ঢাকা ।

সিদ্ধান্তপত্র

(তারিখ ঃ ২২-০৭-২০১৮ ইং)

অভিযোগকারী ১৬-১১-২০১৭ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে রাজস্ব কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বিভাগীয় কর্মকর্তার কার্যালয়, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ডিইপিজেড (পূর্ব/পশ্চিম), সাভার, ঢাকা বরাবর রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১. গত ১০ বছরে ডিইপিজেড (পূর্ব/পশ্চিম) এর বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের অবৈধ ভাবে মালামাল বহনের সময় আটককৃত গাড়ির সংখ্যা? গাড়ির মালিকের নাম, মডেল, ইঞ্জিন নম্বর, চেচিজ নং, জব্দের তারিখ। গাড়ি থেকে উদ্ধারকৃত মালামালের নাম, পরিমাণ ও মূল্যসহ বিস্তারিত বিবরণ।

২. জব্দকৃত গাড়ি বর্তমানে কোথায় রাখা হয়েছে? জব্দকৃত গাড়ি ও অবৈধ ভাবে মালামাল বহনসহ বিভিন্ন অভিযোগে কাস্টমস আইন অনুযায়ী যে মামলা হয়েছে/ হয়েছিল তার অবিকল ফটোকপি পেতে চাই। মামলা গুলোর সর্বশেষ অবস্থা।

৩. যদি জরিমানা আদায়সহ বিভিন্ন শর্তে গাড়ি ছেড়ে দেওয়া হয়ে থাকে, জরিমানার পরিমাণ কি? কাস্টমস আইন অনুযায়ী কোন ধারা- উপধারার ভিত্তিতে ওই সকল গাড়ি ছেড়ে দেওয়া হয়, তার নমুনার কপি।

২. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৭-১২-২০১৭ তারিখে বিভাগীয় কর্মকর্তা, বিভাগীয় কর্মকর্তার কার্যালয়, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ডিইপিজেড (পূর্ব/পশ্চিম) আশুলিয়া, ঢাকা বরাবর রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরেও কোন প্রতিকার না পেয়ে অভিযোগকারী ৩০-০৪-২০১৮ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করলে ০৯/২০১৮ নং অভিযোগ হিসেবে গৃহীত হয় । উক্ত অভিযোগের শুনানীতে প্রতিপক্ষ হাজির হয়ে অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যাদি সরবরাহের নিশ্চয়তা দেওয়ায় এবং তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী যাচিত তথ্য সরবরাহে কোন বাধা না থাকায় উক্ত তথ্যাদি ২০ কার্যদিবসের মধ্যে সরবরাহের আদেশ দেওয়া হয় । কিন্তু এতদ্সত্বেও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য সরবরাহ না করায় গত ৩০.০৪.২০১৮ তারিখে পুনরায় অভিযোগ দায়ের করেন ।

৩. **১১-০৬-২০১৮ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ২২-০৭-২০১৮ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।** অদ্য শুনানীতে অভিযোগকারী এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাজির।

৪. অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)

এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আবেদন করেন। তিনি আরো বলেন যে, তথ্য কমিশনে ০৯/২০১৮ নং অভিযোগের শুনানীতে আদেশ দেওয়ার পরও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার যাচিত তথ্যাদি প্রদান না করায় সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ দায়ের করেন এবং প্রার্থিত তথ্য পাওয়ার জন্য তথ্য কমিশনের নির্দেশনা কামনা করেন এবং তথ্য কমিশনের আদেশ সকল কর্তৃপক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক হলেও তা মান্য না করায় তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার শাস্তি দাবী করেন ।

৫. প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তার বক্তব্যে বলেন যে, যাচিত তথ্যাদি সংগ্রহ করার জন্য টাকা জমা করার জন্য চিঠি দিয়েছেন । টাকা জমা না দেওয়ায় তথ্য সরবরাহ করতে পারেন নি । অতঃপর তিনি অত্র অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন । কিন্তু টাকা জমা দেওয়ার নিমিত্ত পত্রের কপি বা কোন প্রমাণপত্র কমিশন দেখতে চাইলে তিনি তা দেখাতে পারেননি ।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনাপূর্বক পরিলক্ষিত হয় যে, পূর্ববর্তী ০৯/২০১৮ নং অভিযোগের শুনানীকালে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাদের নিজস্ব তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা অনুযায়ী ৪ বছরের তথ্য সংরক্ষণ করা হয় মর্মে জানানোর পরিপ্রেক্ষিতে অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যাদির মধ্যে সংরক্ষিত ৪ বছরের তথ্য ২০ কার্যদিবসের মধ্যে সরবরাহের নির্দেশ দেওয়া হয় । উক্ত আদেশ গত ২৭.০২.২০১৮ তারিখে দেওয়া হলেও তিনি আদেশ অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ না করায় অভিযোগকারী গত ৩০.০৪.২০১৮ তারিখে পুনরায় অভিযোগ দায়ের করেন ।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে আদেশ দেওয়া সত্বেও তথ্য সরবরাহ না করায় তিনি জরিমানা আরোপযোগ্য অপরাধ করেছেন মর্মে কমিশন মনে করে ।

সিদ্ধান্ত

উপরে প্রদত্ত পর্যালোচনার আলোকে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১. তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পরবর্তী ০৭ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীকে যাচিত তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী প্রত্যয়নপূর্বক সরবরাহের জন্য জনাব মুসা মুহঃ হাসান আকতার সিদ্দিকী, রাজস্ব কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বিভাগীয় কর্মকর্তার কার্যালয়, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ডিইপিজেড (পূর্ব/পশ্চিম), সাভার, ঢাকা কে নির্দেশ দেয়া হলো ।

২. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৫(১১)(খ) উপধারার ক্ষমতাবলে ২৭(১)(খ) উপধারার বিধান অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাজনাব মুসা মুহঃ হাসান আকতার সিদ্দিকী, রাজস্ব কর্মকর্তা, বিভাগীয় কর্মকর্তার কার্যালয়, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ডিইপিজেড (পূর্ব/পশ্চিম), সাভার, ঢাকা কে ১০০০/- টাকা জরিমানা করা হলো । এবং এই সিদ্ধান্তপত্র প্রাপ্তির পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে জরিমানার অর্থ ব্যক্তিগত দায় হিসেবে পরিশোধের নির্দেশ দেওয়া হলো । অন্যথায় উক্ত আইনের ২৭(৪) উপধারা অনুযায়ী জরিমানার অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হলো।

৩. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৪. নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(নেপাল চন্দ্র সরকার)	**(সুরাইয়া বেগম এনডিসি)**	**(মরতুজা আহমদ)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ২৬৯/২০১৮

অভিযোগকারী ঃ জনাব নাসির উদ্দিন শেখ
পিতা: শেখ আব্দুস সাত্তার
ঠিকানা: গ্রাম+পোষ্ট: ডুমাইন
থানা-মধুখালী, জেলা-ফরিদপুর।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন
সহকারী পরিচালক জনসংযোগ
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগারগাঁও
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

সিদ্ধান্তপত্র

(তারিখ: ১৪-০৮-২০১৮ ইং)

আবেদনকারী ০৪-০৩-২০১৮ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন, জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ক) **ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক ২৪-০৪-২০১৬ ইং তারিখে ১৬.০১.০০০০.০০১.২৪.০০৭.৯৩. (ভলি-১২) ৬১৮৮ নং সূত্রের এবং ২৩-০৮-২০১০৬- ইং তারিখে ১৬.০১.০০০০.০০১.২৪.০০৭.৯৩(ভলি-১২).৫৪১ নং সূত্রের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ১০ টি পদের ১১ জন কর্মকর্তা নিয়োগের নিমিত্ত গঠিত নিয়োগ বাছাই কমিটি কর্তৃক অনুষ্ঠিত সকল সভার কার্যবিবরণীর কপি এবং নিয়োগপ্রাপ্ত প্রার্থীদের নিয়োগাদেশের কপি (সত্যায়িত আকারে)।**

খ) **ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক ২০-১১-২০১৪ ইং তারিখে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ও পদোন্নতির নিমিত্ত "পদোন্নতি ও নিয়োগের জন্য বাছাই কমিটি-১" এবং "পদোন্নতি ও নিয়োগের জন্য বাছাই কমিটি-২" পূর্ণগঠন শীর্ষক বিষয়ে কোন প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়েছে কিনা? হয়ে থাকলে উক্ত জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের সত্যায়িত কপি।**

গ) **ইসলামিক ফাউন্ডেশনের চাকুরীর বিধানাবলী, Rules of business (Delegation of Powers) এবং Transaction of business সংক্রান্ত বিধানাবলির তথ্যাদি ও প্রমাণকের সত্যায়িত কপি।**

ঘ) **প্রকাশনা কর্মকর্তা পদে আবেদনকারী নাসির উদ্দিন শেখ ও গবেষণা সহকারী পদে আবেদনকারী জনাব জুন্নুন আহমদের আবেদনপত্রের কপি সত্যায়িত আকারে।**

ঙ) **ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক ২৪-০৪-২০১৬ ইং তারিখে ১৬.০১.০০০০.০০১.২৪.০০৭.৯৩. (ভলি-১২)-৬১৮৮ নং সূত্রের এবং ২৩-০৮-২০১৬ ইং তারিখে ১৬.০১.০০০০.০০১.২৪.০০৭.৯৩(ভলি-১২).৫৪১ নং সূত্রের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, মুক্তিযোদ্ধা কোটায় কোন প্রার্থী নিয়োগ পেলে তার নামসহ আবেদনপত্রের কপি, তার পিতার মুক্তিযোদ্ধা সনদপত্রের কপি, মুক্তিযোদ্ধার আই.ডি. নম্বর এবং মুক্তিবার্তা নম্বরের তালিকা সংক্রান্ত তথ্যাদি ও প্রমাণকের সত্যায়িত কপি।**

চ) **ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক ২৪-০৪-২০১৬ ইং তারিখে ১৬.০১.০০০০.০০১.২৪.০০৭. ৯৩. (ভলি-১২)-৬১৮৮ নং সূত্রের এবং ২৩-০৮-২০১৬ ইং তারিখে ১৬.০১.০০০০.০০১.২৪ .০০৭.৯৩(ভলি-১২).৫৪১ নং সূত্রের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুসারে সরকারী বিধি অনুযায়ী ১ম ও ২য় শ্রেণীর পদসমূহে মুক্তিযোদ্ধা ও জেলা কোটা সংরক্ষণ হয়েছে কিনা? হয়ে থাকলে তার প্রমাণক ও সংশ্লিষ্ট কপি সত্যায়িত আকারে।**

ছ) ইফার মহাপরিচালক মহোদয়ের কার্যকালীন অর্থাৎ ২২-০২-২০০৯ ইং হতে অদ্যাবধি সময়ে রাজস্ব খাতভূক্ত ১ম ও ২য় শ্রেণীর পদসমূহে কতজন নিয়োগ পেয়েছেন (নিয়োগপ্রাপ্ত প্রার্থীর নামসহ তালিকা) এবং কতজন মুক্তিযোদ্ধা কোটায় নিয়োগ পেয়েছেন (নিয়োগপ্রাপ্ত প্রার্থীর নাম, পিতার নাম, মুক্তিযোদ্ধার আই.ডি.নম্বর এবং মুক্তিবার্তা নম্বরের তালিকা) সে সংক্রান্ত তথ্যাদি সত্যায়িত আকারে।

৫। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৭-০৪-২০১৮ তারিখে জনাব সামীম মোহাম্মদ আফজাল, মহাপরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগারগাঁও শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ বরাবর রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরেও কোন প্রতিকার না পেয়ে অভিযোগকারী ২৯-০৫-২০১৮ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

৬। তথ্য কমিশনের গত ১২-০৭-২০১৮তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ১৪-০৮-২০১৮ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়। অদ্য ১৪-০৮-২০১৮ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাজির।

৭। অদ্য শুনানীতে অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে এ বিষয়ে অভিযোগ করলে, তারা ধর্ম মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছেন। ধর্ম মন্ত্রণালয় ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে তদন্ত করার দায়িত্ব দিয়েছেন। চাহিত ক-চ অনুচ্ছেদের তথ্য উল্লিখিত নিয়োগ এর বিষয় সংশ্লিষ্ট। নিয়োগ কার্যক্রম শেষ হয়েছে বিধায় তথ্য দিতে কোন বাধা নেই।

৮। শুনানীতে প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ের তথ্য তার শাখায় সংরক্ষিত নেই। সংশ্লিষ্ট শাখা হতে সংগ্রহপূর্বক ক-চ অনুচ্ছেদে বর্ণিত তথ্য সরবরাহের জন্য কমিশন উল্লেখ করলে নির্দেশনা অনুযায়ী অভিযোগকারীকে তা সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করেন। তবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অনুচ্ছেদ 'ছ' এর চাহিত তথ্য তদান্তাধীন থাকায় দেয়া সম্ভব হবেনা।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে ও দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অনুচ্ছেদ 'ছ' এর চাহিত তথ্য তদান্তাধীন থাকায় তা দেয়ার সুযোগ নেই। প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর যাচিত ক-চ অনুচ্ছেদের তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

উপর্যুক্ত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো:-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্তপত্র প্রাপ্তির ২০ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীকে তার যাচিত ক-চ অনুচ্ছেদে বর্ণিত তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য জনাব মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন, সহকারী পরিচালক জনসংযোগ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-কে নির্দেশনা দেয়া হলো এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করে অভিযোগকারীকে মূল্য পরিশোধের জন্য ৫ কার্যদিবস সময় দিয়ে পত্র প্রেরণের জন্যও নির্দেশনা দেওয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(সুরাইয়া বেগম এনডিসি)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মরতুজা আহমদ)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ২৯৮/২০১৮

অভিযোগকারী ঃ অ্যাড. আব্দুল মালেক,
পিতাঃ আফসার আলী বিশ্বাস
ঠিকানাঃ সাং ও ডাকঃ কানঘাট
শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ আনারুল ইসলাম
প্রধান শিক্ষক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত
কর্মকর্তা (আরটিআই)
তেলকুপি জমিলা স্মরণী কারিগরী ও
ভকেশনাল স্কুল, পোঃ মোল্লাটোলা
শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

সিদ্ধান্তপত্র

(তারিখ ঃ ১০-১০-২০১৮ ইং)

অভিযোগকারী ১৬-০৫-২০১৮ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব মোঃ আনারুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), তেলকুপি জমিলা স্মরণী কারিগরী ও ভকেশনাল স্কুল, পোঃ মোল্লাটোলা, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বরাবর রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **বিগত ২০১৭ইং সনের জুলাই, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর (তিন) মাসের আপনার বিদ্যালয় (স্কুল) এর মাসিক বেতন ভাতা বিলের ছায়ালিপি (সত্যায়িত)।**

২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২২-০৫-২০১৮ তারিখে জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, শিবগঞ্জ, চাপাঁইনবাবগঞ্জ বরাবর রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরেও কোন প্রতিকার না পেয়ে অভিযোগকারী ২৪-০৬-২০১৮ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

৩। ১২-০৭-২০১৮ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ৩০-০৮-২০১৮ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৪। শুনানীর জন্য ধার্য ৩০.০৮.২০১৮ তারিখে অভিযোগকারী হাজির এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিনা তদ্বীরে গরহাজির। পরবর্তী ০৩-১০-২০১৮ তারিখ দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্ত হয়। একই সাথে ধার্য তারিখে গরহাজির থাকায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৭ ধারায় বিধান অনুযায়ী কারণ দর্শানোর নোটিশও প্রদান করা হয়। অন্যদিকে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি হিসেবে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে সমন দেওয়ার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে তাকেও সমন দেওয়া হয়।

৫। অনিবার্য কারণবশত: শুনানীর জন্য ধার্য ০৩-১০-২০১৮ তারিখ এর পরিবর্তে ১০-১০-২০১৮ তারিখ পুনরায় নির্ধারণ করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে সমন জারী করা হয়।

৬। অদ্য ১০.১০.২০৮ তারিখে শুনানীর জন্য জনাব চৌধুরী রওশন ইসলাম উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শিবগঞ্জ এবং উভয় পক্ষ হাজির। তবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাজির না হয়ে কারণ দর্শানের নোটিশের জবাব দাখিল না করে অন্য একজন সহকারী শিক্ষকের মাধ্যমে স্বাক্ষরবিহীন সময়ের আবেদন করেন। উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানী গ্রহণ করা হয়।

৭। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে বলেন যে, তিনি গত ১৬.০৫.২০১৮ তারিখে প্রতিপক্ষ প্রধান শিক্ষক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট ১নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্যাদি চেয়ে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন রেজিষ্ট্রিকৃত ডাকযোগে প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি উক্ত

তথ্য প্রাপ্তির আবেদন গ্রহণ না করায় ডাকবিভাগ পত্রটি ফেরত পাঠায়। তৎপর তিনি উক্ত স্কুলের সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর গত ২২.০৫.২০১৮ তারিখে আপীল আবেদন করেন। তারপরও তথ্য না পেয়ে তিনি এই অভিযোগ কমিশনে দাখিল কারেন। গত শুনানীর তারিখে তিনি হাজির থাকলেও প্রতিপক্ষ গতহাজির ছিলেন এবং আজকের শুনানীতে তিনি কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল না করে তার পক্ষে সময়ের আবেদন করায় তা নামঞ্জুর করে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তার শাস্তি দাবী করেন এবং তথ্য সরবরাহের আদেশ দেওয়ার প্রার্থনা জানান।

৮। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পক্ষে উপস্থিত সহকারী শিক্ষক স্বাক্ষরবিহীন একটি আবেদন করেন। অন্যদিকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রদত্ত কারণ দর্শানোর নোটিশেরও কোন জবাব দেওয়া হয়নি। গত শুনানীর তারিখেও তিনি বিনা তদ্বীরে গরহাজির ছিলেন যা সময়ক্ষেপন করার সামিল। কাজেই তার স্বাক্ষরবিহীন সময়ের আবেদন নামঞ্জুরপূর্বক প্রতিপক্ষে উপস্থিত উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর বক্তব্য জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন যে, তিনি গত ২০.০৮.২০১৮ তারিখে শিবগঞ্জ উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে যোগদান করেছেন। তিনি কমিশন থেকে সমন পাওয়ার পর খোজ খবর নিয়ে জানতে পারেন যে, তার পূর্ববর্তী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আপীল আবেদন গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি কোন আদেশ দেননি এবং তিনি ইতোমধ্যে আকস্মিকভাবে মৃত্যু বরণ করেছেন। তিনি সংশ্লিষ্ট প্রধান শিক্ষকের মাধ্যমে যাচিত তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করেন এবং অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র বিশেষত তথ্য প্রাপ্তির আবেদন এবং উভয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারী কর্তৃক যাচিত তথ্য প্রদানে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এ কোন বাধা নেই। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রাপ্তির আবেদন গ্রহণ না করে ফেরত দেওয়ায়, কমিশন থেকে সমন দেওয়ার পরও তথ্য সরবরাহ না করায় এবং তিনি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী প্রদত্ত কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব না দিয়ে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন। তিনি তথ্য সরবরাহে বাধ্য হওয়া সত্বেও তথ্য সরবরাহের কোন কার্যক্রম গ্রহণ না করায় তাকে তথ্য অধিকার আইন অনযায়ী জরিমানা করা সমীচীন মর্মে কমিশন একমত পোষণ করে।

সিদ্ধান্ত

উপরে বর্ণিত পর্যালোচনার আলোকে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্তপত্র প্রাপ্তির পরবর্তী ১০ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীকে তার যাচিত তথ্যাদি, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে প্রত্যয়নপূর্বক সরবরাহের জন্য জনাব মোঃ আনারুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), তেলকুপি জমিলা স্মরণী কারিগরী ও ভকেশনাল স্কুল, পোঃ মোল্লাটোলা, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ কে নির্দেশনা দেওয়া হলো।

২। অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন গ্রহণ না করায় এবং কমিশন থেকে সমন প্রাপ্তির পরও যাচিত তথ্যাদি সরবরাহ না করায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আনারুল ইসলামকেতথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৫(১১)(খ) উপধারার ক্ষমতাবলে ২৭(১)(খ) ও (ঙ) উপধারা অনুযায়ী ৫০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা জরিমানা করা হলো। এই সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে জরিমানার অর্থ ব্যক্তিগত দায় হিসেবে পরিশোধের নির্দেশ দেওয়া হলো। অন্যথায় উক্ত আইনের ২৭(৪) উপধারা অনুযায়ী জরিমানার অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হলো।

৩। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেওয়া হলো।

৪। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(নেপাল চন্দ্র সরকার)	**(সুরাইয়া বেগম এনডিসি)**	**(মরতুজা আহমদ)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৩১৪/২০১৮

অভিযোগকারী ঃ জনাব মো: আব্দুর রব
প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত)
করগাঁও ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়,
পো: করগাঁও (২৩৩১)
উপ: কটিয়াদী, জেলা- কিশোরগঞ্জ।

প্রতিপক্ষ ঃ ১। জনাব মো: মোবারক হোসেন
অধ্যক্ষ
ও
বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
জিনিয়াস এডুকেশন কমপ্লেক্স
করগাঁও, কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ।
২। জনাব মো: তৌফিকুল ইসলাম (রবিন)
পূর্বতন অধ্যক্ষ
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
জিনিয়াস এডুকেশন কমপ্লেক্স
করগাঁও, কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ।

সিদ্ধান্তপত্র

(তারিখ:১৯-০৯-২০১৮ইং)

অভিযোগকারীর দাখিলকৃত ২৯১/২০১৭ নং অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক তিনি তার যাচিত তথ্যাদি প্রাপ্ত হননি। তিনি আবেদনে উল্লেখ করেন যে, তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে জনাব মো: তৌফিকুল ইসলাম (রবিন), তৎকালীন অধ্যক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জিনিয়াস এডুকেশন কমপ্লেক্স করগাঁও, কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ-কে যাচিত তথ্য সরবরাহ করার জন্য কমিশন নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও কোনরূপ তথ্য না পাওয়ায় অভিযোগকারী পুনরায় ০৯-০৭-২০১৮ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

২। তথ্য কমিশনের গত ০৯-০৮-২০১৮তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ১৯-০৯-২০১৮ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়। অদ্য ১৯-০৯-২০১৮ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উভয়েই হাজির।

৩। অদ্য শুনানীতে অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি আংশিক ও বিভ্রান্তিকর তথ্য পেয়েছেন। সম্পূর্ণ তথ্য পাবার জন্য তিনি পুনরায় অভিযোগ করেছেন। তার উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাত্র ৫০ গজ দূরে প্রতিপক্ষ জনাব মো: তৌফিকুল ইসলাম (রবিন) একটি কেজি স্কুল প্রতিষ্ঠা করে পরিচালনা শুরু করেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি কোনরূপ অনুমতি ব্যতীত ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করে অন্য স্কুলের নামে এসএসসি পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেন। এতে তার উচ্চ বিদ্যালয়ের ক্ষতি হচ্ছে বিধায় তিনি উক্ত বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানার জন্য তৎকালীন অধ্যক্ষের নিকট তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেছেন। এই প্রতিষ্ঠিত উচ্চ বিদ্যালয়টিকে নষ্ট করে দেওয়ার এটি একটি অবৈধ প্রচেষ্টা হিসেবে উল্লেখ করে তিনি অবশিষ্ট তথ্যাদি পেতে চান যাতে তিনি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে প্রমাণসহ

অভিযোগ দায়ের করে যথাযথ প্রতিকার পেতে পারেন। তিনি তার বক্তব্যে আরো বলেন যে, তিনি তার যাচিত নিম্নোক্ত তথ্যাদি অদ্যাবদি প্রাপ্ত হননি:

- **৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণী পর্যন্ত কোন কোন শাখা খোলার স্বীকৃতি কিংবা অনুমতি আছে। মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কত? শ্রেণী ওয়ারি মাসিক বেতন ও পরীক্ষার ফি কত? বছরে কয়টি পরীক্ষা নেওয়া হয় তা জানা আবশ্যক।**
- **নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার পূর্বে নিকটস্থ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের ছাড়পত্র (NOC) কিংবা অনুমতি পত্রের ফটোকপি আবশ্যক।**
- **জেনিয়াস এডুকেশন কমপ্লেক্সটি করগাঁও ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে কত গজ দূরে অবস্থিত এবং নিম্ন মাধ্যমিক কিংবা মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকারী নীতিমালা কি? বিধি মোতাবেক জানা আবশ্যক।**
- **প্রাথমিক/নিম্ন মাধ্যমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠান প্রধানের পদবী অধ্যক্ষ নাকি প্রধান শিক্ষক তা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নীতিমালার আলোকে জানা আবশ্যক।**
- **সরকারী কোন কর্মকর্তা কিংবা কর্মচারী ০২টি জেলা ০২টি প্রতিষ্ঠানে একই সময়ে চাকুরী করার বিধান আছে কি-না? এবং জেনিয়াস এডুকেশন কমপ্লেক্স এর প্রতিষ্ঠান প্রধান এর সঠিক পদবীসহ নাম জানা আবশ্যক।**
- **শিক্ষা বোর্ডের স্বীকৃতি কিংবা অনুমতি ছাড়া নিম্ন মাধ্যমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনা করা যায় কি-না? আপনার প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত ইন নম্বর কিংবা কোড নম্বর কত তা জানা আবশ্যক।**
- **আপনার প্রতিষ্ঠানের ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন, জে.এস.সি এবং এস.এস.সি পরীক্ষা কোন প্রতিষ্ঠান থেকে দেওয়ানো হয় প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম সহ ঠিকানা জানা আবশ্যক।**
- **আপনার প্রতিষ্ঠানের ১ম শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীরা উপ-বৃত্তি পায় কি-না? কিংবা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উপ-বৃত্তি দেওয়া হয় কি-না? সেই প্রতিষ্ঠানের নাম জানা আবশ্যক।**

৪। শুনানীতে ১নং প্রতিপক্ষ ও বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি বর্তমানে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি দায়িত্ব গ্রহণের পর তথ্য সরবরাহের জন্য জবাব দিয়েছেন। কিন্তু সকল তথ্য তার কাছে না থাকায় তিনি সরবরাহ করতে পারেননি। এমতাবস্থায়, পূর্বতন অধ্যক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (যিনি ২৯১/২০১৭ নং অভিযোগে একমাত্র প্রতিপক্ষ ছিলেন) যাচিত সকল তথ্য সরবরাহ না করার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন যে, বর্তমানে তিনি অধ্যক্ষ নেই। তিনি বিএডিসি এর একজন উপ-সহকারী প্রকৌশলী এবং উক্ত কেজি স্কুলটি তিনি প্রতিষ্ঠা করে প্রথম দিকে তিনি অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে জনাব মো: মোবারক হোসেন অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি আরো বলেন যে, কেজি স্কুলটি বর্তমানে নিকটে থাকলেও তিনি এটিকে উচ্চ বিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২/৩ কিলোমিটার দূরে জমি ক্রয় করেছেন। তিনি তার বক্তব্যে অভিযোগকারী কর্তৃক তার বক্তব্যে উল্লেখিত তথ্যাদি বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এর মাধ্যমে সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, অভিযোগকারী তার যাচিত আংশিক তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন। পূর্বতন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে অভিযোগকারীর যাচিত সকল তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়। তবে পূর্বে নিষ্পত্তিকৃত ২৯১/২০১৭ নং অভিযোগের একমাত্র প্রতিপক্ষ পূর্বতন অধ্যক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সিদ্ধান্তপত্রে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী অভিযোগকারীকে সকল তথ্য সরবরাহ না করায় দায়িত্বপালনে ব্যর্থ হয়েছেন যা তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য মর্মে কমিশন একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত।

উপর্যুক্ত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো :-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্তপত্র প্রাপ্তির ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীকে তার যাচিত ৩নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত অবশিষ্ট তথ্যাদি, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য জনাব মো: মোবারক হোসেন, অধ্যক্ষ ও বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জিনিয়াস এডুকেশন কমপ্লেক্স করগাঁও, কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ-কে নির্দেশনা দেওয়া হলো এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করে অভিযোগকারীকে মূল্য পরিশোধের জন্য ৫ কার্যদিবস সময় দিয়ে পত্র প্রেরণের জন্যও নির্দেশনা দেওয়া হলো। এক্ষেত্রে পূর্বতন অধ্যক্ষকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্যও নির্দেশ দেওয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য সরবরাহ না করায় এবং বর্তমান অভিযোগের কোন লিখিত জবাব দাখিল না করায় জনাব মো: তৌফিকুল ইসলাম (রবিন), পূর্বতন অধ্যক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জিনিয়াস এডুকেশন কমপ্লেক্স করগাঁও, কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ-কে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৫ (১১) (খ) উপধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উক্ত আইনের ২৭(১) (খ) ও (ঙ) উপধারা অনুযায়ী ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা জরিমানা করা হলো এবং ৩০ দিনের মধ্যে জরিমানার অর্থ জমা করার নির্দেশ দেওয়া হলো। অনাদায়ে উক্ত আইনের ২৭(৪) উপধারা অনুযায়ী সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করার জন্যও নির্দেশনা দেওয়া হলো।

৩। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেওয়া হলো।

৪। বিএডিসিতে কর্মরত একজন উপ-সহকারী প্রকৌশলী কিভাবে একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের পদে দায়িত্ব পালন করেন সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চেয়ারম্যান, বিএডিসি বরাবর সিদ্ধান্তপত্রের কপিসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রেরণ করা হোক।

৫। অন্যদিকে একটি প্রতিষ্ঠিত উচ্চ বিদ্যালয়ের ৫০ গজ দূরে কোন্ নিয়মাবলীর ভিত্তিতে অপর একটি কেজি স্কুল প্রতিষ্ঠা করে সেখানে ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করিয়ে অন্য স্কুলের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের এসএসসি পরীক্ষা দেওয়ানো যায় সে বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করিয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে সিদ্ধান্তপত্রের কপি সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হোক।

৬। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(সুরাইয়া বেগম এনডিসি)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মরতুজা আহমদ)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ
আলোকিত করবে সমাজ

তথ্য কমিশন

তথ্য কমিশন

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন : ৮১৮১২২২, ৮১৮১২১০, ৮১৮১২১৩, ৮১৮১২১৮, ফ্যাক্স : ৯১১০৬৩৮
ই-মেইল : cic@infocom.gov.bd ওয়েবসাইট : www.infocom.gov.bd